

Holy Bible

Aionian **Edition®**

মুক্তভাবে বাংলা সমকালীন সংস্করণের

Open Bengali Contemporary Bible

Gospel Primer

সূচিপত্র

ভূমিকা

আদিপুস্তক 1-4

যোহন 1-21

প্রকাশিত বাক্য 19-22

66 আয়াত

পাঠকের গাইড

শব্দকোষ

মানচিত্র

ভবিতব্য

ছবি, Doré

Welcome to the *Gospel Primer*. The Aionian Bible invites you to review popular Christian understanding. Is it possible that the most well-known verse in the Bible is mistranslated, John 3:16? Are the destinies of Heaven and Hell really the whole story? And are misunderstandings of this magnitude even possible? First, know that the Aionian Bible does not abandon Christian heritage. We have much to learn from godly people throughout all ages. Yet, this booklet is a new primer to the truly good news of Jesus Christ, the savior of all mankind.

Holy Bible Aionian Edition ®

মুক্তভাবে বাংলা সমকালীন সংস্করণের

Open Bengali Contemporary Bible

Gospel Primer

Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International, 2018-2025

Source text: eBible.org

Source version: 4/25/2025

Source copyright: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0, International

Biblica, Inc., 2007, 2017, 2019

Original work available for free at www.biblica.com and open.bible

Formatted by Speedata Publisher 5.1.9 (Pro) on 6/2/2025

100% Free to Copy and Print

TOR Anonymously

<https://AionianBible.org>

Published by Nainoia Inc, <https://Nainoia-Inc.signedon.net>

All profits are given to <https://CoolCup.org>

We pray for a modern Creative Commons translation in every language

Translator resources at <https://AionianBible.org/Third-Party-Publisher-Resources>

Report content and format concerns to Nainoia Inc

Volunteer help is welcome and appreciated!

ভূমিকা

বাংলা at AionianBible.org/Preface

The *Holy Bible Aionian Edition* ® is the world's first Bible *un-translation*! What is an *un-translation*? Bibles are translated into each of our languages from the original Hebrew, Aramaic, and Koine Greek. Occasionally, the best word translation cannot be found and these words are transliterated letter by letter. Four well known transliterations are *Christ*, *baptism*, *angel*, and *apostle*. The meaning is then preserved more accurately through context and a dictionary. The Aionian Bible un-translates and instead transliterates eleven additional Aionian Glossary words to help us better understand God's love for individuals and all mankind, and the nature of afterlife destinies.

The first three words are *aiōn*, *aiōnios*, and *aiōdios*, typically translated as *eternal* and also *world* or *eon*. The Aionian Bible is named after an alternative spelling of *aiōnios*. Consider that researchers question if *aiōn* and *aiōnios* actually mean *eternal*. Translating *aiōn* as *eternal* in Matthew 28:20 makes no sense, as all agree. The Greek word for *eternal* is *aiōdios*, used in Romans 1:20 about God and in Jude 6 about demon imprisonment. Yet what about *aiōnios* in John 3:16? Certainly we do not question whether salvation is eternal! However, *aiōnios* means something much more wonderful than infinite time! Ancient Greeks used *aiōn* to mean *eon* or *age*. They also used the adjective *aiōnios* to mean *entirety*, such as *complete* or even *consummate*, but never infinite time. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs. So *aiōnios* is the perfect description of God's Word which has *everything* we need for life and godliness! And the *aiōnios* life promised in John 3:16 is not simply a ticket to eternal life in the future, but the invitation through faith to the *consummate* life beginning now!

The next seven words are *Sheol*, *Hadēs*, *Geenna*, *Tartaroō*, *Abyssos*, and *Limnē Pyr*. These words are often translated as *Hell*, the place of eternal punishment. However, *Hell* is ill-defined when compared with the Hebrew and Greek. For example, *Sheol* is the abode of deceased believers and unbelievers and should never be translated as *Hell*. *Hadēs* is a temporary place of punishment, Revelation 20:13-14. *Geenna* is the Valley of Hinnom, Jerusalem's refuse dump, a temporal judgment for sin. *Tartaroō* is a prison for demons, mentioned once in 2 Peter 2:4. *Abyssos* is a temporary prison for the Beast and Satan. Translators are also inconsistent because *Hell* is used by the King James Version 54 times, the New International Version 14 times, and the World English Bible zero times. Finally, *Limnē Pyr* is the Lake of Fire, yet Matthew 25:41 explains that these fires are prepared for the Devil and his angels. So there is reason to review our conclusions about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.

The eleventh word, *eleēsē*, reveals the grand conclusion of grace in Romans 11:32. Please understand these eleven words. The original translation is unaltered and a highlighted note is added to 64 Old Testament and 200 New Testament verses. To help parallel study and Strong's Concordance use, apocryphal text is removed and most variant verse numbering is mapped to the English standard. We thank our sources at eBible.org, Crosswire.org, unbound.Biola.edu, Bible4u.net, and NHEB.net. The Aionian Bible is copyrighted with creativecommons.org/licenses/by/4.0, allowing 100% freedom to copy and print, if respecting source copyrights. Check the Reader's Guide and read at AionianBible.org, with Android, and with TOR network. Why purple? King Jesus' Word is royal and purple is the color of royalty! All profits are given to CoolCup.org.



সেই মানুষটিকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর, এদন বাগানের পূর্বদিকে তিনি কল্পবদের মোতায়ন করে দিলেন এবং
জীবনদায়ী গাছের কাছে পৌঁছানোর পথ রক্ষা করার জন্য ঘূর্ণায়মান জ্বলন্ত এক তরোয়ালও বসিয়ে দিলেন।
আদিপুস্তক ৩:২৪

আদিপুস্তক

1 শুরুতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।

2 এমতাবস্থায় পৃথিবী নিরবয়ব ও ফাঁকা ছিল, গভীরের উপরের স্তরে অন্ধকার ছেয়ে ছিল, এবং ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর ভেসে বেড়াচ্ছিলেন। 3 আর ঈশ্বর বললেন, “আলো হোক,” এবং আলো হল। 4 ঈশ্বর দেখলেন যে সেই আলো ভালো হয়েছে, এবং তিনি অন্ধকার থেকে আলোকে বিচ্ছিন্ন করলেন। 5 ঈশ্বর আলোকে “দিন” নাম দিলেন এবং অন্ধকারকে “রাত” নাম দিলেন। সন্ধ্যা হল এবং সকাল হল—এই হল প্রথম দিন। 6 আর ঈশ্বর বললেন, “পৃথিবীর জল থেকে আকাশের জলকে আলাদা করার জন্য এই দুই ধরনের জলের মাঝখানে উন্মুক্ত এলাকা তৈরি হোক।” 7 অতএব ঈশ্বর উন্মুক্ত এলাকা তৈরি করলেন এবং সেই এলাকার উপরের ও নিচের জলকে আলাদা করে দিলেন। আর তা সেইমতোই হল। 8 ঈশ্বর সেই উন্মুক্ত এলাকাকে “আকাশ” নাম দিলেন। আর সন্ধ্যা হল ও সকাল হল—এই হল দ্বিতীয় দিন। 9 আর ঈশ্বর বললেন, “আকাশের নিচের সব জল এক স্থানে জমা হোক, এবং শুকনো জমি দৃষ্টিগোচর হোক।” আর তা সেইমতোই হল। 10 ঈশ্বর সেই শুকনো জমির নাম দিলেন “ভূমি” এবং জমা জলকে তিনি “সমুদ্র” নাম দিলেন। আর ঈশ্বর দেখলেন যে সেটি ভালো হয়েছে। 11 পরে ঈশ্বর বললেন, “ভূমি গাছপালা উৎপন্ন করুক: সেগুলির বিভিন্ন ধরন অনুসারে ভূমিতে উৎপন্ন সবীজ লতাগুল্ম ও বীজ সমেত ফল উৎপাদনকারী গাছ উৎপন্ন হোক।” আর তা সেইমতোই হল। 12 ভূমি গাছপালা উৎপন্ন করল: নিজস্ব প্রজাতি অনুসারে বীজ উৎপাদনকারী লতাগুল্ম এবং নিজস্ব প্রজাতি অনুসারে বীজ সমেত ফল উৎপাদনকারী গাছ উৎপন্ন হল। এবং ঈশ্বর দেখলেন যে সেগুলি ভালো হয়েছে। 13 আর সন্ধ্যা হল ও সকাল হল—এই হল তৃতীয় দিন। 14 আর ঈশ্বর বললেন, “রাত থেকে দিনকে আলাদা করার জন্য আকাশের উন্মুক্ত এলাকায় জ্যোতি হোক, এবং বিভিন্ন ঋতু, দিন ও বছর চিহ্নিত করার জন্য এগুলি নিদর্শনরূপে কাজ করুক, 15 আর পৃথিবীতে আলো দেওয়ার জন্য এগুলি আকাশের উন্মুক্ত এলাকায় আলোর উৎস হয়ে যাক।” আর তা সেরকমই হল। 16 ঈশ্বর দুটি বড়ো জ্যোতি তৈরি করলেন—দিন নিয়ন্ত্রিত করার জন্য অপেক্ষাকৃত বড়ো জ্যোতি এবং রাত নিয়ন্ত্রিত করার জন্য অপেক্ষাকৃত ছোটো জ্যোতি। তিনি তারকামালাও তৈরি করলেন। 17 পৃথিবীতে আলো দেওয়ার জন্য ঈশ্বর সেগুলিকে আকাশের

উন্মুক্ত এলাকায় বসিয়ে দিলেন, 18 যেন সেগুলি দিন ও রাতের উপরে প্রভুত্ব করতে পারে, এবং অন্ধকার থেকে আলোকে আলাদা করতে পারে। আর ঈশ্বর দেখলেন যে তা ভালো হয়েছে। 19 আর সন্ধ্যা হল এবং সকাল হল—এই হল চতুর্থ দিন। 20 আর ঈশ্বর বললেন, “জলে জীবিত প্রাণীর ঝাঁক দেখা যাক এবং আকাশে পৃথিবীর উপর পাখিরা উড়ে বেড়াক।” 21 তাই ঈশ্বর সমুদ্রের বড়ো বড়ো প্রাণীদের এবং জলে থাকা প্রত্যেকটি জীবিত ও গতিশীল জীবকে তাদের প্রজাতি অনুসারে, এবং প্রত্যেকটি ডানায়ুক্ত পাখিকে তাদের প্রজাতি অনুসারে, সৃষ্টি করলেন। আর ঈশ্বর দেখলেন যে তা ভালো হয়েছে। 22 ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করে বললেন, “ফলবান হও ও সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে সমুদ্রের জল ভরিয়ে তোলো, এবং পৃথিবীর বৃকে পাখিরাও সংখ্যায় বৃদ্ধি পাক।” 23 আর সন্ধ্যা হল এবং সকাল হল—এই হল পঞ্চম দিন। 24 আর ঈশ্বর বললেন, “ভূমি নিজস্ব প্রজাতি অনুসারে জীবিত প্রাণী উৎপন্ন করুক: গৃহপালিত পশু, জমির সরীসৃপ প্রাণী, এবং বন্যপশু, প্রত্যেকে নিজস্ব প্রজাতি অনুসারেই হোক।” আর তা সেইমতোই হল। 25 বন্যপশুদের তাদের নিজস্ব প্রজাতি অনুসারে, গৃহপালিত পশুদের তাদের নিজস্ব প্রজাতি অনুসারে, এবং জমির সরীসৃপ প্রাণীদের তাদের নিজস্ব প্রজাতি অনুসারে ঈশ্বর তৈরি করলেন। আর ঈশ্বর দেখলেন যে তা ভালো হয়েছে। 26 তখন ঈশ্বর বললেন, “এসো, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে ও আমাদের সাদৃশ্যে মানুষ তৈরি করি, যেন তারা সমুদ্রের মাছেদের উপরে এবং আকাশের পাখিদের উপরে, গৃহপালিত পশুদের ও সব বন্যপশুর উপরে, এবং জমির সব সরীসৃপ প্রাণীর উপরে কর্তৃত্ব করে।” 27 অতএব ঈশ্বর তাঁর নিজস্ব প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তিনি তাকে সৃষ্টি করলেন; পুরুষ ও স্ত্রী করে তিনি তাদের সৃষ্টি করলেন। 28 ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করে বললেন, “তোমরা ফলবান হও ও সংখ্যায় বৃদ্ধিলাভ করো; পৃথিবী ভরিয়ে তোলো ও এটি বশে রেখো। সমুদ্রের মাছগুলির উপরে ও আকাশের পাখিদের উপরে এবং প্রত্যেকটি সরীসৃপ প্রাণীর উপরে তোমরা কর্তৃত্ব করো।” 29 পরে ঈশ্বর বললেন, “প্রত্যেকটি সবীজ লতাগুল্ম, যা সমগ্র পৃথিবীর বৃকে উৎপন্ন হয় ও বীজ সমেত ফল উৎপাদনকারী প্রত্যেকটি গাছপালা আমি তোমাদের দিলাম। সেগুলি তোমাদের খাদ্যদ্রব্য হবে। 30 আর পৃথিবীর সব পশুর ও আকাশের সব পাখির এবং সব সরীসৃপ প্রাণীর কাছে—যে সবকিছুর মধ্যে জীবন আছে—খাদ্যদ্রব্যরূপে আমি প্রত্যেকটি সবুজ চারাগাছ

দিলাম।" আর তা সেইমতোই হল। 31 ঈশ্বর যা যা তৈরি করলেন, তা তিনি দেখলেন, এবং তা খুবই ভালো হল। আর সন্ধ্যা হল ও সকাল হল—এই হল ষষ্ঠ দিন।

2 এইভাবে আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবী ও সেখানকার সবকিছু সৃষ্টির কাজ সম্পূর্ণ হল। 2 সপ্তম দিনে এসে ঈশ্বর তাঁর সব কাজকর্ম সমাপ্ত করলেন; তাই সপ্তম দিনে তিনি তাঁর সমস্ত কাজ থেকে বিশ্রাম নিলেন। 3 আর ঈশ্বর সপ্তম দিনকে আশীর্বাদ করে সেটিকে পবিত্র করলেন, কারণ এই দিনেই তিনি তাঁর সব সৃষ্টিকর্ম সম্পূর্ণ করে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। 4 আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী যখন সৃষ্টি হল, সদাপ্রভু ঈশ্বর যখন পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল তৈরি করলেন তখন তার বর্ণনা এইরকম হল। 5 আর তখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনও গাছপালা উৎপন্ন হয়নি এবং কোনও চারাগাছ তখনও গজিয়ে ওঠেনি, কারণ সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবীতে বৃষ্টি পাঠাননি, এবং জমিতে চাষ করার জন্য সেখানে কোনও মানুষও ছিল না, 6 কিন্তু পৃথিবী থেকে জলধারা উঠে এল ও জমির সমগ্র বহির্ভাগ জলসিক্ত করে তুলল। 7 সদাপ্রভু ঈশ্বর জমির ধূলা থেকে মানুষকে গড়ে তুললেন এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে প্রাণবায়ু ভরে দিলেন, এবং সেই মানুষ এক জীবিত প্রাণী হয়ে গেল। 8 এমতাবস্থায় সদাপ্রভু ঈশ্বর এদনে, পূর্বদিকে একটি বাগান তৈরি করলেন; এবং সেখানে তিনি তাঁর হাতে গড়া মানুষটিকে রাখলেন। 9 আর সদাপ্রভু ঈশ্বর ভূমিতে সব ধরনের গাছপালা জন্মাতে দিলেন—যেসব গাছপালা দেখতে ভালো লাগে এবং খাদ্যরূপেও যেগুলি ভালো। বাগানের মাঝখানে জীবনদায়ী গাছ এবং ভালোমন্দের জ্ঞানদায়ী গাছ ছিল। 10 এদন থেকে একটি নদী প্রবাহিত হয়ে বাগানটি জলসেচিত করে তুলল; সেখান থেকে এটি চার ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। 11 প্রথমটির নাম পীশোন; এটি সমগ্র সেই হবীলা দেশ জুড়ে প্রবাহিত হয়েছে, যেখানে সোনা পাওয়া যায়। 12 (সেই দেশের সোনা খুব উন্নত মানের; আর সেখানে সুগন্ধি ধূনো এবং স্ফটিকমণিও পাওয়া যায়) 13 দ্বিতীয় নদীটির নাম গীহোন, এটি সমগ্র কূশ দেশ জুড়ে প্রবাহিত হয়েছে। 14 তৃতীয় নদীটির নাম টাইগ্রিস; এটি আসিরিয়ার পূর্বদিক ঘেঁসে বয়ে গিয়েছে। চতুর্থ নদীটি হল ইউফ্রেটিস। 15 সদাপ্রভু ঈশ্বর মানুষটিকে নিয়ে এদন বাগানে কাজ করার এবং সেটির যত্ন নেওয়ার জন্য তাকে সেখানে রাখলেন। 16 আর সদাপ্রভু ঈশ্বর সেই মানুষটিকে আদেশ দিলেন, “বাগানের যে কোনো গাছের ফল খাওয়ার ক্ষেত্রে তুমি স্বাধীন; 17 কিন্তু ভালোমন্দের

জ্ঞানদায়ী গাছের ফল তুমি অবশ্যই খেয়ো না। যদি সেই গাছের ফল খাও, তবে তুমি নিশ্চয় মারা যাবে।” 18 সদাপ্রভু ঈশ্বর বললেন, “মানুষের একা থাকা ভালো নয়। আমি তার উপযুক্ত এক সহকারিণী তৈরি করব।” 19 এখন সদাপ্রভু ঈশ্বর সব বন্যপশুকে ও আকাশের সব পাখিকে মাটি দিয়ে তৈরি করলেন। সেই মানুষটি তাদের কী নাম দেয় তা দেখার জন্য ঈশ্বর তাদের তাঁর কাছে আনলেন; আর সেই মানুষটি প্রত্যেকটি জীবন্ত প্রাণীকে যে যে নাম দিলেন, তার নাম ঠিক তাই হল। 20 অতএব সেই মানুষটি সব গৃহপালিত পশুর, আকাশের পাখিদের এবং সব বন্যপশুর নামকরণ করলেন। কিন্তু আদমের জন্য উপযুক্ত কোনও সহকারিণী পাওয়া যায়নি। 21 অতএব সদাপ্রভু ঈশ্বর মানুষটিকে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়তে দিলেন; এবং যখন তিনি ঘুমাচ্ছিলেন, তখন ঈশ্বর সেই মানুষটির পাঁজরের একটি হাড় বের করে নিয়ে তাঁর সেই স্থানটি মাংস দিয়ে ভরাট করে দিলেন। 22 পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর সেই মানুষটির পাঁজরের যে হাড়টি বের করলেন, তা দিয়ে এক নারী তৈরি করলেন, এবং ঈশ্বর তাঁকে সেই মানুষটির কাছে আনলেন। 23 মানুষটি বললেন, “এখন এই আমার অস্থির অস্থি ও আমার মাংসের মাংস; এর নাম হবে ‘নারী,’ কারণ একে নর থেকে নেওয়া হয়েছে।” 24 এই কারণে একজন পুরুষ তার পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করে, তার স্ত্রীর সাথে সংযুক্ত হবে ও সেই দুজন একাঙ্গ হবে। 25 সেই পুরুষ ও তাঁর স্ত্রী, দুজনেই নগ্ন ছিলেন, আর তাদের কোনো লজ্জাবোধও ছিল না।

3 এখন সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্মিত যে কোনো বন্যপশুর মধ্যে সাপই ছিল সবচেয়ে ধূর্ত। সে নারীকে বলল, “সত্যিই কি ঈশ্বর বলেছেন, ‘তোমরা অবশ্যই বাগানের কোনও গাছের ফল খেয়ো না?’” 2 নারী সাপকে বললেন, “আমরা বাগানের গাছগুলি থেকে ফল খেতে পারি, 3 কিন্তু ঈশ্বর বলেছেন, ‘বাগানের মাঝখানে যে গাছটি আছে, তার ফল তোমরা অবশ্যই খাবে না, আর এটি তোমরা ছোঁবেও না, এমনটি করলে তোমরা মারা যাবে।” 4 “অবশ্যই তোমরা মরবে না,” সাপ নারীকে বলল। 5 “কারণ ঈশ্বর জানেন যে, যখন তোমরা এটি খাবে, তখন তোমাদের চোখ খুলে যাবে, ও তোমরা ভালোমন্দ জানার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের মতো হয়ে যাবে।” 6 নারী যখন দেখলেন যে সেই গাছের ফলটি খাদ্য হিসেবে ভালো ও চোখের পক্ষে আনন্দদায়ক, এবং জ্ঞানার্জনের পক্ষেও কাম্য, তখন তিনি কয়েকটি ফল পেড়ে তা খেলেন। তিনি তাঁর সেই স্বামীকেও

কয়েকটি ফল দিলেন, যিনি তাঁর সঙ্গেই ছিলেন ও তিনিও তা খেলেন। 7 তখন তাদের দুজনেরই চোখ খুলে গেল, এবং তারা অনুভব করলেন যে তারা উলঙ্গ; তাই তারা ডুমুর গাছের পাতা একসাথে সেলাই করে নিজেদের জন্য আচ্ছাদন তৈরি করলেন। 8 তখন সেই মানুষটি ও তাঁর স্ত্রী সেই সদাপ্রভু ঈশ্বরের হাঁটার আওয়াজ শুনতে পেলেন, যিনি দিনের পড়ন্ত বেলায় বাগানে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছিলেন, এবং তারা সদাপ্রভু ঈশ্বরকে এড়িয়ে বাগানের গাছগুলির আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন। 9 কিন্তু সদাপ্রভু ঈশ্বর সেই মানুষটিকে ডেকে বললেন, “তুমি কোথায়?” 10 তিনি উত্তর দিলেন, “বাগানে আমি তোমার হাঁটার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম, আর আমি ভয় পেয়েছিলাম কারণ আমি যে উলঙ্গ; তাই আমি লুকিয়ে পড়েছি।” 11 আর সদাপ্রভু ঈশ্বর বললেন, “কে তোমাকে বলেছে যে তুমি উলঙ্গ? যে গাছের ফল না খাওয়ার আদেশ আমি তোমাকে দিয়েছিলাম, সেই গাছের ফল তুমি কি খেয়েছ?” 12 মানুষটি বললেন, “আমার সঙ্গে তুমি যে নারীকে এখানে রেখেছ—সেই গাছটি থেকে কয়েকটি ফল আমায় দিয়েছিল এবং আমি তা খেয়ে ফেলেছি।” 13 তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর নারীকে বললেন, “তুমি এ কী করলে?” নারী বললেন, “সাপ আমাকে প্রতারিত করেছে, ও আমি খেয়ে ফেলেছি।” 14 অতএব সদাপ্রভু ঈশ্বর সাপকে বললেন, “যেহেতু তুমি এমনটি করেছ, তাই, ‘সব গবাদি পশুর মধ্যে ও সব বন্যপশুর মধ্যে তুমিই হলে অভিশপ্ত! তুমি বুকে ভর দিয়ে চলবে আর সারা জীবনভর ধুলো খেয়ে যাবে। 15 তোমার ও নারীর মধ্যে আর তোমার ও তার সন্তানসন্ততির মধ্যে আমি শত্রুতা জন্মাব; সে তোমার মাথা গুঁড়িয়ে দেবে আর তুমি তার পায়ের গোড়ালিতে আঘাত হানবে।” 16 সদাপ্রভু ঈশ্বর নারীকে বললেন, “আমি তোমার সন্তান প্রসবের ব্যথা খুব বাড়িয়ে দেব; প্রচণ্ড প্রসববেদনা সহ্য করে তুমি সন্তানের জন্ম দেবে। তোমার স্বামীর প্রতি তোমার আকুল বাসনা থাকবে, আর সে তোমার উপর কর্তৃত্ব করবে।” 17 আদমকে তিনি বললেন, “যেহেতু তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনে সেই গাছের ফল খেয়েছ, যেটির বিষয়ে আমি তোমাকে আদেশ দিয়েছিলাম, ‘তুমি এর ফল অবশ্যই খাবে না,’ তাই ‘তোমার জন্য ভূমি অভিশপ্ত হল; আজীবন তুমি কঠোর পরিশ্রম করে তা থেকে খাবার খাবে। 18 তা তোমার জন্য কাঁটাগাছ ও শিয়ালকাঁটা ফলাবে, আর তুমি ক্ষেতের লতাগুল্ম খাবে, 19 যতদিন না তুমি মাটিতে ফিরে যাচ্ছ, ততদিন তুমি কপালের ঘাম বরিয়ে তোমার খাবার খাবে, যেহেতু সেখান থেকেই তোমাকে আনা হয়েছে;

কারণ তুমি তো ধূলো, আর ধূলোতেই তুমি যাবে ফিরে।” 20 আদম তাঁর স্ত্রীর নাম দিলেন হবা, কারণ তিনি হবেন সব জীবন্ত মানুষের মা। 21 সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম ও তাঁর স্ত্রীর জন্য চামড়ার পোশাক বানিয়ে দিলেন এবং তাদের কাপড় পরিয়ে দিলেন। 22 আর সদাপ্রভু ঈশ্বর বললেন, “মানুষ এখন ভালোমন্দের জ্ঞান পেয়ে আমাদের একজনের মতো হয়ে গিয়েছে। তাকে এই সুযোগ দেওয়া যাবে না, যেন সে তার হাত বাড়িয়ে আবার জীবনদায়ী গাছের ফল খেয়ে অমর হয়ে যায়।” 23 তাই সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁকে এদন বাগান থেকে নির্বাসিত করে সেই ভূমিতে কাজ করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন, যেখান থেকে তাঁকে তুলে আনা হয়েছিল। 24 সেই মানুষটিকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর, এদন বাগানের পূর্বদিকে তিনি করুবদের মোতায়েন করে দিলেন এবং জীবনদায়ী গাছের কাছে পৌঁছানোর পথ রক্ষা করার জন্য ঘূর্ণায়মান জ্বলন্ত এক তরোয়ালও বসিয়ে দিলেন।

4 আদম তাঁর স্ত্রী হবার সঙ্গে সহবাস করলেন, এবং হবা গর্ভবতী হয়ে কয়নের জন্ম দিলেন। হবা বললেন, “সদাপ্রভুর সাহায্য নিয়ে আমি একটি পুরুষমানুষ উৎপন্ন করেছি।” 2 পরে তিনি কয়নের ভাই হেবলের জন্ম দিলেন। হেবল মেসপাল দেখাশোনা করত, এবং কয়ন জমি চাষ-আবাদ করত। 3 অবশেষে কয়ন তার জমির কিছু ফল সদাপ্রভুর কাছে এক উপহার রূপে নিয়ে এল। 4 কিন্তু হেবল উপহার রূপে তার মেসপালের প্রথমজাত কয়েকটি মেঘের চর্বিদার অংশ আনল। সদাপ্রভু হেবল ও তার উপহারের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, 5 কিন্তু কয়ন ও তার উপহারের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হননি। তাই কয়ন খুব ক্রুদ্ধ হল এবং সে বিষণ্ণবদন হয়ে পড়ল। 6 তখন সদাপ্রভু কয়নকে বললেন, “তুমি ক্রুদ্ধ হলে কেন? কেন তুমি বিষণ্ণবদন হয়ে পড়েছ? 7 যদি তুমি ঠিক কাজ করতে, তবে কি গ্রাহ্য হতে না? কিন্তু যদি ঠিক কাজ না করে থাকো, তবে পাপ তোমার দরজায় গুটিসুটি মেরে আছে; পাপ তোমাকে গ্রাস করতে চাইছে, কিন্তু তোমাকেই পাপকে বশে রাখতে হবে।” 8 এদিকে কয়ন তার ভাই হেবলকে বলল, “চলো, আমরা জমিতে যাই।” আর তারা যখন জমিতে ছিল, তখন কয়ন তার ভাই হেবলকে আক্রমণ করে তাকে হত্যা করল। 9 তখন সদাপ্রভু কয়নকে বললেন, “তোমার ভাই হেবল কোথায়?” “আমি জানি না,” সে উত্তর দিল, “আমি কি আমার ভাইয়ের তত্ত্বাবধায়ক?” 10 সদাপ্রভু বললেন, “তুমি এ কী করলে? শোনো! জমি থেকে তোমার ভাইয়ের রক্তের কান্না আমার কানে ভেসে আসছে। 11

এখন তুমি অভিশাপগ্রস্ত হলে এবং সেই জমি থেকে তিনি তার নাম দিলেন ইনোশ। তখন থেকেই লোকেরা বিতাড়িতও হলে, যা তোমার হাত থেকে তোমার ভাইয়ের সদাপ্রভুর নামে ডাকতে শুরু করল। রক্ত গ্রহণ করার জন্য উন্মুক্ত হয়েছে। 12 যখন তুমি এই জমিতে কাজ করবে, তখন আর তা তোমার জন্য ফসল উৎপন্ন করবে না। এ জগতে তুমি অশান্ত এক ভ্রমণকারী হয়েই থাকবে।” 13 কয়িন সদাপ্রভুকে বলল, “আমার শাস্তিটি, আমার শক্তির অতিরিক্ত হয়ে গেল। 14 আজ তুমি আমাকে কৃষিভূমি থেকে তাড়িয়ে দিলে, আর আমি তোমার উপস্থিতি থেকে লুকিয়ে পড়ব; পৃথিবীতে আমি অশান্ত এক ভ্রমণকারী হয়েই থাকব, এবং যে কেউ আমার দেখা পাবে সে আমাকে হত্যা করবে।” 15 কিন্তু সদাপ্রভু তাকে বললেন, “তা নয়; কেউ যদি কয়িনকে হত্যা করে, তবে তার প্রতিশোধে তাকে সাতগুণ বেশি নির্যাতন সহ্য করতে হবে।” পরে সদাপ্রভু কয়িনের গায়ে একটি চিহ্ন লাগিয়ে দিলেন, যেন যে কেউ কয়িনের খোঁজ পেয়ে তাকে হত্যা করতে না পারে। 16 অতএব কয়িন সদাপ্রভুর উপস্থিতি থেকে সরে গিয়ে এদনের পূর্বদিকে নোদ দেশে গিয়ে বসবাস করতে লাগল। 17 কয়িন তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করল, ও তার স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে হনোকের জন্ম দিল। পরে কয়িন একটি নগর গড়ে তার ছেলে হনোকের নামানুসারে সেটির নাম রাখল হনোক। 18 হনোক ঈরদের জন্ম দিল, এবং ঈরদ মহুয়ায়েলের বাবা হল, এবং মহুয়ায়েল মথুশায়েলের বাবা হল, এবং মথুশায়েল লেমকের বাবা হল। 19 লেমক দুজন মহিলাকে বিয়ে করল, একজনের নাম আদা ও অন্যজনের নাম সিল্লা। 20 আদা যাবলের জন্ম দিল; যারা তাঁবুতে বসবাস করে ও গৃহপালিত পশুপাল পালন করে, সে তাদের পূর্বপুরুষ। 21 তার ভাইয়ের নাম যুবল; যারা বীণা ও বাঁশি বাজায়, সে তাদের পূর্বপুরুষ। 22 সিল্লারও এক ছেলে ছিল, যে তুবল-কয়িন, ব্রোঞ্জ ও লোহা দিয়ে সেসব ধরনের যন্ত্রপাতি গড়ে তুলত। তুবল-কয়িনের বোনের নাম নয়মা। 23 লেমক তার স্ত্রীদের বলল, “আদা ও সিল্লা; আমার কথা শোনো; ওহে লেমকের স্ত্রীরা, আমার কথায় কান দাও। আমায় যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য একটি লোককে আমি হত্যা করেছি, আমায় আহত করার জন্য একটি যুবককে আমি হত্যা করেছি। 24 কয়িনের হত্যার প্রতিশোধ যদি সাতগুণ হয়, তবে লেমকের হত্যার প্রতিশোধ হবে 77 গুণ।” 25 আদম আবার তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করলেন, এবং হবা এক ছেলের জন্ম দিয়ে এই বলে তার নাম দিলেন শেথ, যে “কয়িন হেবলকে হত্যা করেছে বলে ঈশ্বর তার স্থানে আমাকে আর এক ছেলে মঞ্জুর করেছেন।” 26 শেথেরও একটি ছেলে হল, এবং



তখন যীশু বললেন, “পিতা, এদের ক্ষমা করো, কারণ এরা জানে না, এরা কী করছে।”

আর গুটিকাপাত করে তারা তাঁর পোশাকগুলি ভাগ করে নিল।

লুক ২৩:৩৪

যোহন

1 আদিতে বাক্য ছিলেন, সেই বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন এবং বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন। 2 আদিতে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। 3 তাঁর মাধ্যমে সবকিছু সৃষ্ট হয়েছিল; সৃষ্ট কোনো বস্তুই তিনি ব্যতিরেকে সৃষ্ট হয়নি। 4 তাঁর মধ্যে জীবন ছিল। সেই জীবন ছিল মানবজাতির জ্যোতি। 5 সেই জ্যোতি অন্ধকারে আলো বিকিরণ করে, কিন্তু অন্ধকার তা উপলব্ধি করতে পারেনি। 6 ঈশ্বর থেকে প্রেরিত এক ব্যক্তির আবির্ভাব হল, তাঁর নাম যোহন। 7 সেই জ্যোতির সাক্ষ্য দিতেই সাক্ষীরূপে তাঁর আগমন ঘটেছিল, যেন তাঁর মাধ্যমে মানুষ বিশ্বাস করে। 8 তিনি স্বয়ং সেই জ্যোতি ছিলেন না, কিন্তু সেই জ্যোতির সাক্ষ্য দিতেই তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। 9 সেই প্রকৃত জ্যোতি, যিনি প্রত্যেক মানুষকে আলো দান করেন, জগতে তাঁর আবির্ভাব হচ্ছিল। 10 তিনি জগতে ছিলেন, জগৎ তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হলেও জগৎ তাঁকে চিনল না। 11 তিনি তাঁর আপনজনদের মধ্যে এলেন, কিন্তু যারা তাঁর আপন, তারা তাঁকে গ্রহণ করল না। 12 তবু যতজন তাঁকে গ্রহণ করল, যারা তাঁর নামে বিশ্বাস করল, তাদের তিনি ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার অধিকার দিলেন। 13 তারা স্বাভাবিকভাবে জাত নয়, মানবিক ইচ্ছা বা পুরুষের ইচ্ছায় নয়, কিন্তু ঈশ্বর থেকে জাত। 14 সেই বাক্য দেহ ধারণ করলেন এবং আমাদেরই মধ্যে বসবাস করলেন। আমরা তাঁর মহিমা দেখেছি, ঠিক যেমন পিতার নিকট থেকে আগত এক ও অদ্বিতীয় পুত্রের মহিমা। তিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পূর্ণ। 15 যোহন তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, “ইনিই সেই ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে আমি বলেছিলাম, ‘আমার পরে যিনি আসছেন তিনি আমার অগ্রগণ্য, কারণ আমার আগে থেকেই তিনি বিদ্যমান।’” 16 তাঁর অনুগ্রহের পূর্ণতা থেকে আমরা সকলেই একের পর এক আশীর্বাদ লাভ করেছি। 17 মোশির মাধ্যমে বিধান দেওয়া হয়েছিল; যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে অনুগ্রহ ও সত্য উপস্থিত হয়েছে। 18 ঈশ্বরকে কেউ কোনোদিন দেখেনি; কিন্তু এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর, যিনি পিতার পাশে বিরাজ করেন, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন। 19 জেরুশালেমে ইহুদিরা যখন কয়েকজন যাজক ও লেবীয়কে পাঠিয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চাইল, তখন যোহন এভাবে সাক্ষ্য দিলেন। 20 তিনি স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করলেন না বরং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন, “আমি সেই খ্রীষ্ট নই।” 21 তারা তাঁকে প্রশ্ন করল, “তাহলে আপনি কে? আপনি কি এলিয়?” তিনি বললেন, “না, আমি

নই।” “আপনি কি সেই ভাববাদী?” তিনি বললেন, “না।” 22 শেষে তারা বলল, “তাহলে, কে আপনি? আমাদের বলুন। যারা আমাদের পাঠিয়েছেন, তাদের কাছে উত্তর নিয়ে যেতে হবে। নিজের সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?” 23 ভাববাদী যিশাইয়ের ভাষায় যোহন উত্তর দিলেন, “আমি মরুপ্রান্তরে এক কণ্ঠস্বর যা আহ্বান করছে, ‘তোমরা প্রভুর জন্য রাজপথগুলি সরল করো।’” 24 তখন ফরিশীদের প্রেরিত কয়েকজন লোক 25 তাঁকে প্রশ্ন করল, “আপনি যদি খ্রীষ্ট, এলিয়, বা সেই ভাববাদী না হন, তাহলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন কেন?” 26 যোহন উত্তর দিলেন, “আমি তোমাদের জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি ঠিকই, কিন্তু তোমাদেরই মধ্যে এমন একজন দাঁড়িয়ে আছেন, যাঁকে তোমরা জানো না। 27 তিনি আমার পরে আসছেন। তাঁর চটজুতোর বাঁধন খোলারও যোগ্যতা আমার নেই।” 28 এই সমস্ত ঘটল জর্ডন নদীর অপর পারে বেথানিতে, যেখানে যোহন লোকদের বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন। 29 পরের দিন যোহন যীশুকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বললেন, “ওই দেখো ঈশ্বরের মেসশাবক, যিনি জগতের সমস্ত পাপ দূর করেন। 30 ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর সম্পর্কে আমি বলেছিলাম ‘আমার পরে যিনি আসছেন তিনি আমার চেয়েও মহান, কারণ আমার আগে থেকেই তিনি বিদ্যমান আছেন।’” 31 আমি নিজে তাঁকে জানতাম না, কিন্তু তিনি যেন ইস্রায়েলের কাছে প্রকাশিত হন সেজন্যই আমি জলে বাপ্তিস্ম দিতে এসেছি।” 32 তারপর যোহন এই সাক্ষ্য দিলেন: “আমি পবিত্র আত্মাকে কপোতের মতো স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখলাম, তিনি তাঁর উপরে অধিষ্ঠান করলেন। 33 আমি তাঁকে চিনতাম না কিন্তু যিনি আমাকে জলে বাপ্তিস্ম দিতে পাঠিয়েছেন তিনি বলেছিলেন, ‘আত্মাকে যাঁর উপরে নেমে এসে অধিষ্ঠান করতে দেখবে তিনিই পবিত্র আত্মা বাপ্তিস্ম দেবেন।’” 34 আমি দেখেছি ও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইনিই ঈশ্বরের পুত্র।” 35 পরের দিন যোহন তাঁর দুজন শিষ্যের সঙ্গে আবার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 36 সেখান দিয়ে যীশুকে যেতে দেখে তিনি বললেন, “ওই দেখো ঈশ্বরের মেসশাবক।” 37 তাঁর একথা শুনে শিষ্য দুজন যীশুকে অনুসরণ করলেন। 38 তাঁদের অনুসরণ করতে দেখে যীশু ঘুরে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা কী চাও?” তাঁরা বললেন, “রব্বি, (এর অর্থ, গুরুমহাশয়) আপনি কোথায় থাকেন?” 39 “এসো,” তিনি উত্তর দিলেন, “আর তোমরা দেখতে পাবে।” অতএব, তাঁরা গিয়ে দেখলেন তিনি কোথায় থাকেন এবং তাঁরা সেদিন তাঁর সঙ্গেই থাকলেন। তখন সময় ছিল বেলা প্রায় চারটা। 40 যোহনের কথা শুনে

যে দুজন যীশুকে অনুসরণ করেছিলেন, শিমোন পিতরের ভাই আন্দ্রিয় ছিলেন তাদের অন্যতম। 41 আন্দ্রিয় প্রথমে তাঁর ভাই শিমোনের খোঁজ করলেন এবং তাঁকে বললেন, “আমরা মশীহের (অর্থাৎ খ্রীষ্টের) সন্ধান পেয়েছি।” 42 তিনি তাঁকে যীশুর কাছে নিয়ে এলেন। যীশু তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, “তুমি যোহনের পুত্র শিমোন। তোমাকে কৈফা বলে ডাকা হবে।” (যার অনূদিত অর্থ, পিতর)। 43 পরের দিন যীশু গালীলের উদ্দেশে যাত্রার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফিলিপকে দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, “আমাকে অনুসরণ করো।” 44 আন্দ্রিয় ও পিতরের মতো ফিলিপও ছিলেন বেথসেদা নগরের অধিবাসী। 45 ফিলিপ নথনেলকে দেখতে পেয়ে বললেন, “মোশি তার বিধানপুস্তকে ও ভাববাদীরাও যাঁর বিষয়ে লিখেছেন, আমরা তাঁর সন্ধান পেয়েছি। তিনি নাসরতের যীশু, যোষেফের পুত্র।” 46 নথনেল জিজ্ঞাসা করলেন, “নাসরৎ থেকে কি ভালো কিছু আসতে পারে?” ফিলিপ বললেন, “এসে দেখে যাও।” 47 যীশু নথনেলকে আসতে দেখে তাঁর সম্পর্কে বললেন, “ওই দেখো একজন প্রকৃত ইস্রায়েলী, যার মধ্যে কোনও ছলনা নেই।” 48 নথনেল জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি কী করে আমাকে চিনলেন।” যীশু বললেন, “ফিলিপ তোমাকে ডাকার আগে তুমি যখন ডুমুর গাছের নিচে ছিলে, তখনই আমি তোমাকে দেখেছিলাম।” 49 তখন নথনেল বললেন, “রব্বি, আপনিই ঈশ্বরের পুত্র, আপনিই ইস্রায়েলের রাজা।” 50 যীশু বললেন, “তোমাকে ডুমুর গাছের তলায় দেখেছি একথা বলার জন্য কি তুমি বিশ্বাস করলে! তুমি এর চেয়েও অনেক মহৎ বিষয় দেখতে পাবে।” 51 তিনি আরও বললেন, “আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি দেখবে স্বর্গলোক উন্মুক্ত হয়েছে, আর ঈশ্বরের দূতেরা মনুষ্যপুত্রের উপর ওঠানামা করছেন।”

২ তৃতীয় দিনে গালীলের কানা নগরে এক বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। যীশুর মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 2 যীশু এবং তাঁর শিষ্যেরাও সেই বিবাহ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত ছিলেন। 3 দ্রাক্ষারস শেষ হয়ে গেলে, যীশুর মা তাঁকে বললেন, “ওদের দ্রাক্ষারস আর নেই।” 4 যীশু বললেন, “নারী! কেন তুমি এর সঙ্গে আমাকে জড়াচ্ছ? এখনও আমার সময় উপস্থিত হয়নি।” 5 তাঁর মা পরিচারকদের বললেন, “উনি যা বলেন, তোমরা সেইমতো করো।” 6 কাছেই জল রাখার জন্য ছয়টি পাথরের জালা ছিল। ইহুদিদের শুচিকরণ রীতি অনুযায়ী সেগুলিতে জল রাখা হত। প্রতিটি জালায় কুড়ি থেকে তিরিশ গ্যালন জল

ধরত। 7 যীশু দাসদের বললেন, “জালাগুলি জলে পূর্ণ করো।” তারা কানায় কানায় সেগুলি ভর্তি করল। 8 তখন তিনি তাদের বললেন, “এবার এখান থেকে কিছুটা তুলে ভোজের কর্তার কাছে নিয়ে যাও।” তারা তাই করল। 9 ভোজের কর্তা দ্রাক্ষারসে রূপান্তরিত জলের স্বাদ গ্রহণ করলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন না কোথা থেকে এই দ্রাক্ষারস এল। সেকথা দাসেরা জানত। তখন তিনি বরকে এক পাশে ডেকে বললেন, 10 “সবাই প্রথমে উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষারসই পরিবেশন করে। অতিথিরা যথেষ্ট পান করার পর কমদামি দ্রাক্ষারস পরিবেশন করা হয়। কিন্তু তুমি এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে ভালো জিনিসই বাঁচিয়ে রেখেছ।” 11 এ ছিল গালীলের কানা নগরে করা যীশুর প্রথম চিহ্নকাজ। এইভাবে তিনি তাঁর মহিমা প্রকাশ করলেন এবং তাঁর শিষ্যেরা তাঁর উপর বিশ্বাস করলেন। 12 এরপর তিনি তাঁর মা, ভাইদের ও শিষ্যদের নিয়ে কফরনাহূমে গেলেন। তাঁরা সেখানে কিছুদিন থাকলেন। 13 ইহুদিদের নিস্তারপর্ব প্রায় এসে গেলে যীশু জেরুশালেমে গেলেন। 14 তিনি দেখলেন মন্দির-প্রাঙ্গণে লোকেরা গবাদি পশু, মেষ ও পায়রা বিক্রি করছে আর অন্যেরা টেবিল সাজিয়ে মুদ্রা বিনিময় করছে। 15 তিনি দড়ি দিয়ে একটি চাবুক তৈরি করে গবাদি পশু ও মেষপালসহ সবাইকে মন্দির চত্বর থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তিনি মুদ্রা-বিনিময়কারীদের মুদ্রা ছড়িয়ে দিয়ে তাদের টেবিল উল্টে দিলেন। 16 যারা পায়রা বিক্রি করছিল তাদের তিনি বললেন, “এখান থেকে এসব বের করে নিয়ে যাও! আমার পিতার গৃহকে ব্যবসার গৃহে পরিণত কোরো না!” 17 তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল, শাস্ত্রে লেখা আছে, “তোমার গৃহের জন্য আবেগ আমাকে গ্রাস করবে।” 18 ইহুদিরা তখন তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করল, “এই সমস্ত কাজ করার অধিকার যে তোমার আছে, তার প্রমাণস্বরূপ তুমি আমাদের কোন চিহ্ন দেখাতে পারো?” 19 প্রত্যুত্তরে তিনি তাদের বললেন, “তোমরা এই মন্দির ধ্বংস করে ফেলো, আমি তিনদিনে আবার এটি গড়ে তুলব।” 20 ইহুদিরা বলল, “এই মন্দির নির্মাণ করতে ছেচল্লিশ বছর লেগেছে, আর তুমি কি না সেটি তিনদিনে গড়ে তুলবে?” 21 কিন্তু যীশু মন্দির বলতে নিজের দেহের কথা বলেছিলেন। 22 তিনি মৃতলোক থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার পর তাঁর শিষ্যদের মনে পড়েছিল, তিনি কী বলেছিলেন। তখন তাঁরা শাস্ত্র ও যীশুর কথিত বাক্যে বিশ্বাস করলেন। 23 নিস্তারপর্বের উৎসবের সময় জেরুশালেমে থাকাকালীন তিনি যে সমস্ত চিহ্নকাজ করছিলেন, তা দেখে তারা তাঁর নামে বিশ্বাস করল। 24 কিন্তু যীশু নিজে তাদের বিশ্বাস করতেন না,

কারণ তিনি সব মানুষকেই জানতেন। 25 মানুষের সম্পর্কে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন তাঁর ছিল না, কারণ মানুষের অন্তরে কী আছে তা তিনি জানতেন।

3 নীকদীম নামে ফরিশী সম্প্রদায়ভুক্ত এক ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি ছিলেন ইহুদি মহাসভার এক সদস্য। 2 তিনি রাত্রিবেলা যীশুর কাছে এসে বললেন, “রব্বি, আমরা জানি আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত একজন শিক্ষাগুরু কারণ ঈশ্বরের সহায়তা ব্যতীত কোনো মানুষ আপনার মতো চিরকাজ সম্পাদন করতে পারে না।” 3 উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, “আমি তোমাকে সত্যি বলছি, নতুন জন্ম লাভ না করলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যের দর্শন পায় না।” 4 নীকদীম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “বয়স্ক মানুষ কীভাবে জন্মগ্রহণ করতে পারে? জন্মগ্রহণের জন্য সে নিশ্চয়ই দ্বিতীয়বার তার মাতৃগর্ভে প্রবেশ করতে পারে না!” 5 যীশু উত্তর দিলেন, “আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, জল ও পবিত্র আত্মা থেকে জন্মগ্রহণ না করলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। 6 মাংস থেকে মাংসই জন্ম নেয়, আর আত্মা থেকে আত্মাই জন্ম নেয়। 7 ‘তোমাদের অবশ্যই নতুন জন্ম লাভ করতে হবে,’ আমার একথায় তুমি বিস্মিত হোয়ো না। 8 বাতাস আপন খেলালে যেদিকে খুশি বয়ে চলে। তোমরা তার শব্দ শুনে পাও, কিন্তু তার উৎস কোথায়, কোথায়ই বা সে যায়, তা তোমরা বলতে পারো না। পবিত্র আত্মা থেকে জাত প্রত্যেক ব্যক্তিও সরুপ।” 9 নীকদীম জিজ্ঞাসা করলেন, “কীভাবে তা সম্ভব?” 10 যীশু বললেন, “তুমি ইস্রায়েলের শিক্ষাগুরু, আর এই সমস্ত তুমি উপলব্ধি করতে পারছ না? 11 আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আমরা যা জানি, তার কথাই বলি; আর যা দেখেছি, তারই সাক্ষ্য দিই। তা সত্ত্বেও তোমরা আমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। 12 আমি তোমাদের পার্থিব বিষয়ের কথা বললেও তোমরা তা বিশ্বাস করোনি, তাহলে স্বর্গীয় বিষয়ের কথা কিছু বললে, তোমরা কী করে বিশ্বাস করবে? 13 স্বর্গলোক থেকে আগত সেই একজন, অর্থাৎ, মনুষ্যপুত্র ব্যতীত আর কেউ কখনও স্বর্গে প্রবেশ করেননি। 14 মরুপ্রান্তরে মোশি যেমন সেই সাপকে উঁচুতে স্থাপন করেছিলেন, মনুষ্যপুত্রকেও তেমনই উন্নত হতে হবে, 15 যেন যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তারা প্রত্যেকেই অনন্ত জীবন পায়। (aiōnios g166) 16 “কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করলেন যে, তিনি তাঁর একজাত পুত্রকে দান করলেন, যেন যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। (aiōnios g166) 17 কারণ জগতের বিচার করতে

ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে জগতে পাঠাননি, কিন্তু তাঁর মাধ্যমে জগৎকে উদ্ধার করতেই পাঠিয়েছিলেন। 18 যে ব্যক্তি তাঁকে বিশ্বাস করে না, তার বিচার ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে, কারণ ঈশ্বরের একজাত পুত্রের নামে সে বিশ্বাস করেনি। 19 এই হল দণ্ডদেশ: জগতে জ্যোতির আগমন হয়েছে, কিন্তু মানুষ জ্যোতির পরিবর্তে অন্ধকারকে ভালোবাসলো কারণ তাদের সব কাজ ছিল মন্দ। 20 যে দুষ্কর্ম করে, সে জ্যোতিকে ঘৃণা করে ও জ্যোতির সান্নিধ্যে আসতে ভয় পায়, পাছে তার দুষ্কর্মগুলি প্রকাশ হয়ে পড়ে। 21 কিন্তু যে সত্যে জীবনযাপন করে সে জ্যোতির সান্নিধ্যে আসে, যেন তার সমস্ত কাজই ঈশ্বরে সাধিত বলে প্রকাশ পায়।” 22 এরপর যীশু শিষ্যদের সঙ্গে যিহূদিয়ার গ্রামাঞ্চলে গেলেন। সেখানে তিনি শিষ্যদের সঙ্গে কিছু সময় কাটালেন ও বাপ্তিস্ম দিলেন। 23 শালীমের নিকটবর্তী ঐনোনে যোহন বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন, কারণ সেখানে প্রচুর পরিমাণে জল ছিল এবং লোকেরা অনবরত এসে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছিল। 24 (যোহন কারাগারে বন্দি হওয়ার আগে এই ঘটনা ঘটেছিল।) 25 তখন আনুষ্ঠানিক শুদ্ধকরণ নিয়ে যোহনের কয়েকজন শিষ্য ও কয়েকজন ইহুদির মধ্যে বিতর্ক দেখা দিল। 26 তারা যোহনের কাছে এসে বলল, “রব্বি, জর্ডনের অপর পারে, যিনি আপনার সঙ্গে ছিলেন—যাঁর বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন—তিনি বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন, আর সকলেই তাঁর কাছে যাচ্ছে।” 27 উত্তরে যোহন বললেন, “উর্ধ্বলোক থেকে যা দেওয়া হয়েছে একজন মানুষ কেবল তাই গ্রহণ করতে পারে। 28 তোমরা নিজেরাই সাক্ষ্য দিতে পারো যে, আমি বলেছিলাম, ‘আমি সেই খ্রীষ্ট নই, কিন্তু আমি তাঁর আগে প্রেরিত হয়েছি।’ 29 যে বধূকে পেয়েছে সেই তো বর। যে বন্ধু বরের সঙ্গে থাকে, সে তার কথা শোনার প্রতীক্ষায় থাকে ও বরের কণ্ঠস্বর শুনে আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই আনন্দই আমার, তা এখন পূর্ণ হয়েছে। 30 তাঁকে অবশ্যই বৃদ্ধি পেতে হবে, আর আমাকে ক্ষুদ্র হতে হবে। 31 ‘উর্ধ্বলোক থেকে যাঁর আগমন তিনি সবার উপরে। যিনি মর্ত্য থেকে আসেন তিনি মর্ত্যেরই, আর তিনি মর্ত্যের কথাই বলেন। স্বর্গলোক থেকে যাঁর আগমন তিনি সবার উর্ধ্বে। 32 তিনি যা দেখেছেন ও শুনেছেন তারই সাক্ষ্য দেন, কিন্তু তাঁর সাক্ষ্য কেউ গ্রহণ করে না। 33 যে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে সে বিবৃতি দিয়েছে যে ঈশ্বর সত্য। 34 ঈশ্বর যাঁকে পাঠিয়েছেন তিনি ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশ করেন, কারণ ঈশ্বর সীমা ছাড়িয়ে পবিত্র আত্মা দান করেন। 35 পিতা পুত্রকে প্রেম করেন এবং সবকিছু তাঁরই হাতে সমর্পণ করেছেন। 36 পুত্রকে যে বিশ্বাস করে,

সে অনন্ত জীবন লাভ করেছে; কিন্তু পুত্রকে যে অমান্য করে, সে জীবন দেখতে পাবে না, কারণ ঈশ্বরের ক্রোধ তার উপর নেমে আসে।" (aiōnios g166)

4 যীশু জানতে পারলেন যে ফরিশীরা শুনেছে, যীশুর শিষ্যসংখ্যা যোহনের চেয়েও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তিনি তাদের বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন— 2 অবশ্য যীশু নিজে বাপ্তিস্ম দিতেন না, তাঁর শিষ্যেরাই দিতেন। 3 তিনি যিহূদিয়া ত্যাগ করে আর একবার গালীলে ফিরে গেলেন। 4 কিন্তু শমরীয়ার মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল। 5 যেতে যেতে তিনি শমরীয়ার শুখর নামক একটি গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। যাকোব তাঁর পুত্র যোষেফকে যে জমি দান করেছিলেন, সেই স্থানটি তারই নিকটবর্তী। 6 সেই স্থানে যাকোবের কুয়ো ছিল। পথশ্রান্ত যীশু কুয়ের পাশে বসলেন। তখন প্রায় দুপুরবেলা। 7 এক শমরীয় নারী জল তুলতে এলে, যীশু তাকে বললেন, “আমাকে একটু জল খেতে করতে দেবে?” 8 (তাঁর শিষ্যেরা তখন খাবার কিনতে নগরে গিয়েছিলেন।) 9 শমরীয় নারী তাঁকে বলল, “আপনি একজন ইহুদি, আর আমি এক শমরীয় নারী। আপনি কী করে আমার কাছে খাওয়ার জন্য জল চাইছেন?” (কারণ ইহুদিদের সঙ্গে শমরীয়দের সামাজিক সম্পর্ক ছিল না।) 10 উত্তরে যীশু তাকে বললেন, “তুমি যদি ঈশ্বরের দানের কথা জানতে, আর জানতে, কে তোমার কাছে খাওয়ার জন্য জল চাইছেন, তাহলে তুমিই তাঁর কাছে চাইতে আর তিনি তোমাকে জীবন্ত জল দিতেন।” 11 সেই নারী তাঁকে বলল, “মহাশয়, আপনার কাছে জল তোলার কোনো পাত্র নেই, কুয়োটিও গভীর। এই জীবন্ত জল আপনি কোথায় পাবেন? 12 আমাদের পিতৃপুরুষ যাকোবের চেয়েও কি আপনি মহান? তিনি আমাদের এই কুয়ো দান করেছিলেন। তিনি নিজেও এর থেকে জল খেতেন, আর তার পুত্রেরা ও তার পশুপাল এই জলই খেতো।” 13 যীশু উত্তর দিলেন, “যে এই জল খাবে, সে আবার তৃষ্ণার্ত হবে, 14 কিন্তু আমি যে জল দান করি, তা যে খাবে, সে কোনোদিনই তৃষ্ণার্ত হবে না। প্রকৃতপক্ষে, আমার দেওয়া জল তার অন্তরে এক জলের উৎসে পরিণত হবে, যা অনন্ত জীবন পর্যন্ত উথলে উঠবে।” (aiōn g165, aiōnios g166) 15 সেই নারী তাঁকে বলল, “মহাশয়, আমাকে সেই জল দিন, যেন আমার পিপাসা না পায় এবং জল তোলার জন্য আমাকে এখানে আর আসতে না হয়।” 16 তিনি তাকে বললেন, “যাও, তোমার স্বামীকে ডেকে নিয়ে এসো।” 17 সে উত্তর দিল, “আমার স্বামী নেই।” যীশু

তাকে বললেন, “তুমি ঠিকই বলেছ যে, তোমার স্বামী নেই। 18 প্রকৃত সত্য হল, তোমার পাঁচজন স্বামী ছিল আর এখন যে পুরুষটি তোমার সঙ্গে আছে, সে তোমার স্বামী নয়। তুমি যা বলেছ তা সম্পূর্ণ সত্য।” 19 সেই নারী বলল, “মহাশয়, আমি দেখছি, আপনি একজন ভাববাদী। 20 আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই পর্বতে উপাসনা করতেন, কিন্তু আপনারা, যাঁরা ইহুদি, দাবি করেন যে, জেরুশালেমেই আমাদের উপাসনা করতে হবে।” 21 যীশু তাকে বললেন, “নারী, আমার কথায় বিশ্বাস করো, এমন সময় আসছে যখন তোমরা এই পর্বতে অথবা জেরুশালেমে পিতার উপাসনা করবে না। 22 তোমরা শমরীয়েরা জানো না, তোমরা কী উপাসনা করছ; আমরা জানি, আমরা কী উপাসনা করি, কারণ ইহুদিদের মধ্য থেকেই পরিত্রাণ উপলব্ধ হবে। 23 কিন্তু এখন সময় আসছে বরং এসে পড়েছে, যখন প্রকৃত উপাসকেরা আত্মা ও সত্যে পিতার উপাসনা করবে, কারণ পিতা এরকম উপাসকদেরই খোঁজ করেন। 24 ঈশ্বর আত্মা, তাই যারা তাঁর উপাসনা করে, তাদেরকে আত্মা ও সত্যে উপাসনা করতে হবে।” 25 তখন সেই নারী তাঁকে বলল, “আমি জানি মশীহ” (যাঁকে খ্রীষ্ট বলা হয়), “আসছেন। তিনি এসে আমাদের কাছে সবকিছু ব্যাখ্যা করবেন।” 26 যীশু তাকে বললেন, “তোমার সঙ্গে কথা বলছি যে আমি, আমিই সেই খ্রীষ্ট।” 27 ঠিক এসময় শিষ্যেরা ফিরে এসে যীশুকে এক নারীর সঙ্গে কথা বলতে দেখে বিস্মিত হলেন। কিন্তু একথা কেউ জিজ্ঞাসা করলেন না, “আপনি কী চাইছেন?” বা “আপনি ওর সঙ্গে কেন কথা বলছেন?” 28 তখন জলের পাত্র ফেলে রেখে সেই নারী নগরে ফিরে গিয়ে লোকদের বলল, 29 “একজন মানুষকে দেখবে এসো। আমি এতদিন যা করেছি, তিনি সবকিছু বলে দিয়েছেন। তিনিই কি সেই খ্রীষ্ট নন?” 30 নগর থেকে বেরিয়ে তারা যীশুর কাছে আসতে লাগল। 31 এই অবসরে তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে মিনতি করলেন, “রব্বি, কিছু খেয়ে নিন।” 32 কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, “আমার এমন খাবার আছে, যার কথা তোমরা কিছুই জানো না।” 33 তাঁর শিষ্যেরা তখন পরস্পর বলাবলি করলেন, “কেউ কি তাঁকে কিছু খাবার এনে দিয়েছে?” 34 যীশু বললেন, “যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা পালন করা ও তাঁর কাজ শেষ করাই আমার খাবার। 35 তোমরা কি বলো না, ‘আর চার মাস পরেই ফসল কাটার সময় আসবে?’ আমি তোমাদের বলছি, তোমরা চোখ মেলে মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখো। ফসল কাটার উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। 36 এমনকি, যে ফসল কাটছে, সে এখনই তার পারিশ্রমিক

পাচ্ছে এবং এখনই সে অনন্ত জীবনের ফসল সংগ্রহ করছে, যেন যে কাটছে, আর যে বুনছে—দুজনেই উল্লসিত হতে পারে। (aiōnios g166) 37 তাই 'একজন বোনে, অপরজন কাটে,' এই কথাটি সত্য। 38 আমি তোমাদের এমন ফসল সংগ্রহ করতে পাঠিয়েছি, যার জন্য তোমরা পরিশ্রম করিনি। অন্যেরা কঠোর পরিশ্রম করেছে, আর তোমরা তাদের শ্রমের ফসল সংগ্রহ করেছে।" 39 "আমি এতদিন যা করেছি, তিনি তার সবকিছু বলে দিয়েছেন," নারীটির এই সাক্ষ্যের ফলে সেই নগরের বহু শমরীয় যীশুকে বিশ্বাস করল। 40 তাই শমরীয়েরা তাঁর কাছে এসে তাদের সঙ্গে থাকার জন্য তাঁকে মিনতি করলে, তিনি সেখানে দু-দিন থাকলেন। 41 তাঁর বাণী শুনে আরও অনেকেই তাঁকে বিশ্বাস করল। 42 তারা সেই নারীকে বলল, "শুধু তোমার কথা শুনে এখন আর আমরা বিশ্বাস করছি না, আমরা এখন নিজেরা শুনেছি এবং আমরা জানি যে, এই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে জগতের উদ্ধারকর্তা।" 43 দু-দিন পরে তিনি গালীলের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। 44 যীশু স্বয়ং উল্লেখ করেছিলেন যে, ভাববাদী তার নিজের নগরে সম্মানিত হন না। 45 তিনি গালীলে উপস্থিত হলে গালীলীয়রা তাঁকে স্বাগত জানাল। নিস্তারপর্বের সময় তিনি জেরুশালেমে যে সমস্ত কাজ করেছিলেন, তারা তা দেখেছিল, কারণ তারাও সেখানে গিয়েছিল। 46 গালীলের যে কানা নগরে তিনি জলকে দ্রাক্ষারসে রূপান্তরিত করেছিলেন, তিনি আর একবার সেখানে গেলেন। সেখানে এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন, যাঁর পুত্র কফরনাহুমে অসুস্থ ছিল। 47 তিনি যখন শুনতে পেলেন, যীশু যিহূদিয়া থেকে গালীলে এসেছেন, তিনি যীশুর কাছে গিয়ে অনুনয় করলেন, যেন তিনি এসে তার মৃতপ্রায় পুত্রকে সুস্থ করেন। 48 যীশু তাকে বললেন, "তোমরা চিহ্ন ও বিস্ময়কর কিছু না দেখলে কি কখনোই বিশ্বাস করবে না।" 49 রাজকর্মচারী বললেন, "মহাশয়, আমার ছেলেটির মৃত্যুর পূর্বে আসুন।" 50 যীশু উত্তর দিলেন, "যাও, তোমার ছেলে বেঁচে থাকবে।" সেই ব্যক্তি যীশুর কথা বিশ্বাস করে চলে গেলেন। 51 তিনি তখনও পথে, এমন সময় তার পরিচারকেরা এসে তাকে সংবাদ দিল যে, তার ছেলেটি বেঁচে আছে। 52 "কখন থেকে ছেলেটির অবস্থার উন্নতি ঘটল," তার এই প্রশ্নের উত্তরে তারা বলল, "গতকাল বেলা একটায় তার জ্বর ছেড়েছে।" 53 বালকটির পিতা তখন বুঝতে পারলেন, ঠিক ওই সময়েই যীশু তাকে বলেছিলেন, "তোমার ছেলে বেঁচে থাকবে।" এর ফলে তিনি ও তার সমস্ত পরিজন বিশ্বাস

করলেন। 54 যিহূদিয়া থেকে গালীলে আগমনের পর যীশু এই দ্বিতীয় চিহ্নকাজটি সম্পন্ন করলেন।

5 যীশু কিছুদিন পর ইহুদিদের একটি পর্ব উপলক্ষে জেরুশালেমে গেলেন। 2 সেখানে মেষদ্বারের কাছে একটি সরোবর আছে। অরামীয় ভাষায় একে বলা হয় বেথেসদা। পাঁচটি আচ্ছাদিত ঘাট সরোবরটিকে ঘিরে রেখেছিল। 3 সেখানে বহু প্রতিবন্ধী—অন্ধ, খোঁড়া, পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকেরা শুয়ে থাকত। 4 সময়ে সময়ে প্রভুর এক দূত সেখানে নেমে আসতেন এবং জল কাঁপাতেন। সেই সময় প্রথম যে ব্যক্তি প্রথমে সরোবরের জলে নামত, সে যে কোনো রকমের রোগ থেকে মুক্ত হত। 5 সেখানে আটত্রিশ বছরের এক পঙ্গু ব্যক্তি ছিল। 6 যীশু তাকে সেখানে শুয়ে থাকতে দেখে এবং দীর্ঘদিন ধরেই তার এরকম অবস্থা জেনে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি সুস্থ হতে চাও?" 7 পঙ্গু লোকটি উত্তর দিল, "মহাশয়, জল কেঁপে ওঠার সময় সরোবরের জলে নামতে আমাকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই। আমি জলে নামার চেষ্টা করতে করতেই অন্য কেউ আমার আগে নেমে পড়ে।" 8 যীশু তখন তাকে বললেন, "ওঠো, তোমার খাট তুলে নিয়ে চলে যাও।" 9 লোকটি সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে গেল। সে তার খাট তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগল। যেদিন এই ঘটনা ঘটে, সেদিন ছিল বিশ্রামদিন। 10 তাই, যে লোকটি রোগ থেকে সুস্থ হয়েছিল, ইহুদিরা তাকে বলল, "আজ বিশ্রামদিন। বিধান অনুসারে আজ শয্যা বয়ে নেওয়া তোমার পক্ষে অনুচিত।" 11 কিন্তু সে উত্তর দিল, "যে ব্যক্তি আমাকে সুস্থ করেছেন, তিনিই আমাকে বললেন, 'তোমার বিছানা তুলে নিয়ে চলে যাও।'" 12 অতএব, তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, "যে তোমাকে বিছানা তুলে নিয়ে চলে যেতে বলেছে, সে কে?" 13 যে লোকটি সুস্থ হয়েছিল, যীশুর বিষয়ে তার কোনো ধারণাই ছিল না, কারণ যীশু সেখানে উপস্থিত সকলের মধ্যে মিশে গিয়েছিলেন। 14 পরে যীশু তাকে মন্দিরে দেখতে পেয়ে বললেন, "দেখো, তুমি এবার সুস্থ হয়ে উঠেছ। আর পাপ করো না, না হলে তোমার জীবনে এর থেকেও বেশি অমঙ্গল ঘটতে পারে।" 15 লোকটি ফিরে গিয়ে ইহুদিদের বলল যে, যীশু তাকে সুস্থ করেছেন। 16 যীশু বিশ্রামদিনে এই সমস্ত কাজ করছিলেন বলে ইহুদিরা তাঁকে তাড়না করল এবং হত্যা করারও চেষ্টা করল। 17 যীশু তাদের বললেন, "আমার পিতা নিরন্তর কাজ করে চলেছেন, আর আমিও কাজ করে চলেছি।" 18 এই কারণে ইহুদিরা তাঁকে হত্যা করার আশ্রয় চেষ্টা করল, কারণ

তিনি যে শুধু বিশ্রামদিন লজ্জন করছিলেন, তা নয়, তিনি ঈশ্বরকে তাঁর পিতা বলেও সম্বোধন করে নিজেকে ঈশ্বরের সমতুল্য করেছিলেন। 19 যীশু তাদের এই উত্তর দিলেন: “আমি তোমাদের সতিই বলছি, পুত্র নিজে থেকে কিছুই করেন না, কিন্তু পিতাকে যা করতে দেখেন, তিনি কেবল তাই করতে পারেন, কারণ পিতা যা করেন, পুত্রও তাই করেন। 20 পিতা পুত্রকে প্রেম করেন এবং তিনি যা করেন, তা পুত্রকে দেখান। হ্যাঁ, তোমরা অবাক বিস্ময়ে দেখবে, তিনি এর চেয়েও মহৎ মহৎ বিষয় তাঁকে দেখাচ্ছেন। 21 পিতা যেমন মৃতদের উত্থাপিত করে জীবন দান করেন, পুত্রও তেমনই যাকে ইচ্ছা তাকে জীবন দান করেন। 22 আর পিতা কারও বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচারের ভার পুত্রের উপর দিয়েছেন, 23 যেন তারা যেমন পিতাকে সম্মান করে, তেমনই সকলে পুত্রকেও সম্মান করে। যে ব্যক্তি পুত্রকে সম্মান করে না, সে সেই পিতাকেও সম্মান করে না, যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন। 24 “আমি তোমাদের সতিই বলছি, যে আমার বাক্য শোনে এবং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন লাভ করেছে। সে বিচারে দোষী সাব্যস্ত হবে না, কারণ সে মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়েছে। (aiōnios g166) 25 আমি তোমাদের সতিই বলছি, সময় আসছে, বরং তা এসে গেছে, যখন মৃতেরা ঈশ্বর পুত্রের রব শুনতে পাবে; আর যারা শুনবে, তারা জীবিত হবে। 26 কারণ পিতার মধ্যে যেমন জীবন আছে, তেমনই তিনি পুত্রকেও তাঁর মধ্যে জীবন রাখার অধিকার দিয়েছেন। 27 পিতা পুত্রকে বিচার করার অধিকার দিয়েছেন, কারণ তিনি মনুষ্যপুত্র। 28 “তোমরা একথায় বিস্মিত হোয়ো না, কারণ এমন এক সময় আসছে, যখন কবরস্থ লোকেরা সকলে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনবে এবং 29 যারা সংকাজ করেছে, তারা জীবনের পুনরুত্থানের জন্য, আর যারা দুষ্কর্ম করেছে, তারা বিচারের পুনরুত্থানের জন্য বের হয়ে আসবে। 30 আমি আমার ইচ্ছামতো কিছুই করতে পারি না। আমি যেমন শুনি, কেবল তেমনই বিচার করি। আর আমার বিচার ন্যায্য কারণ আমি নিজের নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছা পালনের চেষ্টা করি। 31 “আমি যদি নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিই, তাহলে আমার এই সাক্ষ্য সত্য নয়। 32 আর একজন আছেন, যিনি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেন। আমি জানি, আমার বিষয়ে তাঁর সাক্ষ্য সত্য। 33 “তোমরা যোহনের কাছে লোক পাঠিয়েছিলে। তিনি সত্যের পক্ষেই সাক্ষ্য দিয়েছেন। 34 আমি যে মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করি তা নয়, কিন্তু তোমরা যেন পরিত্রাণ লাভ করতে পারো, সেজন্য

এর উল্লেখ করছি। 35 যোহন ছিলেন এক প্রদীপ যিনি জ্যোতি প্রদান করেছিলেন এবং কিছু সময় তোমরা তার জ্যোতি উপভোগ করতে চেয়েছিলে। 36 “সেই যোহনের সাক্ষ্যের চেয়েও এক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য আমার আছে। পিতা আমাকে যে কাজ সম্পাদন করতে দিয়েছেন এবং যে কাজ সম্পূর্ণ করতে আমি নিয়োজিত, সেই কাজই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন। 37 পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি স্বয়ং আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তোমরা কখনও তাঁর স্বর শোনোনি, তাঁর রূপও দেখোনি। 38 তোমাদের মধ্যে তাঁর বাক্য বিরাজ করে না। কারণ তিনি যাঁকে পাঠিয়েছেন, তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করো না। 39 তোমরা মনোযোগ সহকারে শাস্ত্র পাঠ করে থাকো, কারণ তোমরা মনে করো যে, তার মাধ্যমেই তোমরা অনন্ত জীবন লাভ করেছ। সেই শাস্ত্র আমারই সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছে। (aiōnios g166) 40 তবু তোমরা জীবন পাওয়ার জন্য আমার কাছে আসতে চাও না। 41 “মানুষের প্রশংসা আমি গ্রহণ করি না। 42 কিন্তু আমি তোমাদের চিনি। আমি জানি, তোমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেম নেই। 43 আমি আমার পিতার নামে এসেছি, কিন্তু তোমরা আমাকে গ্রহণ করলে না। অন্য কেউ যদি তার নিজের নামে আসে, তোমরা তাকে গ্রহণ করবে। 44 তোমরা যদি পরস্পরের কাছ থেকে গৌরবলাভের জন্য সচেষ্ট হও অথচ যে গৌরব কেবলমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া যায়, তা পাওয়ার জন্য যদি কোনো প্রয়াস না করো, তাহলে কীভাবে তোমরা বিশ্বাস করতে পারো? 45 “তোমরা মনে করো না যে, পিতার সামনে আমি তোমাদের অভিযুক্ত করব। যার উপর তোমাদের প্রত্যাশা, সেই মোশিই তোমাদের অভিযুক্ত করবেন। 46 তোমরা যদি মোশিকে বিশ্বাস করতে, তাহলে আমাকেও বিশ্বাস করতে, কারণ তিনি আমারই বিষয়ে লিখেছেন। 47 তার লিখিত বাণী তোমরা বিশ্বাস না করলে, আমার মুখের কথা তোমরা কীভাবে বিশ্বাস করবে?”

6 এর কিছুদিন পর, যীশু গালীল সাগরের (অর্থাৎ, টাইবেরিয়াস সাগরের) দূরবর্তী তীরে, লম্বালম্বি ভাবে পার হলেন। 2 অসুস্থদের ক্ষেত্রে তিনি যে চিহ্নকাজ সাধন করেছিলেন, তার পরিচয় পেয়ে অনেক লোক তাঁকে অনুসরণ করল। 3 যীশু তখন শিষ্যদের নিয়ে এক পর্বতে উঠলেন ও তাঁদের নিয়ে সেখানে বসলেন। 4 তখন ইহুদিদের নিস্তারপর্ব উৎসবের সময় এসে গিয়েছিল। 5 যীশু চোখ তুলে অনেক লোককে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে ফিলিপকে বললেন, “এসব লোককে খাওয়াবার

জন্ম আমরা কোথা থেকে রুটি কিনব।" 6 তিনি তাঁকে সেই স্থানে এসে পৌঁছাল। 24 যীশু বা তাঁর শিষ্যদের শুধু পরীক্ষা করার জন্যই একথা জিজ্ঞাসা করলেন, কারণ তিনি যে কি করবেন সে সম্পর্কে ইতিমধ্যেই মনস্তির করে ফেলেছিলেন। 7 ফিলিপ তাঁকে উত্তর দিলেন, "প্রত্যেকের মুখে কিছু খাবার দেওয়ার জন্য আট মাসের বেতনের বিনিময়ে কেনা রুটিও পর্যাপ্ত হবে না।" 8 তাঁর অপর একজন শিষ্য, শিমোন পিতরের ভাই, আন্দ্রিয়কে বললেন, 9 "এখানে একটি ছেলের কাছে যবের পাঁচটি ছোটো রুটি ও দুটি ছোটো মাছ আছে। কিন্তু এত লোকের মধ্যে ওতে কী হবে?" 10 যীশু বললেন, "লোকদের বসিয়ে দাও।" সেখানে প্রচুর ঘাস ছিল এবং প্রায় পাঁচ হাজার পুরুষ বসে পড়ল। 11 তখন যীশু রুটিগুলি নিয়ে ধন্যবাদ দিলেন এবং যারা বসেছিলেন তাদের মধ্যে চাহিদামতো ভাগ করে দিলেন। মাছগুলি নিয়েও তিনি তাই করলেন। 12 সকলে ভূঁষি করে খাওয়ার পর যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "অবশিষ্ট রুটির টুকরোগুলি এক জায়গায় জড়ো করো। কোনো কিছুই যেন নষ্ট না হয়।" 13 তাই তাঁরা সেই পাঁচটি যবের রুটির অবশিষ্ট অংশ সংগ্রহ করলেন। লোকদের খাওয়ার পর বেঁচে যাওয়া রুটির টুকরোগুলি দিয়ে তাঁরা বারোটি বুড়ি পূর্ণ করলেন। 14 যীশুর করা এই চিহ্নকাজ দেখে লোকেরা বলতে লাগল, "পৃথিবীতে যাঁর আসার কথা, ইনি নিশ্চয়ই সেই ভাববাদী।" 15 যীশু বুঝতে পারলেন যে লোকেরা তাঁকে জোর করে রাজা করতে চায়, তখন তিনি নিজে একটি পাহাড়ে চলে গেলেন। 16 সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে তাঁর শিষ্যেরা সাগরের তীরে নেমে গেলেন। 17 সেখানে একটি নৌকায় উঠে তাঁরা সাগর পার হয়ে কফরনাহূমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সেই সময় অন্ধকার নেমে এলেও যীশু তখনও তাঁদের কাছে ফিরে আসেননি। 18 প্রবল বাতাস বইছিল এবং জলরাশি উত্তাল হয়ে উঠেছিল। 19 তাঁরা নৌকা বেয়ে পাঁচ-ছয় কিলোমিটার এগিয়ে যাওয়ার পর যীশুকে জলের উপর দিয়ে হেঁটে নৌকার দিকে আসতে দেখলেন। তাঁরা ভয় পেলেন। 20 কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, "এ আমি, ভয় পেয়ো না।" 21 তখন তাঁরা যীশুকে নৌকায় তুলতে আগ্রহী হলেন এবং তাঁরা যেখানে যাচ্ছিলেন নৌকা তাঁদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেল। 22 পরদিন, সাগরের অপর তীরে যারা থেকে গিয়েছিল, তারা বুঝতে পারল যে, আগের দিন সেখানে একটি নৌকা ছাড়া আর অন্য নৌকা ছিল না। যীশু শিষ্যদের সঙ্গে সেই নৌকায় ওঠেননি, বরং শিষ্যেরা নিজেরাই চলে গিয়েছিলেন। 23 প্রভুর ধন্যবাদ দেওয়ার পর লোকেরা যেখানে রুটি খেয়েছিল, টাইবেরিয়াস থেকে কয়েকটি নৌকা তখন সেই স্থানে এসে পৌঁছাল। 24 যীশু বা তাঁর শিষ্যদের কেউই সেখানে নেই বুঝতে পেরে সকলে নৌকায় উঠে যীশুর সন্ধানে কফরনাহূমে গেল। 25 সাগরের অপর পারে যীশুকে দেখতে পেয়ে তারা জিজ্ঞাসা করল, "রব্বি, আপনি কখন এখানে এলেন?" 26 যীশু উত্তর দিলেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা চিহ্নকাজ দেখেছিলে বলে যে আমার অন্বেষণ করছ, তা নয়, কিন্তু রুটি খেয়ে তৃপ্ত হয়েছিলে বলেই তোমরা আমার অন্বেষণ করছ। 27 যে খাদ্য নষ্ট হয়ে যায় তার জন্য নয়, বরং অনন্ত জীবনব্যাপী স্থায়ী খাদ্যের জন্য তোমরা পরিশ্রম করো। মনুষ্যপুত্রই তোমাদের সেই খাদ্য দান করবেন। পিতা ঈশ্বর তাঁকেই মুদ্রাঙ্কিত করেছেন।" (aiōnios gl66) 28 তারা তখন জিজ্ঞাসা করল, "ঈশ্বরের কাজ করতে হলে আমাদের কী করতে হবে?" 29 যীশু উত্তর দিলেন, "ঈশ্বরের কাজ হল এই: তিনি যাঁকে পাঠিয়েছেন, তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করো।" 30 অতএব, তারা জিজ্ঞাসা করল, "আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি, এমন কী অলৌকিক চিহ্নকাজ আপনি আমাদের দেখাবেন? আপনি কী করবেন?" 31 'তিনি খাবারের জন্য স্বর্গ থেকে তাদের খাদ্য দিয়েছিলেন,' শাস্ত্রে লিখিত এই বচন অনুসারে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না আহার করেছিলেন।" 32 যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, মোশি স্বর্গ থেকে তোমাদের সেই খাদ্য দেননি, বরং আমার পিতাই স্বর্গ থেকে প্রকৃত খাদ্য দান করেন। 33 কারণ যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসে জগৎকে জীবন দান করেন, তিনিই ঈশ্বরীয় খাদ্য।" 34 তারা বলল, "প্রভু, এখন থেকে সেই খাদ্যই আমাদের দিন।" 35 যীশু তখন ঘোষণা করলেন, "আমিই সেই জীবন-খাদ্য। যে আমার কাছে আসে, সে কখনও ক্ষুধার্ত হবে না এবং যে আমাকে বিশ্বাস করে, সে কোনোদিনই পিপাসিত হবে না। 36 কিন্তু আমি যেমন তোমাদের বলেছি, তোমরা আমাকে দেখেছ অথচ এখনও পর্যন্ত আমাকে বিশ্বাস করেনি। 37 পিতা যাদের আমাকে দেন, তাদের সবাই আমার কাছে আসবে, আর যে আমার কাছে আসে, তাকে আমি কখনও তাড়িয়ে দেব না। 38 কারণ আমার ইচ্ছা পূরণের জন্য আমি স্বর্গ থেকে আসিনি, আমি এসেছি যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্য। 39 আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা এই যে, তিনি যাদের আমাকে দিয়েছেন, আমি যেন তাদের একজনকেও না হারাি, কিন্তু শেষের দিনে তাদের মৃত্যু থেকে উদ্ধারিত করি। 40 কারণ আমার পিতার ইচ্ছা এই, পুত্রের দিকে যে দৃষ্টিপাত করে তাঁকে বিশ্বাস করে, সে যেন অনন্ত

জীবন লাভ করে। আর শেষের দিনে আমি তাকে উত্থাপিত করব।" (aiōnios g166) 41 একথাই ইহুদিরা তাঁর বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল, কারণ তিনি বলেছিলেন, "আমিই সেই খাদ্য, যা স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছে।" 42 তারা বলল, "এ কি যোষেফের পুত্র যীশু নয়, যার বাবা-মা আমাদের পরিচিত? তাহলে কী করে ও এখন বলছে, 'আমি স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছি'?" 43 প্রত্যুত্তরে যীশু বললেন, "তোমরা নিজেদের মধ্যে অসন্তোষ দেখিয়ে না। 44 পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আকর্ষণ না করলে কেউ আমার কাছে আসতে পারে না, আর শেষের দিনে আমি তাকে উত্থাপিত করব। 45 ভাববাদীদের গ্রন্থে লেখা আছে, 'তারা সবাই ঈশ্বরের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করবে।' পিতার কথায় যে কর্ণপাত করে এবং তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করে, সে আমার কাছে আসে। 46 ঈশ্বরের কাছ থেকে যিনি এসেছেন, তিনি ব্যতীত আর কেউ পিতার দর্শন লাভ করেনি, একমাত্র তিনিই পিতাকে দর্শন করেছেন। 47 আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন লাভ করেছে। (aiōnios g166) 48 আমিই সেই সেই সময় থেকে বহু শিষ্য ফিরে গেল এবং তারা আর জীবন-খাদ্য। 49 তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মাম্বা আহার করেছিল, তবুও তাদের মৃত্যু হয়েছিল। 50 কিন্তু এখানে স্বর্গ থেকে আগত সেই খাদ্য রয়েছে, কোনো মানুষ তা গ্রহণ করলে তার মৃত্যু হবে না। 51 আমিই স্বর্গ থেকে নেমে আসা সেই জীবন-খাদ্য। যদি কেউ এই খাদ্যগ্রহণ করে, সে চিরজীবী হবে। আমার মাংসই এই খাদ্য, যা জগতের জীবন লাভের জন্য আমি দান করব।" (aiōn g165) 52 তখন ইহুদিরা নিজেদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ শুরু করল, "এই লোকটি কীভাবে আমাদের খাওয়ার জন্য তাঁর মাংস দান করতে পারে?" 53 যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা যদি মনুষ্যপুত্রের মাংস ভোজন এবং তাঁর রক্ত পান না করো, তোমাদের মধ্যে জীবন নেই। 54 যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন লাভ করেছে এবং শেষের দিনে আমি তাকে উত্থাপিত করব। (aiōnios g166) 55 কারণ আমার মাংসই প্রকৃত খাদ্য এবং আমার রক্তই প্রকৃত পানীয়। 56 যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে আমার মধ্যে থাকে, আর আমি তার মধ্যে থাকি। 57 জীবন্ত পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন এবং আমি যেমন পিতারই জন্য জীবনধারণ করি, আমাকে যে ভোজন করে, সেও তেমনই আমার জন্য জীবনধারণ করবে। 58 এই সেই খাদ্য যা স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছে। তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মাম্বা ভোজন করেছিল, তাদের মৃত্যু হয়েছে,

কিন্তু যে এই খাদ্য ভোজন করে, সে চিরকাল জীবিত থাকবে।" (aiōn g165) 59 কফরনাহূমের সমাজভবনে শিক্ষা দেওয়ার সময় তিনি এসব কথা বললেন। 60 একথা শুনে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে বললেন, "এ এক কঠিন শিক্ষা। এই শিক্ষা কে গ্রহণ করতে পারে?" 61 শিষ্যেরা এ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করছে, জানতে পেরে যীশু তাদের বললেন, "একথা কি তোমরা আঘাত পেলে? 62 তাহলে, মনুষ্যপুত্র আগে যে স্থানে ছিলেন সেই স্থানে উন্নীত হতে দেখলে কী বলবে? 63 পবিত্র আত্মাই জীবন দান করেন, মাংস কিছু উপকারী নয়। তোমাদের কাছে আমি যেসব কথা বলেছি সেই বাক্যই আত্মা এবং জীবন। 64 কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যারা বিশ্বাস করে না।" কারণ প্রথম থেকেই যীশু জানতেন, তাদের মধ্যে কে তাঁকে বিশ্বাস করবে না এবং কে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। 65 তিনি বলে চললেন, "এই জন্য আমি তোমাদের বলছি, পিতার কাছ থেকে সামর্থ্য লাভ না করলে, কেউ আমার কাছে আসতে পারে না।" 66 সেই সময় থেকে বহু শিষ্য ফিরে গেল এবং তারা আর তাঁকে অনুসরণ করল না। 67 তখন যীশু সেই বারোজন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরাও কি আমাকে ছেড়ে যেতে চাও?" 68 শিমন পিতর তাঁকে উত্তর দিলেন, "প্রভু, আমরা কার কাছে যাব? আপনার কাছেই আছে অনন্ত জীবনের বাক্য। (aiōnios g166) 69 আমরা বিশ্বাস করি এবং জানি যে, আপনিই ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি।" 70 যীশু তখন বললেন, "তোমাদের এই বারোজনকে কি আমি মনোনীত করিনি? তবুও তোমাদের মধ্যে একজন হচ্ছে এক দিয়াবল।" 71 (একথার দ্বারা তিনি শিমন ইষ্কারিয়োট-এর পুত্র যিহূদার বিষয়ে ইঙ্গিত করলেন। সে বারোজন শিষ্যের অন্যতম হলেও পরবর্তীকালে যীশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।)

7 এরপর যীশু গালীল প্রদেশের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, ইচ্ছাপূর্বক তিনি যিহূদিয়া থেকে দূরে রইলেন, কারণ সেখানে ইহুদিরা তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টায় ছিল। 2 কিন্তু ইহুদিদের কুটিরবাস-পর্ব সন্নিবিষ্ট হলে, 3 যীশুর ভাইয়েরা তাঁকে বলল, "এ স্থান ছেড়ে তোমার যিহূদিয়ায় যাওয়া উচিত, যেন তোমার শিষ্যেরা তোমার অলৌকিক কাজ দেখতে পায়। 4 প্রকাশ্যে পরিচিতি লাভ করতে চাইলে কেউ গোপনে কাজ করে না। তুমি যখন এই সমস্ত কাজ করছই, তখন নিজেকে জগতের সামনে প্রকাশ করো।" 5 এরকম বলার কারণ হল, এমনকি যীশুর

নিজের ভাইরাও তাঁকে বিশ্বাস করত না। 6 তখন যীশু কোরো না, ন্যায়সংগত বিচার করো।” 25 সেই সময় তাদের বললেন, “আমার নিরূপিত সময় এখনও আসেনি, জেরুশালেমের কিছু লোক জিজ্ঞাসা করতে লাগল, “এই তোমাদের পক্ষে যে কোনো সময়ই উপযুক্ত। 7 জগৎ লোকটিকেই কি তারা হত্যা করার চেষ্টা করছেন না? 26 তোমাদের ঘৃণা করতে পারে না, কিন্তু আমাকে ঘৃণা করে। ইনি তো এখানে প্রকাশ্যে কথা বলছেন, অথচ তারা তাঁকে কারণ জগৎ যা করে, তা যে মন্দ, তা আমি প্রকাশ করে একটিও কথা বলছেন না। কর্তৃপক্ষ কি সত্যিসত্যিই মেনে দিই। 8 তোমরাই পর্বে যোগদান করতে যাও। আমি নিয়েছেন যে, উনিই সেই খ্রীষ্ট? 27 যাই হোক, এই ব্যক্তি এখনই পর্বে যাচ্ছি না, কারণ আমার উপযুক্ত সময় এখনও কোথা থেকে এসেছেন তা আমরা জানি, কিন্তু খ্রীষ্ট এলে আসেনি।” 9 একথা বলে তিনি গালীলেই থেকে গেলেন। কেউ জানবে না যে কোথা থেকে তাঁর আগমন হয়েছে।” 28 10 কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা পর্বে চলে গেলে, তিনিও সেখানে তারপর মন্দির-প্রাঙ্গণে শিক্ষা দেওয়ার সময় যীশু উচ্চকণ্ঠে গেলেন, তবে প্রকাশ্যে নয়, কিন্তু গোপনে। 11 পর্বের সময় বললেন, “এটা ঠিক যে, তোমরা আমাকে জানো এবং ইহুদিরা যীশুর সন্ধান করছিল এবং জিজ্ঞাসা করছিল, আমি কোথা থেকে এসেছি, তাও তোমরা জানো। আমি “সেই ব্যক্তি কোথায়?” 12 ভিড়ের মধ্যে তাঁকে নিয়ে নিজের ইচ্ছানুসারে এখানে আসিনি, কিন্তু যিনি আমাকে প্রচুর গুঞ্জন চলছিল। কেউ কেউ বলল, “তিনি একজন প্রচুর গুঞ্জন চলছিল। কেউ কেউ বলল, “তিনি একজন সৎ মানুষ।” অন্যেরা বলল, “না, সে মানুষকে ভুল পথে চালনা করছে।” 13 কিন্তু ইহুদিদের ভয়ে কেউ তাঁর সম্পর্কে প্রকাশ্যে কোনো কথা বলল না। 14 পর্বের মাঝামাঝি সময়, যীশু মন্দির-প্রাঙ্গণে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। 15 ইহুদিরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, “শিক্ষালাভ না করেও এই মানুষটি কী করে এত শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে উঠল?” 16 যীশু উত্তর দিলেন, “এই শিক্ষা আমার নিজস্ব নয়। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর কাছ থেকেই আমি এই শিক্ষা পেয়েছি। 17 কেউ যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে মনস্তির করে, তাহলে সে উপলব্ধি করতে পারবে, আমার এই শিক্ষা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, না আমি নিজে থেকে বলেছি। 18 যে নিজের জ্ঞানের কথা বলে, সে তার গৌরবপ্রাপ্তির জন্যই তা করে, কিন্তু যে তার প্রেরণকর্তার গৌরবের জন্য কাজ করে, সে সত্যবাদী পুরুষ। তার মধ্যে কোনো মিথ্যাচার নেই। 19 মোশি কি তোমাদের বিধান দেননি? তবু তোমরা একজনও সেই বিধান পালন করো না। তোমরা কেন আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করছ?” 20 সব লোক উত্তর দিল, “তোমাকে ভূতে পেয়েছে। কে তোমাকে হত্যার চেষ্টা করছে?” 21 যীশু তাদের বললেন, “আমি মাত্র একটি অলৌকিক কাজ করেছি, আর তা দেখেই তোমরা চমৎকৃত হয়েছিলে। 22 মোশি তোমাদের স্মৃতি প্রথা দিয়েছিলেন বলে (যদিও প্রকৃতপক্ষে মোশি তা দেননি, কিন্তু পিতৃপুরুষদের সময় থেকে এই প্রথার প্রচলন ছিল), তোমরা বিশ্রামদিনে শিশুকে স্মৃতি করে থাকো। 23 এখন, বিশ্রামদিনে কোনো শিশুকে স্মৃতি করলে যদি মোশির বিধান ভাঙা না হয়, তাহলে বিশ্রামদিনে একটি মানুষকে সম্পূর্ণ সুস্থ করেছি বলে তোমরা আমার উপর ক্রুদ্ধ হচ্ছে কেন? 24 শুধু বাহ্যিক বিষয় দেখে বিচার

মহিমাম্বিত হননি, তাই সেই সময় পর্যন্ত পবিত্র আত্মা প্রদান করা হয়নি। 40 তাঁর একথা শুনে কিছু লোক বলল, “নিশ্চয়ই, এই লোকটিই সেই ভাববাদী।” 41 অন্যেরা বলল, “ইনিই সেই খ্রীষ্ট।” আবার অনেকে জিজ্ঞাসা করল, “গালীল থেকে কি খ্রীষ্টের আগমন হতে পারে? 42 শাস্ত্র কি একথা বলে না যে, দাউদ যেখানে বসবাস করতেন, সেই বেথলেহেম নগরে, দাউদের বংশে খ্রীষ্টের আগমন হবে?” 43 এভাবে যীশুকে নিয়ে লোকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। 44 কয়েকজন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চাইলেও কেউ তাঁর গায়ে হাত দিল না। 45 মন্দিরের রক্ষীরা অবশেষে প্রধান যাজকদের ও ফরিশীদের কাছে ফিরে গেল। তারা তাদের জিজ্ঞাসা করল, “তোমরা তাকে ধরে নিয়ে এলে না কেন?” 46 রক্ষীরা বলল, “এই লোকটি যেভাবে কথা বলেন, এ পর্যন্ত আর কেউ সেভাবে কথা বলেননি।” 47 প্রত্যুত্তরে ফরিশীরা ব্যঙ্গ করে বলল, “তোমরা বলতে চাইছ, লোকটি তোমাদেরও বিভ্রান্ত করেছে। 48 কোনো নেতা বা কোনো ফরিশী কি তাকে বিশ্বাস করেছে? 49 না! কিন্তু এই যেসব লোক, যারা বিধানের কিছুই জানে না, এরা সকলে অভিশপ্ত।” 50 তখন নীকদীম, যিনি আগে যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন এবং যিনি ছিলেন তাদেরই একজন, জিজ্ঞাসা করলেন, 51 “কোনো ব্যক্তির কথা প্রথমে না শুনে ও সে কী করে তা না জেনে, তাকে দোষী সাব্যস্ত করা কি আমাদের পক্ষে বিধানসংগত?” 52 তারা উত্তর দিল, “তুমিও কি গালীলের লোক? শাস্ত্র খুঁজে দেখো, দেখতে পাবে যে, গালীল থেকে কোনো ভাববাদীই আসতে পারেন না।” 53 তখন তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের ঘরে ফিরে গেল,

৪ কিন্তু যীশু জলপাই পর্বতে চলে গেলেন। ২ ভোরবেলায় যীশু আবার মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলেন। সেখানে সমস্ত লোক তাঁর চারপাশে সমবেত হলে তিনি বসলেন ও তাদের শিক্ষাদান করলেন। ৩ তখন শাস্ত্রবিদ এবং ফরিশীরা ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত এক নারীকে নিয়ে এল। তারা সকলের সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ৪ তারা যীশুকে বলল, “গুরুমহাশয়, এই স্ত্রীলোকটি ব্যভিচার করার মুহূর্তে ধরা পড়েছে। ৫ মোশি তাঁর বিধানে এই ধরনের স্ত্রীলোককে পাথর মারার আদেশ দিয়েছেন। এখন এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী?” ৬ তারা এই প্রশ্নটি ফাঁদ হিসেবে প্রয়োগ করল, যেন যীশুকে অভিযুক্ত করার মতো কোনো সূত্র পেতে পারে। কিন্তু যীশু নত হয়ে তাঁর আঙুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন। ৭ কিন্তু তারা যখন তাঁকে

বারবার প্রশ্ন করল, তিনি সোজা হয়ে তাদের বললেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিষ্পাপ থাকে, তাহলে প্রথমে সেই তাকে পাথর মারুক,” ৮ বলে তিনি আবার নত হয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন। ৯ যারা একথা শুনল তারা, প্রবীণ থেকে শুরু করে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত একে একে সরে পড়তে লাগল। সেখানে শুধু যীশু রইলেন, আর দাঁড়িয়ে থাকল সেই নারী। ১০ যীশু সোজা হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “নারী, ওরা সব গেল কোথায়? কেউ কি তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করেনি?” ১১ সে বলল, “একজনও নয়, প্রভু।” যীশু বললেন, “তাহলে আমিও তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করি না। এখন যাও, আর কখনও পাপ করো না।” ১২ লোকদের আবার শিক্ষা দেওয়ার সময় যীশু বললেন, “আমি জগতের জ্যোতি। যে আমাকে অনুসরণ করে, সে কখনও অন্ধকারে পথ চলবে না, বরং সে জীবনের জ্যোতি লাভ করবে।” ১৩ ফরিশীরা তাঁর প্রতিবাদ করে বলল, “তুমি তো নিজের হয়ে নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছ, তোমার সাক্ষ্য বৈধ নয়।” ১৪ যীশু উত্তর দিলেন, “নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেও আমার সাক্ষ্য বৈধ, কারণ আমি কোথা থেকে এসেছি, আর কোথায় যাচ্ছি, তা আমি জানি। কিন্তু আমি কোথা থেকে এসেছি বা কোথায় যাচ্ছি, সে বিষয়ে তোমাদের কোনো ধারণা নেই। ১৫ তোমরা মানুষের মানদণ্ডে বিচার করো; আমি কারও বিচার করি না। ১৬ কিন্তু যদি আমি বিচার করি, আমার রায় যথার্থ, কারণ আমি একা নই। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, আমার সেই পিতা স্বয়ং আমার সঙ্গে আছেন। ১৭ তোমাদের নিজেদের বিধানশাস্ত্রে লেখা আছে যে, দুজন লোকের সাক্ষ্য বৈধ। ১৮ আমার সাক্ষী আমি স্বয়ং, অপর সাক্ষী হলেন পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।” ১৯ তারা তখন যীশুকে জিজ্ঞাসা করল, “তোমার পিতা কোথায়?” যীশু উত্তর দিলেন, “তোমরা আমাকে বা আমার পিতাকে জানো না। যদি তোমরা আমাকে জানতে, তাহলে আমার পিতাকেও জানতে।” ২০ যেখানে দান উৎসর্গ করা হত, সেই স্থানের কাছে মন্দির-প্রাঙ্গণে শিক্ষা দেওয়ার সময়, যীশু এই সমস্ত কথা বললেন। তবুও কেউ তাঁকে গ্রেপ্তার করল না, কারণ তাঁর সময় তখনও আসেনি। ২১ যীশু আর একবার তাদের বললেন, “আমি চলে যাচ্ছি, আর তোমরা আমাকে খুঁজে বেড়াবে, কিন্তু তোমাদের পাপেই তোমাদের মৃত্যু হবে। আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা সেখানে আসতে পারো না?” ২২ এর ফলে ইহুদিরা বাধ্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, “ও কি আত্মহত্যা করবে? সেই কারণেই ও কি বলছে, ‘আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে তোমরা আসতে পারো না’?” ২৩ তিনি কিন্তু বলে চললেন, “তোমরা মর্তের

মানুষ কিন্তু আমি উর্ধ্বলোকের। তোমরা এই জগতের, আমি এই জগতের নই। 24 সেই কারণেই আমি তোমাদের বলেছি, তোমাদের পাপেই তোমাদের মৃত্যু হবে; আমি নিজের বিষয়ে যা দাবি করেছি, যে আমিই তিনি, তোমরা তা বিশ্বাস না করলে অবশ্যই তোমাদের পাপে তোমাদের মৃত্যু হবে।” 25 তারা জিজ্ঞাসা করল, “আপনি কে?” যীশু উত্তর দিলেন, “আমি প্রথম থেকে যা দাবি করে আসছি, আমিই সেই। 26 তোমাদের বিষয়ে বিচার করে আমার অনেক কিছু বলার আছে। কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি সত্য। তাঁর কাছ থেকে আমি যা শুনেছি, জগৎকে সেখানেই বলি।” 27 তারা বুঝতে পারল না যে, যীশু তাদের কাছে তাঁর পিতার বিষয়ে বলছেন। 28 তাই যীশু বললেন, “যখন তোমরা মনুষ্যপুত্রকে উঁচুতে স্থাপন করবে, তখন জানতে পারবে যে, আমি নিজেকে যা বলে দাবি করি, আমিই সেই। আর আমি নিজে থেকে কিছুই করি না, কিন্তু পিতা আমাকে যা শিক্ষা দেন, আমি শুধু তাই বলি। 29 যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার সঙ্গেই আছেন। তিনি আমাকে একা ছেড়ে দেননি, কারণ আমি সর্বদা তাই করি যা তাঁকে সন্তুষ্ট করে।” 30 তিনি যখন এসব কথা বললেন, তখন অনেকেই তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করল। 31 যে ইহুদিরা তাঁকে বিশ্বাস করেছিল, যীশু তাদের বললেন, “যদি তোমরা আমার বাক্যে অবিচল থাকো, তাহলে তোমরা প্রকৃতই আমার শিষ্য। 32 তখন তোমরা সত্যকে জানবে, আর সেই সত্য তোমাদের মুক্ত করবে।” 33 তারা তাঁকে বলল, “আমরা অব্রাহামের বংশধর, আমরা কখনও কারও দাসত্ব করিনি। তাহলে আপনি কী করে বলছেন, আমরা মুক্ত হব?” 34 যীশু তাদের উত্তর দিলেন, “আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে ব্যক্তি পাপ করে, সে পাপেরই দাসত্ব করে। 35 কোনও দাস পরিবারে স্থায়ী জায়গা পায় না, কিন্তু পরিবারে পুত্রের স্থান চিরদিনের। (aiōn g165) 36 তাই পুত্র যদি তোমাদের মুক্ত করেন, তাহলেই তোমরা প্রকৃত মুক্ত হবে। 37 আমি জানি, তোমরা অব্রাহামের বংশধর, তবু আমার বাক্য তোমাদের অন্তরে স্থান পায় না বলে তোমরা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ। 38 পিতার সাক্ষিগণে আমি যা দেখছি, তোমাদের তাই বলছি। আর তোমাদের পিতার কাছে তোমরা যা শুনেছ, তোমরা তাই করে থাকো।” 39 তারা উত্তর দিল, “অব্রাহাম আমাদের পিতা।” যীশু তাদের বললেন, “তোমরা যদি অব্রাহামের সন্তান হতে, তাহলে অব্রাহাম যা করেছিলেন, তোমরাও তাই করতে। 40 অথচ, ঈশ্বরের কাছ থেকে আমি যে সত্য শুনেছি, তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছি বলে

তোমরা আমাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়েছ। অব্রাহাম এমন সব কাজ করেননি। 41 তোমাদের পিতা যা করে, তোমরা সেসব কাজই করছ।” তারা প্রতিবাদ করে বলল, “আমরা অবৈধ সন্তান নই। আমাদের একমাত্র পিতা স্বয়ং ঈশ্বর।” 42 যীশু তাদের বললেন, “ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হন তবে তোমরা আমাকে ভালোবাসতে, কারণ আমি ঈশ্বরের কাছ থেকেই এখানে এসেছি। আমি নিজের ইচ্ছানুসারে আসিনি, কিন্তু তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। 43 আমার ভাষা তোমাদের বোধগম্য হচ্ছে না কেন? কারণ তোমরা আমার কথা শুনতে অক্ষম। 44 তোমরা তোমাদের পিতা দিয়াবলের আর তোমাদের পিতার সব অভিলাষ পূর্ণ করাই তোমাদের ইচ্ছা। প্রথম থেকেই সে এক হত্যাকারী। তার মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নেই, কারণ সে সত্যনিষ্ঠ নয়। সে তার নিজস্ব স্বভাববশেই মিথ্যা বলে, কারণ সে এক মিথ্যাবাদী এবং সব মিথ্যার জন্মদাতা। 45 কিন্তু আমি সত্যিকথা বললেও তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো না। 46 তোমরা কি কেউ আমাকে পাপের দোষী বলে প্রমাণ করতে পারো? আমি যদি সত্যি বলি, তাহলে কেন তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো না? 47 যে ঈশ্বরের আপনজন, সে ঈশ্বরের সব কথা শোনে। তোমরা যে শোনো না তার কারণ হল, তোমরা ঈশ্বরের আপনজন নও।” 48 উত্তরে ইহুদিরা যীশুকে বলল, “আমরা যে বলি, তুমি শমরীয় এবং একজন ভূতগ্রস্ত, তা কি যথার্থ নয়?” 49 যীশু বললেন, “আমি ভূতগ্রস্ত নই, কিন্তু আমি আমার পিতাকে সমাদর করি, আর তোমরা আমার অনাদর করো। 50 আমি নিজের গৌরবের খোঁজ করি না, কিন্তু একজন আছেন, যিনি তা খোঁজ করেন, তিনিই বিচার করবেন। 51 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, কেউ যদি আমার বাক্য পালন করে, সে কখনও মৃত্যু দেখবে না।” (aiōn g165) 52 কিন্তু একথা শুনে ইহুদিরা বলে উঠল, “এখন আমরা জানতে পারলাম যে, তুমি ভূতগ্রস্ত! অব্রাহাম এবং ভাববাদীদেরও মৃত্যু হয়েছে, তবু তুমি বলছ যে তোমার বাক্য পালন করে সে কখনও মৃত্যুর আশ্বাদ পাবে না। (aiōn g165) 53 তুমি কি আমাদের পিতা অব্রাহামের চেয়েও মহান? তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, ভাববাদীরাও তাই। তুমি নিজের সম্পর্কে কী মনে করো?” 54 যীশু উত্তর দিলেন, “আমি যদি নিজের গৌরব নিজেই করতাম, তবে আমার গৌরব মূল্যহীন। আমার পিতা, যাকে তোমরা নিজেদের ঈশ্বর বলে দাবি করছ, তিনিই আমাকে গৌরব দান করেন। 55 তোমরা তাঁকে না জানলেও আমি তাঁকে জানি। আমি যদি বলতাম, আমি তাঁকে জানি না, তাহলে তোমাদেরই মতো আমি

মিথ্যাবাদী হতাম। কিন্তু আমি তাঁকে জানি, আর তাঁর বাক্য পালন করি। 56 আমার দিন দেখার প্রত্যাশায় তোমাদের পিতা অব্রাহাম উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন এবং তা দর্শন করে তিনি আনন্দিত হয়েছেন।” 57 ইহুদিরা তাঁকে বলল, “তোমার বয়স পঞ্চাশ বছরও হয়নি, আর তুমি কি না অব্রাহামকে দেখেছ?” 58 যীশু উত্তর দিলেন, “আমি তোমাদের সত্যি বলছি, অব্রাহামের জন্মের পূর্ব থেকেই আমি আছি।” 59 একথা শুনে তারা তাঁকে আঘাত করার জন্য পাথর তুলে নিল। কিন্তু যীশু লুকিয়ে পড়লেন এবং সবার অলক্ষ্যে মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে চলে গেলেন।

9 পথ চলতে চলতে যীশু এক জন্মান্বিত ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। 2 তাঁর শিষ্যরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “রবি, কার পাপের কারণে এ অন্ধ হয়ে জন্মেছে, নিজের না এর বাবা-মার?” 3 যীশু বললেন, “এই ব্যক্তি বা এর বাবা-মা যে পাপ করেছে, তা নয়, কিন্তু এর জীবনে যেন ঈশ্বরের কাজ প্রকাশ পায়, তাই এরকম ঘটেছে। 4 যতক্ষণ দিনের আলো আছে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁরই কাজ আমাদের করতে হবে। রাত্রি ঘনিয়ে আসছে, তখন কেউ আর কাজ করতে পারে না। 5 যতক্ষণ আমি জগতে আছি, আমিই এই জগতের জ্যোতি হয়ে আছি।” 6 একথা বলে, তিনি মাটিতে থুতু ফেললেন এবং সেই লাল দিয়ে কাদা তৈরি করে সেই ব্যক্তির চোখে মাখিয়ে দিলেন। 7 তারপর তিনি তাকে বললেন, “যাও, সিলোয়াম সরোবরে গিয়ে ধুয়ে ফেলো” (সিলোয়াম শব্দের অর্থ, প্রেরিত)। তখন সেই ব্যক্তি সেখানে গিয়ে (চোখ) ধুয়ে ফেলল এবং দৃষ্টিশক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরে গেল। 8 তার প্রতিবেশীরা এবং যারা তাকে আগে ভিক্ষা করতে দেখেছিল, তারা বলল, “যে ব্যক্তি বসে ভিক্ষা করত, এ কি সেই একই ব্যক্তি নয়?” 9 কেউ কেউ বলল যে, সেই ব্যক্তিই তো! অন্যরা বলল, “না, সে তার মতো দেখতে।” সে বলল, “আমিই সেই ব্যক্তি।” 10 তারা জানতে চাইল, “তাহলে তোমার চোখ কীভাবে খুলে গেল?” 11 উত্তরে সে বলল, “লোকে যাকে যীশু বলে, তিনি কিছু কাদা তৈরি করে আমার দু-চোখে মাখিয়ে দিলেন এবং আমাকে বললেন, ‘যাও, সিলোয়াম সরোবরে গিয়ে ধুয়ে ফেলো।’ তাঁর নির্দেশমতো গিয়ে আমি তাই ধুয়ে ফেললাম, আর তারপর থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি।” 12 তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, “সেই ব্যক্তি কোথায়?” সে বলল, “আমি জানি না।” 13 যে অন্ধ ছিল, সেই ব্যক্তিকে তারা ফরিশীদের কাছে নিয়ে গেল। 14 যেদিন যীশু কাদা তৈরি করে ব্যক্তির চোখ খুলে দিয়েছিলেন, সেই দিনটি

ছিল বিশ্রামদিন। 15 তাই ফরিশীরাও তাকে জিজ্ঞাসা করল, কীভাবে সে দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে। সে উত্তর দিল, “তিনি আমার চোখদুটিতে কাদা মাখিয়ে দিলেন। আমি ধুয়ে ফেললাম, আর এখন আমি দেখতে পাচ্ছি।” 16 ফরিশীদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, “এই লোকটি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসেনি, কারণ সে বিশ্রামদিন পালন করে না।” অন্য ফরিশীরা বলল, “যে পাপী, সে কী করে এমন চিহ্নকাজ করতে পারে?” এইভাবে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। 17 অবশেষে তারা অন্ধ ব্যক্তির দিকে ফিরে তাকে আবার জিজ্ঞাসা করল, “যে তোমার চোখ খুলে দিয়েছে তার বিষয়ে তোমার কী বলার আছে?” সে উত্তর দিল, “তিনি একজন ভাববাদী।” 18 তার বাবা-মাকে ডেকে না আনা পর্যন্ত ইহুদিরা বিশ্বাসই করতে পারল না যে, সে অন্ধ ছিল এবং সে দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে। 19 তারা জিজ্ঞাসা করল, “এ কি তোমাদেরই ছেলে? এর বিষয়েই কি তোমরা বলা যে, এ অন্ধ হয়েই জন্মগ্রহণ করেছিল? তাহলে এখন কী করে ও দেখতে পাচ্ছে?” 20 তার বাবা-মা উত্তর দিল, “আমরা জানি ও আমাদের ছেলে, আর আমরা এও জানি যে, ও অন্ধ হয়েই জন্মগ্রহণ করেছিল। 21 কিন্তু এখন ও কীভাবে দেখতে পাচ্ছে বা কে ওর চোখ খুলে দিয়েছে, আমরা তা জানি না। আপনারা ওকেই জিজ্ঞাসা করুন। ও সাবালক, তাই ওর কথা ও নিজেই বলবে।” 22 তার বাবা-মা ইহুদিদের ভয়ে একথা বলল, কারণ ইহুদিরা ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যীশুকে যে খ্রীষ্ট বলে স্বীকার করবে, সমাজভবন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। 23 সেইজন্য তার বাবা-মা বলল, “ও সাবালক, তাই ওকেই জিজ্ঞাসা করুন।” 24 যে আগে অন্ধ ছিল, সেই ব্যক্তিকে তারা দ্বিতীয়বার ডেকে এনে বলল, “ঈশ্বরকে গৌরব প্রদান করো। আমরা জানি, সেই ব্যক্তি একজন পাপী।” 25 সে উত্তর দিল, “তিনি পাপী, কি পাপী নন, তা আমি জানি না। আমি একটি বিষয় জানি, আমি আগে অন্ধ ছিলাম, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি।” 26 তারা তখন তাকে জিজ্ঞাসা করল, “সে তোমার প্রতি কী করেছিল? সে কী করে তোমার চোখ খুলে দিল?” 27 সে উত্তর দিল, “আমি এর আগেই সেকথা আপনাদের বলেছি, কিন্তু আপনারা তা শোনেননি। আপনারা আবার তা শুনতে চাইছেন কেন? আপনারাও কি তাঁর শিষ্য হতে চান?” 28 তারা তাকে গালাগাল দিয়ে অপমান করে বলল, “তুই ওই লোকটির শিষ্য! আমরা মোশির শিষ্য। 29 আমরা জানি, ঈশ্বর মোশির সঙ্গে কথা বলেছিলেন, কিন্তু এই লোকটির আগমন কোথা থেকে হল তা আমরা জানি না।”

30 সে উত্তর দিল, “সেটাই তো আশ্চর্যের কথা! আপনারা বুঝতে পারল না। 7 তাই যীশু তাদের আবার বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমিই মেসদের দ্বার। 8 দু-চোখ খুলে দিলেন। 31 আমরা জানি, ঈশ্বর পাপীদের কথা শোনেন না। যারা ঈশ্বরভক্ত ও তাঁর ইচ্ছা পালন করে, তিনি তাদেরই কথা শোনেন। 32 জন্মান্ব ব্যক্তির চোখ কেউ খুলে দিয়েছে, একথা কেউ কখনও শোনেনি। (aiōn g165) 33 সেই ব্যক্তির আগমন ঈশ্বরের কাছ থেকে না হলে, কোনো কিছুই তিনি করতে পারতেন না।” 34 একথা শুনে তারা বলল, “তোমার জন্ম পাপেই হয়েছে, তবু তুমি কী করে আমাদের শিক্ষা দেওয়ার সাহস পেলি?” আর তারা তাকে সমাজ থেকে বের করে দিল। 35 যীশু শুনতে পেলেন তারা লোকটিকে বের করে দিয়েছে। তিনি তাকে যখন দেখতে পেলেন, তিনি বললেন, “তুমি কি মনুষ্যপুত্রে বিশ্বাস করো?” 36 সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, “প্রভু তুমি কে? আমাকে বলুন, আমি যেন তাঁকে বিশ্বাস করতে পারি।” 37 যীশু বললেন, “তুমি তাঁকে দেখেছ। প্রকৃতপক্ষে, তিনিই তোমার সঙ্গে কথা বলছেন।” 38 “প্রভু, আমি বিশ্বাস করি,” একথা বলে সে তাঁকে প্রণাম করল। 39 যীশু বললেন, “বিচার করতেই আমি এ জগতে এসেছি, যেন দৃষ্টিহীনরা দেখতে পায় এবং যারা দেখতে পায়, তারা দৃষ্টিহীন হয়।” 40 তাঁর সঙ্গী কয়েকজন ফরিশী তাঁকে একথা বলতে শুনে জিজ্ঞাসা করল, “কী হল? আমরাও অন্ধ নাকি?” 41 যীশু বললেন, “তোমরা অন্ধ হলে তোমাদের পাপের জন্য অপরাধী হতে না; কিন্তু তোমরা নিজেদের দেখতে পাও বলে দাবি করছ, তাই তোমাদের অপরাধ রয়ে গেল।”

10 পরে যীশু বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে ব্যক্তি সদর দরজা দিয়ে মেসদের খোঁয়াড়ে প্রবেশ না করে অন্য কোনো দিক দিয়ে ডিঙিয়ে আসে, সে চোর ও দস্যু। 2 যে সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, সেই তার মেসদের পালক। 3 পাহারাদার তার জন্য দরজা খুলে দেয় এবং মেস তার গলার স্বর শোনে। সে নিজের মেসদের নাম ধরে ডেকে তাদের বাইরে নিয়ে যায়। 4 নিজের সব মেসকে বাইরে নিয়ে এসে সে তাদের সামনে সামনে এগিয়ে চলে। তার মেসেরা তাকে অনুসরণ করে, কারণ তারা তার কণ্ঠস্বর চেনে। 5 কিন্তু তারা কখনও কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে অনুসরণ করবে না; বরং, তারা তার কাছ থেকে ছুটে পালাবে, কারণ অপরিচিত লোকের গলার স্বর তারা চেনে না।” 6 যীশু এই রূপকটি ব্যবহার করলেন, কিন্তু তিনি তাদের কী বললেন, তারা তা না, কারণ তোমরা আমার পালের মেস নও। 27 আমার

মেঘেরা আমার কণ্ঠস্বর শোনে, আমি তাদের জানি, আর তারা আমাকে অনুসরণ করে। 28 আমি তাদের অনন্ত জীবন দান করি; তারা কোনোদিনই বিনষ্ট হবে না। আর কেউ তাদের আমার হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। (aiōn g165, aiōnios g166) 29 আমার পিতা, যিনি তাদের আমাকে দিয়েছেন, তিনি সবার চেয়ে মহান। আমার পিতার হাত থেকে কেউ তাদের কেড়ে নিতে পারে না। 30 আমি ও পিতা, আমরা এক।” 31 ইহুদিরা তাঁকে আবার পাথর ছুঁড়ে মারার জন্য পাথর তুলে নিল। 32 কিন্তু যীশু তাদের বললেন, “পিতার দেওয়া শক্তিতে আমি তোমাদের অনেক মহৎ অলৌকিক কাজ দেখিয়েছি। সেগুলির মধ্যে কোনটির জন্য তোমরা আমাকে পাথর মারতে চাইছ?” 33 ইহুদিরা বলল, “এসব কোনো কারণের জন্যই নয়, কিন্তু ঈশ্বরনিন্দার জন্য আমরা তোমাকে পাথর মারতে উদ্যত হয়েছি, কারণ তুমি একজন সামান্য মানুষ হয়েও নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করছ।” 34 যীশু তাদের বললেন, “তোমাদের বিধানপুস্তকে কি লেখা নেই, ‘আমি বলেছি, তোমরা “ঈশ্বর”?’ 35 যাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশিত হয়েছিল, তিনি যদি তাদের ‘ঈশ্বর’ নামে অভিহিত করে থাকেন—এবং শাস্ত্রের তো পরিবর্তন হতে পারে না— 36 তাহলে পিতা যাকে তাঁর আপনজনরূপে পৃথক করে জগতে পাঠিয়েছেন, তাঁর বিষয়ে কী বলবে? তবে ‘আমি ঈশ্বরের পুত্র,’ একথা বলার জন্য কেন তোমরা আমাকে ঈশ্বরনিন্দার অভিযোগে অভিযুক্ত করছ? 37 আমার পিতা যা করেন, আমি যদি সে কাজ না করি, তাহলে তোমরা আমাকে বিশ্বাস কোরো না। 38 কিন্তু আমি যদি তা করি, তোমরা আমাকে বিশ্বাস না করলেও, সেই অলৌকিক কাজগুলিকে বিশ্বাস করো, যেন তোমরা জানতে ও বুঝতে পারো যে, পিতা আমার মধ্যে ও আমি পিতার মধ্যে আছি।” 39 তারা আবার তাঁকে বন্দি করার চেষ্টা করল, কিন্তু তিনি তাদের কবল এড়িয়ে গেলেন। 40 এরপর যীশু জর্ডন নদীর অপর পারে ফিরে গেলেন, যেখানে যোহন আগে লোকদের বাপ্তিস্ম দিতেন। তিনি সেখানে থেকে গেলেন এবং বহু লোক তাঁর কাছে এল। 41 তারা বলল, “যোহন কখনও চিহ্নকাজ সম্পাদন না করলেও, এই মানুষটির বিষয়ে তিনি যথার্থ কথাই বলেছেন।” 42 সেখানে বহু মানুষ যীশুতে বিশ্বাস স্থাপন করল।

11 লাসার নামে এক ব্যক্তি পীড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন বেথানি গ্রামের অধিবাসী, যেখানে মরিয়ম ও তার বোন মার্থা বসবাস করতেন। 2 এই মরিয়মই

প্রভুর উপরে সুগন্ধিদ্রব্য ঢেলে তাঁর চুল দিয়ে প্রভুর পা-দুটি মুছিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরই ভাই লাসার সেই সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। 3 দুই বোন তাই যীশুর কাছে সংবাদ পাঠালেন, “প্রভু আপনি যাকে প্রেম করেন, সে অসুস্থ হয়ে পড়ছে।” 4 একথা শুনে যীশু বললেন, “এই অসুস্থতা মৃত্যুর জন্য হয়নি, কিন্তু ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের জন্য এরকম হয়েছে, যেন ঈশ্বরের পুত্র এর মাধ্যমে গৌরবান্বিত হন।” 5 মার্থা, তাঁর বোন ও লাসারকে যীশু প্রেম করতেন। 6 তবুও লাসারের অসুস্থতার কথা শুনে তিনি যেখানে ছিলেন, সেখানেই আরও দু-দিন রইলেন। 7 এরপর তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, “চলো, আমরা যিহূদিয়ায় ফিরে যাই।” 8 তাঁর শিষ্যেরা বললেন, “কিন্তু রব্বি, কিছু সময় আগেই তো ইহুদিরা আপনাকে পাথর মারার চেষ্টা করেছিল, তবুও আপনি সেখানে ফিরে যেতে চাইছেন?” 9 যীশু উত্তর দিলেন, “দিনের আলোর স্থায়িত্ব কি বারো ঘণ্টা নয়? যে মানুষ দিনের আলোয় পথ চলে, সে হেঁচট খাবে না। কারণ এই জগতের আলোতেই সে দেখতে পায়। 10 কিন্তু রাতে যখন সে পথ চলে, তখন সে হেঁচট খায়, কারণ তার কাছে আলো থাকে না।” 11 একথা বলার পর তিনি তাঁদের বললেন, “আমাদের বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তাকে জাগিয়ে তুলতে আমি সেখানে যাচ্ছি।” 12 তাঁর শিষ্যেরা বললেন, “প্রভু, সে যদি ঘুমিয়ে পড়েছে, তাহলে সে সুস্থ হয়ে উঠবে।” 13 যীশু তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে বলছিলেন, কিন্তু তাঁর শিষ্যেরা ভাবলেন, তিনি স্বাভাবিক ঘুমের কথা বলছেন। 14 তাই তিনি তাঁদের স্পষ্টভাবে বললেন, “লাসারের মৃত্যু হয়েছে। 15 তোমাদের কথা ভেবে আমি আনন্দিত যে, আমি তখন সেখানে ছিলাম না, যেন তোমরা বিশ্বাস করতে পারো। চলো, আমরা তার কাছে যাই।” 16 তখন থোমা, যিনি দিদুমঃ (যমজ) নামে আখ্যাত, অন্যান্য শিষ্যদের বললেন, “চলো, আমরাও যাই, যেন তাঁর সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে পারি।” 17 সেখানে এসে যীশু দেখলেন যে, চারদিন যাবৎ লাসার সমাধির মধ্যে আছেন। 18 বেথানি থেকে জেরুশালেমের দূরত্ব প্রায় তিন কিলোমিটার। 19 আর মার্থা ও মরিয়মের ভাইয়ের মৃত্যু হওয়ায় তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য জেরুশালেম থেকে অনেক ইহুদি তাঁদের কাছে এসেছিল। 20 যীশুর আসার কথা শুনতে পেয়ে মার্থা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, কিন্তু মরিয়ম ঘরেই রইলেন। 21 মার্থা যীশুকে বললেন, “প্রভু, আপনি এখানে উপস্থিত থাকলে আমার ভাইয়ের মৃত্যু হত না। 22 কিন্তু আমি জানি, আপনি ঈশ্বরের কাছে যা চাইবেন, তিনি আপনাকে এখনও তাই দেবেন।”

23 যীশু তাঁকে বললেন, “তোমার ভাই আবার জীবিত হবে।” 24 মার্থা উত্তর দিলেন, “আমি জানি, শেষের দিনে, করে যে তুমি আমাকে পাঠিয়েছ,” 43 একথা বলে যীশু পুনরুত্থানের সময়, সে আবার জীবিত হবে।” 25 যীশু তাঁকে বললেন, “আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমাকে বিশ্বাস করে, তার মৃত্যু হলেও সে জীবিত থাকবে। 26 আর যে জীবিত এবং আমাকে বিশ্বাস করে, তার মৃত্যু কখনও হবে না। তুমি কি একথা বিশ্বাস করো?” (aion g165) 27 তিনি তাঁকে বললেন, “হ্যাঁ প্রভু, আমি বিশ্বাস করি যে, জগতে যাঁর আগমনের সময় হয়েছিল, আপনিই সেই মশীহ, ঈশ্বরের পুত্র।” 28 একথা বলে তিনি ফিরে গিয়ে তাঁর বোন মরিয়মকে একান্তে ডেকে বললেন, “গুরুমহাশয় এখানে এসেছেন, তিনি তোমাকে ডাকছেন।” 29 একথা শুনে মরিয়ম তাড়াতাড়ি উঠে তাঁর কাছে গেলেন। 30 যীশু তখনও গ্রামে প্রবেশ করেননি, মার্থার সঙ্গে তাঁর যেখানে দেখা হয়েছিল, তিনি তখনও সেখানেই ছিলেন। 31 যে ইহুদিরা মরিয়মকে তাঁর বাড়িতে এসে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, তাঁকে তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে যেতে দেখে তারা মনে করল, তিনি বোধহয় সমাধিস্থানে দুঃখে কাঁদতে যাচ্ছেন। তাই তারা তাকে অনুসরণ করল। 32 যীশু যেখানে ছিলেন, বুঝতে পারছ না যে, সমগ্র জাতি বিনষ্ট হওয়ার চেয়ে মরিয়ম সেখানে পৌঁছে তাঁকে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বললেন, “প্রভু, আপনি এখানে উপস্থিত থাকলে আমার ভাইয়ের মৃত্যু হত না।” 33 মরিয়মকে এবং তাঁর অনুসরণকারী ইহুদিদের কাঁদতে দেখে, যীশু আত্মায় গভীরভাবে বিচলিত ও উদ্ভিগ্ন হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 34 “তোমরা তাকে কোথায় রেখেছ?” তাঁরা উত্তর দিল, “প্রভু, দেখবেন আসুন।” 35 যীশু কাঁদলেন। 36 তখন ইহুদিরা বলল, “দেখো, তিনি তাঁকে কত ভালোবাসতেন!” 37 কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকজন বলল, “যিনি সেই অন্ধ ব্যক্তির চোখ খুলে দিয়েছিলেন, তিনি কি সেই ব্যক্তিকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারতেন না?” 38 যীশু আবার গভীরভাবে বিচলিত হয়ে সমাধির কাছে উপস্থিত হলেন। সেটি ছিল একটি গুহা, তার প্রবেশপথে একটি পাথর রাখা ছিল। 39 তিনি বললেন, “পাথরটি সরিয়ে দাও।” মৃত ব্যক্তির বোন মার্থা বললেন, “কিন্তু প্রভু, চারদিন হল সে সেখানে আছে। এখন সেখানে দুর্গন্ধ হবে।” 40 যীশু তখন বললেন, “আমি কি তোমাকে বলিনি যে, যদি তুমি বিশ্বাস করো, তাহলে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে?” 41 তারা তখন পাথরটি সরিয়ে দিল। যীশু তারপর আকাশের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, “পিতা, আমার প্রার্থনা শুনেছ বলে তোমায় ধন্যবাদ দিই। 42 আমি জানতাম, তুমি নিয়ত আমার কথা শোনো, কিন্তু এখানে যারা দাঁড়িয়ে আছে,

12 নিস্তারপর্বের ছয় দিন আগে যীশু বেথানিতে উপস্থিত চলেছিল। 18 বহু মানুষ যীশুর করা এই চিহ্নকাজের কথা হলেন। যীশু যাকে মৃতলোক থেকে উত্থাপিত শুনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল। 19 তাই ফরিশীরা করেছিলেন, সেই লাসারের বাড়ি সেখানে ছিল। 2 সেখানে পরস্পর বলাবলি করল, “দেখো, আমরা কিছুই করতে যীশুর সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিল। পারছি না। চেয়ে দেখো, সমস্ত জগৎ কেমন তাঁর পিছনে মার্খা পরিবেশন করছিলেন, আর লাসার ভোজের আসনে ছুটে চলেছে!” 20 পর্বের সময় যারা উপাসনা করতে হলান দিয়ে অনেকের সঙ্গে যীশুর কাছে বসেছিলেন। গিয়েছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন গ্রিক ছিল। 21 তারা 3 তখন মরিয়ম আধলিটার বিশুদ্ধ বহুমূল্য জটামাংসীর গালীলের বেথসৈদার অধিবাসী ফিলিপের কাছে এসে সুগন্ধি তেল নিয়ে যীশুর চরণে ঢেলে দিলেন এবং তাঁর নিবেদন করল, “মহাশয়, আমরা যীশুকে দেখতে চাই!” 22 চুল দিয়ে তাঁর পা-দুখানি মুছিয়ে দিলেন। তেলের সুগন্ধে ফিলিপ আন্দ্রিয়র কাছে বলতে গেলেন। আন্দ্রিয় ও ফিলিপ সেই ঘর ভরে গেল। 4 কিন্তু তাঁর এক শিষ্য যিহূদা গিয়ে সেকথা যীশুকে জানালেন। 23 কিন্তু যীশু তাদের ইষ্কারিয়োৎ, যে পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা বললেন, “মনুষ্যপুত্রের মহিমাম্বিত হওয়ার মুহূর্ত এসে করেছিল, আপত্তি করল, 5 “এই সুগন্ধিদ্রব্য বিক্রি করে পড়েছে। 24 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, গমের দানা সেই অর্থ দরিদ্রদের দেওয়া হল না কেন? এর মূল্য তো যদি মাটিতে পড়ে না মরে, তবে তা শুধু একটি বীজ হয়েই থাকে। কিন্তু যদি মরে, তাহলে বহু বীজের উৎপন্ন হয়। 6 দরিদ্রদের জন্য চিন্তা 25 যে মানুষ নিজের প্রাণকে ভালোবাসে, সে তা হারাবে; ছিল বলে যে সে একথা বলেছিল, তা নয়; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এ জগতে যে নিজের প্রাণকে ঘৃণা করে, সে অনন্ত সে ছিল চোর। টাকার খলি তার কাছে থাকায়, সেই অর্থ জীবনের জন্য তা রক্ষা করবে। (aiōnios gl66) 26 যে আমার থেকে সে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করত। 7 যীশু উত্তর দিলেন, সেবা করতে চায়, তাকে অবশ্যই আমার অনুগামী হতে “ওকে ছেড়ে দাও। আমার সমাধি দিনের জন্য সে এই হবে, যেন আমি যেখানে থাকব, আমার সেবকও সেখানে সুগন্ধিদ্রব্য বাঁচিয়ে রেখেছিল। 8 তোমরা তো তোমাদের থাকে। যে আমার সেবা করবে, আমার পিতা তাকে সমাদর মধ্যে দরিদ্রদের সবসময়ই পাবে, কিন্তু আমাকে তোমরা করবেন। 27 “আমার হৃদয় এখন উৎকণ্ঠায় ভরে উঠেছে? সবসময় পাবে না।” 9 ইতিমধ্যে ইহুদি সমাজের অনেক করবে। 28 পিতা, তোমার নাম মহিমাম্বিত করো।” তখন লোক যীশু সেখানে আছেন জানতে পেরে, শুধু যীশুকে নয়, স্বর্গ থেকে এক বাণী উপস্থিত হল, “আমি তা মহিমাম্বিত যীশুর কাছে যাচ্ছিল এবং তাঁকে বিশ্বাস করছিল। 12 করেছি এবং আবার মহিমাম্বিত করব।” 29 উপস্থিত পর্বের জন্য যে বিস্তর লোকের সমাগম ঘটেছিল, পরদিন সকলে সেই বাণী শুনে বলল, “এ বজ্রের ধ্বনি!” অন্যরা তারা শুনে পেল যে, যীশু জেরুশালেমের পথে এগিয়ে বলল, “কোনো স্বর্গদূত ঐ সঙ্গে কথা বললেন।” 30 যীশু চলেছেন। 13 তারা খেজুর গাছের ডাল নিয়ে তাঁর সঙ্গে বললেন, “এই বাণী ছিল তোমাদের উপকারের জন্য, দেখা করতে গেল, আর উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগল, “হোশান্না!” আমার জন্য নয়। 31 এখন এ জগতের বিচারের সময়। “প্রভুর নামে যিনি আসছেন, তিনি ধন্য!” “ধন্য ইস্রায়েলের এ জগতের অধিপতিকে এখন তাড়িয়ে দেওয়া হবে। 32 সেই রাজাধিরাজ!” 14 তখন একটি গর্দভশাবক দেখতে কিন্তু, যখন আমি পৃথিবী থেকে আকাশে উত্তোলিত হব, পেয়ে যীশু তার উপরে বসলেন, যেমন শাস্ত্রে লেখা আছে, তখন সব মানুষকে আমার দিকে আকর্ষণ করব।” 33 তিনি 15 “হে সিয়োন-কন্যা, তুমি ভীত হোয়ো না, দেখো, তোমার কীভাবে মৃত্যুবরণ করবেন, তা বোঝাবার জন্য তিনি একথা রাজাধিরাজ আসছেন, গর্দভশাবকে চড়ে আসছেন।” 16 বললেন। 34 লোকেরা বলে উঠল, “আমরা বিধানশাস্ত্র তাঁর শিষ্যেরা প্রথমে এ সমস্ত বুঝতে পারেননি। যীশু থেকে শুনেছি যে, খ্রীষ্ট চিরকাল থাকবেন। তাহলে আপনি মহিমাম্বিত হওয়ার পর তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, কী করে বলতে পারেন, ‘মনুষ্যপুত্রকে অবশ্যই উত্তোলিত যীশুর সম্পর্কে শাস্ত্রে উল্লিখিত ঘটনা অনুসারেই তাঁরা হতে হবে?’ এই ‘মনুষ্যপুত্র’ কে?” (aiōn gl65) 35 তখন যীশু তাঁর প্রতি এরূপ আচরণ করেছেন। 17 যীশু লাসারকে তাদের বললেন, “আর অল্পকালমাত্র জ্যোতি তোমাদের সমাধি থেকে ডেকে মৃত্যু থেকে উত্থাপিত করার সময় যে মধ্যে আছেন। অন্ধকার তোমাদের গ্রাস করার আগেই জ্যোতির প্রভায় তোমরা পথ চলো। যে অন্ধকারে পথ চলে,

সে জানে না, কোথায় চলেছে। 36 তোমরা যতক্ষণ জ্যোতির সহচর্যে আছ, তোমরা সেই জ্যোতির উপরেই বিশ্বাস রেখো, যেন তোমরাও জ্যোতির সন্তান হতে পারো।” কথা বলা শেষ করে যীশু সেখান থেকে চলে গেলেন এবং তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রইলেন। 37 যীশু ইহুদিদের সামনে এই সমস্ত চিহ্নকাজ সম্পাদন করলেন। তবুও তারা তাঁকে বিশ্বাস করল না। 38 ভাববাদী যিশাইয়ের বাণী এভাবেই সম্পূর্ণ হল: “প্রভু, আমাদের দেওয়া সংবাদ কে বিশ্বাস করেছে? কার কাছেই বা প্রভুর পরাক্রম প্রকাশিত হয়েছে?” 39 এই কারণেই তারা বিশ্বাস করতে পারেনি, যেমন যিশাইয় অন্যত্র বলেছেন: 40 “তিনি তাদের চক্ষু দৃষ্টিহীন করেছেন, তাদের হৃদয়কে কঠিন করেছেন। তাই তারা নয়নে দেখতে পায় না, হৃদয়ে উপলব্ধি করে না, অথবা ফিরে আসে না—যেন আমি তাদের সুস্থ করি।” 41 যিশাইয় একথা বলেছিলেন, কারণ তিনি যীশুর মহিমা দর্শন করেছিলেন ও তাঁরই কথা বলেছিলেন। 42 তবু, সেই একই সময়ে, নেতাদের মধ্যেও অনেকেই তাঁকে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু ফরিশীদের ভয়ে তারা তাদের বিশ্বাসের কথা স্বীকার করতে পারল না, কারণ আশঙ্কা ছিল যে সমাজভবন থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হতে পারে; 43 কেননা ঈশ্বরের প্রশংসার চেয়ে তারা মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে বেশি ভালোবাসতো। 44 যীশু তখন উচ্চকণ্ঠে বললেন, “কোনো মানুষ যখন আমাকে বিশ্বাস করে তখন সে শুধু আমাকেই নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকেও বিশ্বাস করে। 45 আমাকে দেখলে সে তাঁকেই দেখে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। 46 এ জগতে আমি জ্যোতিরূপে এসেছি, যেন আমাকে যে বিশ্বাস করে, সে আর অন্ধকারে না থাকে। 47 “যে আমার বাণী শুনেও তা পালন করে না, আমি তার বিচার করি না। কারণ আমি জগতের বিচার করতে আসিনি, আমি এসেছি জগৎকে উদ্ধার করতে। 48 যে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আমার বাক্য গ্রহণ করে না, তার জন্য এক বিচারক আছেন। আমার বলা বাক্যই শেষের দিনে তাকে দোষী সাব্যস্ত করবে। 49 কারণ আমি নিজের ইচ্ছানুসারে বাক্য প্রকাশ করিনি, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, আমার সেই পিতাই, কী বলতে হবে বা কেমনভাবে বলতে হবে, আমাকে তার নির্দেশ দিয়েছেন। 50 আমি জানি, তাঁর নির্দেশ অনন্ত জীবনের দিকে নিয়ে যায়। তাই আমার পিতা আমাকে যা বলতে বলেছেন, আমি শুধু সে কথাই বলি।” (aiōnios g166)

13 নিস্তারপর্বের আগের ঘটনা। যীশু বুঝতে পেরেছিলেন যে এই পৃথিবী থেকে তাঁর বিদায় নিয়ে পিতার কাছে যাওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে। জগতে তাঁর আপনজন যাঁদের তিনি প্রেম করতেন, এখন তিনি তাঁদের শেষ পর্যন্ত প্রেম করলেন। 2 সন্ধ্যাভোজ পরিবেশন করা হচ্ছিল। দিয়াবল ইতিমধ্যেই যীশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য শিমোনের পুত্র যিহূদা ইস্কারিয়োৎকে প্ররোচিত করেছিল। 3 যীশু জানতেন যে, পিতা সবকিছু তাঁর ক্ষমতার অধীন করেছেন এবং ঈশ্বরের কাছ থেকেই তিনি এসেছেন ও তিনি ঈশ্বরের কাছেই ফিরে যাচ্ছেন। 4 তাই তিনি ভোজ থেকে উঠে তাঁর উপরের পোশাক খুলে কোমরে একটি তোয়ালে জড়ালেন। 5 এরপর তিনি একটি গামলায় জল নিয়ে তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে, ও তাঁর কোমরে জড়ানো তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিতে লাগলেন। 6 তিনি শিমোন পিতরের কাছে এলে পিতর তাঁকে বললেন, “প্রভু, আপনি কি আমার পা ধুয়ে দেবেন?” 7 যীশু উত্তর দিলেন, “আমি কী করছি তা তুমি এখন বুঝতে পারছ না, কিন্তু পরে বুঝবে।” 8 পিতর বললেন, “না, আপনি কখনোই আমার পা ধুয়ে দেবেন না।” প্রত্যুত্তরে যীশু বললেন, “আমি তোমার পা ধুয়ে না দিলে, আমার সাথে তোমার কোনো অংশই থাকবে না।” (aiōn g165) 9 শিমোন পিতর বললেন, “তাহলে প্রভু, শুধু আমার পা নয়, আমার হাত ও মাথাও ধুয়ে দিন।” 10 যীশু উত্তর দিলেন, “যে স্নান করেছে, তার শুধু পা ধোয়ার প্রয়োজন, কারণ তার সমস্ত শরীরই শুচিশুদ্ধ। তুমিও শুচিশুদ্ধ, তবে তোমাদের প্রত্যেকে নও।” 11 কারণ কে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তা তিনি জানতেন। সেই কারণেই তিনি বললেন যে, সবাই শুচিশুদ্ধ নয়। 12 তাঁদের পা ধুয়ে দেওয়া শেষ হলে যীশু তাঁর পোশাক পরে নিজের আসনে ফিরে গেলেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, “আমি তোমাদের প্রতি কী করলাম, তা কি তোমরা বুঝতে পেরেছ? 13 তোমরা আমাকে ‘গুরুমহাশয়’ ও ‘প্রভু’ বলে থাকো এবং তা যথার্থই, কারণ আমি সেই। 14 এখন তোমাদের প্রভু ও গুরুমহাশয় হয়েও আমি তোমাদের পা ধুয়ে দিলাম, সুতরাং, তোমাদেরও একে অপরের পা ধুয়ে দেওয়া উচিত। 15 আমি তোমাদের কাছে এক আদর্শ স্থাপন করেছি, যেন আমি তোমাদের প্রতি যা করলাম, তোমরাও তাই করো। 16 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, কোনো দাস তার প্রভুর চেয়ে মহান নয়, কিংবা প্রেরিত ব্যক্তি তার প্রেরণকারীর চেয়ে মহান নয়। 17 তোমরা যেহেতু এখন এসব জেনেছ, তা পালন করলে তোমরা ধন্য হবে। 18 “আমি তোমাদের সকলের কথা

বলছি না, কিন্তু যাদের আমি মনোনীত করেছি, তাদের আমি জানি। কিন্তু, 'যে আমার রুটি ভাগ করে খেয়েছে, সে আমারই বিপক্ষে গেছে' শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণ হতে হবে। 19 "এরকম ঘটনার আগেই আমি তোমাদের জানাচ্ছি, যখন তা ঘটবে, তোমরা যেন বিশ্বাস করতে পারো যে, আমিই তিনি। 20 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার প্রেরিত কোনো মানুষকে যে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে এবং যে আমাকে গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ করে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।" 21 একথা বলার পর যীশু আত্মায় উদ্ভিগ্ন হয়ে সাক্ষ্য দিলেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।" 22 শিষ্যরা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে তাকালেন, তাঁরা বুঝতে পারলেন না যে যীশু তাঁদের মধ্যে কার সম্পর্কে এই ইঙ্গিত করলেন। 23 তাঁদের মধ্যে এক শিষ্য, যীশু যাকে প্রেম করতেন, তিনি যীশুর বৃকে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। 24 শিমোন পিতর সেই শিষ্যকে ইশারায় বললেন, "ওঁকে জিজ্ঞাসা করো, কার সম্পর্কে তিনি একথা বলছেন।" 25 যীশুর বৃকের দিকে পিছন ফিরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, সে কে?" 26 যীশু উত্তর দিলেন, "পাত্রে ডুবিয়ে রুটির টুকরোটি আমি যার হাতে তুলে দেব, সেই তা করবে।" এরপর, রুটির টুকরোটি ডুবিয়ে তিনি শিমোনের পুত্র যিহূদা ইষ্কারিয়োথকে দিলেন। 27 যিহূদা রুটি গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান তার মধ্যে প্রবেশ করল। যীশু তাকে বললেন, "তুমি যা করতে উদ্যত, তা তাড়াতাড়ি করে ফেলো।" 28 কিন্তু যীরা খাবার খাচ্ছিলেন তাঁদের কেউই বুঝতে পারলেন না যে, যীশু একথা তাকে কেন বললেন। 29 যিহূদার হাতে টাকাপয়সার দায়িত্ব ছিল বলে কেউ কেউ মনে করলেন যে, যীশু তাকে পর্বের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার কথা, অথবা দরিদ্রদের কিছু দান করার বিষয়ে বলছেন। 30 রুটির টুকরোটি গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে যিহূদা বাইরে বেরিয়ে গেল। বাইরে তখন ঘোর অন্ধকার। 31 যিহূদা বেরিয়ে গেলে যীশু বললেন, "এখন মনুষ্যপুত্র মহিমাম্বিত হলেন এবং ঈশ্বর তাঁর মধ্যে মহিমাম্বিত হলেন। 32 ঈশ্বর যখন তাঁর মধ্যে মহিমাম্বিত হলেন, তিনিও পুত্রকে নিজের মধ্যেই মহিমাম্বিত করবেন এবং তাঁকে শীঘ্রই মহিমাম্বিত করবেন। 33 "বৎসেরা, আমি আর কিছুকাল তোমাদের সঙ্গে থাকব। তোমরা আমার সন্ধান করবে, আর ইহুদিদের যেমন বলছি, এখন তোমাদেরও বলছি, আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা সেখানে আসতে পারো না। 34 "আমি তোমাদের এক নতুন আঙ্গা দিচ্ছি, তোমরা

পরস্পরকে প্রেম করো। আমি যেমন তোমাদের প্রেম করেছি, তোমাদেরও তেমন পরস্পরকে প্রেম করতে হবে। 35 তোমাদের এই পারস্পরিক প্রেমের দ্বারাই সব মানুষ জানতে পারবে যে, তোমরা আমার শিষ্য।" 36 শিমোন পিতর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" যীশু উত্তর দিলেন, "আমি যেখানে যাচ্ছি, তুমি এখন সেখানে আমার সঙ্গে আসতে পারো না, কিন্তু পরে আমার সঙ্গে আসতে পারো।" 37 পিতর বললেন, "প্রভু, কেন এখন আপনার সঙ্গে যেতে পারি না? আপনার জন্য আমি আমার প্রাণও দেব।" 38 তখন যীশু উত্তর দিলেন, "তুমি কি সত্যিই আমার জন্য প্রাণ দেবে? আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, মোরগ ডাকার আগেই তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।"

14 "তোমাদের হৃদয় যেন উদ্ভিগ্ন না হয়। ঈশ্বরকে বিশ্বাস করো, আমাকেও বিশ্বাস করো। 2 আমার পিতার গৃহে অনেক ঘর আছে, যদি না থাকত, আমি তোমাদের বলতাম। তোমাদের জন্য আমি সেখানে স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছি। 3 আর যখন আমি সেখানে যাই ও তোমাদের জন্য স্থানের ব্যবস্থা করি, আমি আবার ফিরে আসব এবং আমি যেখানে থাকি, সেখানে আমার সঙ্গে থাকার জন্য তোমাদের নিয়ে যাব। 4 আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে যাওয়ার পথ তোমরা জানো।" 5 থোমা তাঁকে বললেন, "প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন, আমরা জানি না, তাহলে সেই পথ আমরা জানব কী করে?" 6 যীশু উত্তর দিলেন, "আমিই পথ ও সত্য ও জীবন। আমার মাধ্যমে না এলে, কোনো মানুষই পিতার কাছে আসতে পারে না। 7 তোমরা যদি আমাকে প্রকৃতই জানো, তাহলে আমার পিতাকেও জানবে। এখন থেকে তোমরা তাঁকে জেনেছ এবং দেখেছ।" 8 ফিলিপ বললেন, "প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখান, তাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে।" 9 যীশু বললেন, "ফিলিপ, এত কাল আমি তোমাদের মধ্যে আছি, তবুও কি তুমি আমাকে চেনো না? যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে। তাহলে 'পিতাকে আমাদের দেখান,' একথা তুমি কী করে বলছ? 10 তোমরা কি বিশ্বাস করো না যে, আমি পিতার মধ্যে আছি এবং পিতা আমার মধ্যে আছেন? আমি তোমাদের যা কিছু বলি, তা শুধু আমার নিজের কথা নয়, বরং পিতা, যিনি আমার মধ্যে আছেন, তিনি তাঁর কাজ সম্পাদন করছেন। 11 তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো যে, আমি পিতার মধ্যে আমি আছি এবং পিতা আমার মধ্যে আছেন, না হলে অন্তত অলৌকিক সব কাজ দেখে বিশ্বাস করো। 12 আমি

তোমাদের সত্যি বলছি, আমার উপর যার বিশ্বাস আছে, আমি যে কাজ করছি, সেও সেরকম কাজ করবে, এমনকি, এর চেয়েও মহৎ সব কাজ করবে, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। 13 আর আমার নামে তোমরা যা কিছু চাইবে, আমি তাই পূরণ করব, যেন পুত্র পিতাকে মহিমাম্বিত করেন। 14 আমার নামে তোমরা যা কিছু চাইবে, আমি তা পূরণ করব। 15 “তোমরা যদি আমাকে ভালোবেসে থাকো, তাহলে আমার সব আদেশ পালন করবে। 16 আমি পিতার কাছে নিবেদন করব এবং তোমাদের সঙ্গে চিরকাল থাকার জন্য তিনি আর এক সহায় তোমাদের দান করবেন। (aion g165) 17 তিনি সত্যের আত্মা। জগৎ তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না। কারণ জগৎ তাঁকে দেখে না, তাঁকে জানেও না। কিন্তু তোমরা তাঁকে জানো, কারণ তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি তোমাদের অন্তরে থাকবেন। 18 আমি তোমাদের অনাথ রেখে যাব না, আমি তোমাদের কাছে আসব। 19 অল্পকাল পরে জগৎ আর আমাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাবে। কারণ আমি জীবিত আছি, এই জন্য তোমরাও জীবিত থাকবে। 20 সেদিন তোমরা উপলব্ধি করবে যে, আমি পিতার মধ্যে আছি, আর তোমরা আমার মধ্যে এবং আমি তোমাদের মধ্যে আছি। 21 যে আমার আদেশ লাভ করে সেগুলি পালন করে, সেই আমাকে প্রেম করে। আমাকে যে প্রেম করে, আমার পিতাও তাকে প্রেম করবেন, আর আমিও তাকে প্রেম করব এবং নিজেকে তারই কাছে প্রকাশ করব।” 22 তখন যিহূদা (যিহূদা ইষ্কারিয়োৎ নয়) বললেন, “কিন্তু প্রভু, আপনি জগতের কাছে নিজেকে প্রকাশ না করে, শুধুমাত্র আমাদের কাছে প্রকাশ করতে চান কেন?” 23 বীশু উত্তর দিলেন, “কেউ যদি আমাকে প্রেম করে, সে আমার বাক্য পালন করবে। আমার পিতা তাকে প্রেম করবেন। আমরা তার কাছে আসব এবং তারই সঙ্গে বাস করব। 24 যে আমাকে প্রেম করে না, সে আমার শিক্ষাও পালন করে না। তোমরা আমার যেসব বাণী শুনছ, তা আমার নিজের নয়, সেগুলি পিতার, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। 25 “তোমাদের মধ্যে থাকার সময়ে আমি এ সমস্ত কথা বললাম, 26 কিন্তু সেই সহায়, সেই পবিত্র আত্মা, যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠাবেন, তিনি সমস্ত বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দেবেন এবং তোমাদের কাছে আমার বলা সমস্ত বাক্য তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবেন। 27 আমি তোমাদের মধ্যে শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি। জগৎ যেভাবে দেয়, আমি সেভাবে তোমাদের দান করি না। তোমাদের হৃদয় যেন উদ্বিগ্ন না

হয় এবং তোমরা ভীত হোয়ো না। 28 “তোমরা আমার কাছে শুনেছ, ‘আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু তোমাদের কাছে আবার ফিরে আসছি।’ তোমরা যদি আমাকে প্রেম করতে, আমি পিতার কাছে যাচ্ছি বলে তোমরা উল্লসিত হতে, কারণ পিতা আমার চেয়ে মহান। 29 এসব ঘটবার আগেই আমি এখন তোমাদের সেসব বলে দিলাম, যেন তা ঘটলে তোমরা বিশ্বাস করতে পারো। 30 আমি তোমাদের সঙ্গে আর বেশিক্ষণ কথা বলব না, কারণ এই জগতের অধিকর্তা আসছে। আমার উপর তার কোনো অধিকার নেই। 31 কিন্তু জগৎ যেন শিক্ষাগ্রহণ করে যে, আমি পিতাকে প্রেম করি এবং পিতা আমাকে যা আদেশ করেন, আমি ঠিক তাই পালন করি। “এখন চলো, আমরা এখান থেকে যাই।

15 “আমিই প্রকৃত দ্রাক্ষালতা এবং আমার পিতা কৃষক। 2 আমার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকটি শাখায় ফল না ধরলে, তিনি তা কেটে ফেলেন, কিন্তু যে শাখায় ফল ধরে তাদের প্রত্যেকটিকে তিনি পরিষ্কার করেন, যেন সেই শাখায় আরও বেশি ফল ধরে। 3 আমার বলা বাক্যের দ্বারা তোমরা ইতিমধ্যেই শুচিশুদ্ধ হয়েছ। 4 তোমরা আমার মধ্যে থাকলে, আমিও তোমাদের মধ্যে থাকব। নিজে থেকে কোনো শাখা ফলধারণ করতে পারে না, দ্রাক্ষালতার সঙ্গে অবশ্যই সেটিকে যুক্ত থাকতে হবে। আমার সঙ্গে যুক্ত না থাকলে, তোমরাও ফলবান হতে পারো না। 5 “আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা সবাই শাখা। যে আমার মধ্যে থাকে এবং আমি যার মধ্যে থাকি, সে প্রচুর ফলে ফলবান হবে; আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পারো না। 6 কেউ যদি আমার মধ্যে না থাকে, সে সেই শাখার মতো, যেটিকে বাইরে ফেলে দেওয়া হয় ও সেটি শুকিয়ে যায়। সেই শাখাগুলিকে তুলে নিয়ে আগুনে ফেলা হয় ও সেগুলি পুড়ে যায়। 7 তোমরা যদি আমার মধ্যে থাকো এবং আমার বাক্য তোমাদের মধ্যে থাকে, তোমরা যা কিছুই প্রার্থনা করো, তা তোমাদের দেওয়া হবে। 8 এতেই আমার পিতা মহিমাম্বিত হন যে, তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান হও, আর এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে তোমরা আমার শিষ্য। 9 “পিতা যেমন আমাকে ভালোবেসেছেন, আমিও তেমন তোমাদের ভালোবেসেছি। তোমরা এখন আমার প্রেমে অবস্থিতি করো। 10 তোমরা যদি আমার আদেশ পালন করো, তাহলে আমার প্রেমে অবস্থিতি করবে, যেমন আমি আমার পিতার আদেশ পালন করে তাঁর প্রেমে অবস্থিতি করছি। 11 আমি তোমাদের একথা বললাম, যেন আমার আনন্দ তোমাদের মধ্যে থাকে এবং তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ

হয়। 12 আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তোমরা তেমনই পরস্পরকে ভালোবেসো, এই আমার আদেশ। 13 বন্ধুদের জন্য যে নিজের প্রাণ সমর্পণ করে, তার চেয়ে মহত্তর প্রেম আর কিছু নেই। 14 তোমরা যদি আমার আদেশ পালন করো, তাহলে তোমরা আমার বন্ধু। 15 আমি তোমাদের আর দাস বলে ডাকি না, কারণ একজন প্রভু কী করেন, দাস তা জানে না। বরং, আমি তোমাদের বন্ধু বলে ডাকি, কারণ আমার পিতার কাছ থেকে আমি যা কিছু জেনেছি, তা তোমাদের জানিয়েছি। 16 তোমরা আমাকে মনোনীত করেনি, আমিই তোমাদের মনোনীত করেছি এবং ফলধারণ করবার জন্য নিযুক্ত করেছি—সেই ফল যেন স্থায়ী হয়—তাতে আমার নামে পিতার কাছে তোমরা যা কিছু প্রার্থনা করবে, তা তিনি তোমাদের দান করবেন। 17 আমার আদেশ এই: তোমরা পরস্পরকে প্রেম করো। 18 “জগৎ যদি তোমাদের ঘৃণা করে, তাহলে মনে রেখো যে, জগৎ প্রথমে আমাকেই ঘৃণা করেছে। 19 তোমরা যদি জগতের হতে, তাহলে জগৎ তোমাদের তার আপনজনের মতো ভালোবাসতো। তোমরা এ জগতের নও, বরং এ জগতের মধ্য থেকে আমি তোমাদের মনোনীত করেছি। তাই জগৎ তোমাদের ঘৃণা করে। 20 আমি তোমাদের কাছে যেসব কথা বলেছি, তা মনে রাখো: ‘কোনো দাস তার প্রভুর চেয়ে মহান নয়।’ তারা যখন আমাকে তাড়না করেছে, তখন তোমাদেরও তাড়না করবে। তারা আমার শিক্ষা মান্য করলে, তোমাদের শিক্ষাও মান্য করবে। 21 আমার নামের জন্য তোমাদের সঙ্গে তারা এরকম আচরণ করবে, কারণ আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন, তারা তাঁকে জানে না। 22 আমি যদি না আসতাম এবং তাদের সঙ্গে কথা না বলতাম, তাহলে তাদের পাপ হত না। কিন্তু এখন পাপের জন্য তাদের অজুহাত দেওয়ার উপায় নেই। 23 যে আমাকে ঘৃণা করে, সে আমার পিতাকেও ঘৃণা করে। 24 যা কেউ করেনি, সেইসব কাজ যদি আমি তাদের মধ্যে না করতাম, তবে তাদের পাপ হত না। কিন্তু তারা এখন এসব অলৌকিক ঘটনা নিজেদের চোখে দেখেছে। তবুও তারা আমাকে, ও আমার পিতাকে ঘৃণা করেছে। 25 কিন্তু তারা বিনা কারণে আমাকে ঘৃণা করেছে,’ তাদের বিধানশাস্ত্রে লিখিত এই বচন সফল করার জন্যই এসব ঘটেছে। 26 “যাঁকে আমি পিতার কাছ থেকে পাঠাব, সেই সহায় যখন আসবেন, পিতার কাছ থেকে নির্গত সেই সত্যের আত্মা তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। 27 আর তোমরাও আমার সাক্ষ্য হবে, কারণ প্রথম থেকেই তোমরা আমার সঙ্গে আছ।

16 “আমি তোমাদের এ সমস্ত কথা বললাম, যেন তোমরা বিপথে না যাও। 2 ওরা সমাজভবন থেকে তোমাদের বহিস্কার করবে; এমনকি সময় আসছে, যখন তোমাদের যারা হত্যা করবে তারা ভাববে যে তারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এক নৈবেদ্য উৎসর্গ করছে। 3 ওরা পিতাকে বা আমাকে জানে না বলেই, এই সমস্ত কাজ করবে। 4 একথা আমি তোমাদের এজন্য বললাম যে, সময় উপস্থিত হলে তোমরা মনে করতে পারো যে, আমি আগেই তোমাদের সতর্ক করেছিলাম। আমি প্রথমে তোমাদের একথা বলিনি, কারণ আমি এতদিন তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম। 5 “যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, এখন আমি তাঁরই কাছে যাচ্ছি, অথচ তোমরা কেউই আমাকে জিজ্ঞাসা করছ না, ‘আপনি কোথায় যাচ্ছেন?’ 6 এ সমস্ত কথা আমি বলেছি বলেই তোমাদের হৃদয় দুঃখে ভরে গেছে। 7 কিন্তু আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমাদের মঙ্গলের জন্যই আমি চলে যাচ্ছি। আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের কাছে আসবেন না। আমি গিয়ে তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। 8 তিনি এসে পাপ, ধার্মিকতা এবং বিচার সম্বন্ধে জগৎকে অভিযুক্ত করবেন: 9 পাপের সম্বন্ধে করবেন, কারণ মানুষ আমাকে বিশ্বাস করে না; 10 ধার্মিকতার সম্বন্ধে করবেন, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি এবং তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না; 11 আর বিচার সম্বন্ধে করবেন, কারণ এই জগতের অধিপতি এখন দোষী প্রমাণিত হয়েছে। 12 “তোমাদেরকে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, যা এখন তোমরা সহ্য করতে পারবে না। 13 কিন্তু যখন তিনি, সেই সত্যের আত্মা আসবেন, তিনি তোমাদের সমস্ত সত্যের পথে নিয়ে যাবেন। তিনি নিজে থেকে কিছুই বলবেন না, তিনি যা শুনবেন, তিনি শুধু তাই বলবেন। আর তিনি আগামী দিনের ঘটনার কথাও তোমাদের কাছে প্রকাশ করবেন। 14 তিনি আমাকেই মহিমাম্বিত করবেন, কারণ তিনি আমার কাছ থেকে যা গ্রহণ করবেন তা তিনি তোমাদের কাছে প্রকাশ করবেন। 15 যা কিছু পিতার অধিকারভুক্ত, তা আমারই। সেজন্যই আমি বলছি পবিত্র আত্মা আমার কাছ থেকে সেইসব গ্রহণ করে তোমাদের কাছে প্রকাশ করবেন। 16 “কিছুকাল পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না, কিন্তু তার অল্পকাল পরে তোমরা আমাকে আবার দেখতে পাবে, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি।” 17 তখন তাঁর কয়েকজন শিষ্য পরস্পর বলাবলি করলেন, “আর কিছুকাল পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু তার অল্পকাল পরে তোমরা আমাকে আবার দেখতে পাবে,” আবার বলছেন, ‘কারণ আমি পিতার কাছে

যাচ্ছি,' এসব কথার মাধ্যমে তিনি কী বলতে চাইছেন?" আপন ঘরের কোণে ফিরে যাবে। তোমরা আমাকে নিঃসঙ্গ 18 তাঁরা আরও বললেন, "অল্পকাল পরে' বলতে তিনি অবস্থায় পরিত্যাগ করবে। তবুও আমি নিঃসঙ্গ নই, কারণ কী বোঝাতে চেয়েছেন? আমরা তাঁর কথার মানে বুঝতে আমার পিতা আমার সঙ্গে আছেন। 33 "আমি তোমাদের পারছি না।" 19 যীশু বুঝতে পারলেন, তাঁরা এ সম্পর্কে এসব কথা জানালাম, যেন আমার মধ্যে তোমরা শান্তি তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান। তাই তিনি বললেন, লাভ করো। এই জগতে তোমরা সংকটের সম্মুখীন হবে, "আর কিছুকাল পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু সাহস করো! আমি এই জগৎকে জয় করেছি।"

কিন্তু তার অল্পকাল পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে,' 17 একথা বলে যীশু স্বর্গের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা আমার একথার অর্থ কি তোমরা পরস্পরের কাছে জানতে করলেন, "পিতা, সময় উপস্থিত হয়েছে, তোমার চাইছ? 20 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা যখন পুত্রকে মহিমাম্বিত করো, যেন তোমার পুত্র তোমাকে কাঁদবে ও শোক করবে, জগৎ তখন আনন্দ করবে। মহিমাম্বিত করতে পারেন। 2 কারণ সব মানুষের উপর তোমরা শোক করবে, কিন্তু তোমাদের শোক আনন্দে তুমি তাঁকে কর্তৃত্ব দান করেছ, যেন তুমি তাঁর হাতে রূপান্তরিত হবে। 21 সন্তানের জন্ম দেওয়ার সময় নারী যাদের অর্পণ করেছ, তিনি তাদের অনন্ত জীবন দিতে যাত্রণায় কাতর হয়ে ওঠে, কারণ তার সময় পূর্ণ হয়েছে। পারেন। (aiōnios g166) 3 আর এই হল অনন্ত জীবন যে, কিন্তু সন্তানের জন্ম হলে, আনন্দে সে তার যাত্রণা ভুলে যায়, তারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি কারণ জগতে একটি শিশুর জন্ম হয়েছে। 22 তোমাদের যাঁকে পাঠিয়েছ, সেই যীশু খ্রীষ্টকে জানতে পারে। (aiōnios ক্ষেত্রেও তাই। এখন তোমাদের শোকের সময়, কিন্তু আমি g166) 4 তোমার দেওয়া কাজ সম্পূর্ণ করে, আমি পৃথিবীতে তোমাদের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করব এবং তোমরা আনন্দ তোমাকে মহিমাম্বিত করেছি। 5 তাই এখন পিতা, জগৎ করবে। তোমাদের সেই আনন্দ কেউ কেড়ে নিতে পারবে সৃষ্টির আগে তোমার কাছে আমার যে মহিমা ছিল, তোমার না। 23 সেদিন তোমরা আমার কাছে আর কিছু চাইবে না। সান্নিধ্যে আমাকে সেই মহিমায় ভূষিত করো। 6 "এই আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার নামে, আমার পিতার জগতের মধ্য থেকে যাদের তুমি আমায় দিয়েছিলে, তাদের কাছে তোমরা যা কিছু প্রার্থনা করবে, তা তিনি তোমাদের কাছে আমি তোমাকে প্রকাশ করেছি। তারা তোমারই ছিল, তুমি তাদের আমাকে দিয়েছ। তারা তোমার বাক্য পালন তুমি তাদের আমাকে দিয়েছ। তারা তোমার বাক্য পালন করেছ। 7 এখন তারা জানে, যা কিছু তুমি আমাকে দিয়েছ, তা তোমারই দেওয়া। 8 আমাকে দেওয়া তোমার সব বাণী আমি তাদের দান করেছি। তারা তা গ্রহণ করেছে। তারা সত্যিই জানে যে, আমি তোমারই কাছ থেকে এসেছি, আর তারা বিশ্বাস করেছে যে, তুমি আমাকে পাঠিয়েছ। 9 তাদেরই জন্য আমি নিবেদন করছি। আমি জগতের জন্য নিবেদন করছি না, কিন্তু যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, তাদেরই জন্য করছি, কারণ তারা তোমারই। 10 আমার যা কিছু আছে সবই তোমার, আর তোমার সবকিছুই আমার। 11 আমি জগতে তাদেরই মধ্যে আমি মহিমাম্বিত হয়েছি। 12 তাদের সঙ্গে থাকার সময় যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ, সেই নামে আমি তাদের রক্ষা করে নিরাপদে রেখেছি। 13 "আমি তোমার কাছে যাচ্ছি। পবিত্র পিতা, যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ, তোমার সেই নামের শক্তিতে তাদের রক্ষা করো। আমার যেমন এক, তারাও যেন তেমনই এক হতে পারে। 12 তাদের সঙ্গে থাকার সময় যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ, সেই নামে আমি তাদের রক্ষা করে নিরাপদে রেখেছি। তাদের মধ্যে আর কেউই বিনষ্ট হয়নি কেবলমাত্র সেই বিনাশ-সন্তান ছাড়া, যেন শাস্ত্রবাক্য পূর্ণ হয়। 13 "আমি পড়েছে, যখন তোমরা ছিন্নভিন্ন হয়ে প্রত্যেকে আপন

এখন তোমার কাছে আসছি, কিন্তু জগতে থাকার সময়েই হতেন। 3 তাই যিহূদা সৈন্যদল, প্রধান যাজকদের ও আমি এ সমস্ত বিষয়ে বলছি, যেন আমার আনন্দ তাদের ফরিশীদের প্রেরিত কিছু কর্মচারীকে পথ দেখিয়ে সেই হৃদয়ে সম্পূর্ণ হয়। 14 তোমার বাণী তাদের কাছে আমি বাগানে প্রবেশ করল। তাদের সঙ্গে ছিল মশাল, লণ্ঠন এবং প্রকাশ করেছি, কিন্তু জগৎ তাদের ঘৃণা করেছে, কারণ অন্ধশব্দ। 4 তাঁর প্রতি যা কিছু ঘটতে চলেছে জানতে পেরে, তারা আর জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই। 15 আমি এই নিবেদন করছি না যে তুমি তাদের জগৎ থেকে কাকে খুঁজছ?" 5 তারা উত্তর দিল, "নাসরতের যীশুকে।" নিয়ে নাও কিন্তু সেই পাপাত্মা থেকে তাদের রক্ষা করো। 16 তারা জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই। 17 সত্যের দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করো, তোমার বাক্যই সত্য। 18 তুমি যেমন আমাকে জগতে পাঠিয়েছ, আমিও তিনি তাদের আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কাকে তেমনই তাদের জগতে পাঠাচ্ছি। 19 তাদেরই জন্য আমি চাও?" তারা বলল, "নাসরতের যীশুকে।" 8 যীশু উত্তর নিজেই পবিত্র করি, যেন তারাও সত্যের দ্বারা পবিত্র দিলেন, "আমি তো তোমাদের বললাম, আমিই তিনি। হতে পারে। 20 "শুধু তাদেরই জন্য আমি নিবেদন করছি যদি তোমরা আমারই সন্ধান করছ, তাহলে এদের যেতে না। তাদের বাক্য প্রচারের মাধ্যমে যারা আমাকে বিশ্বাস করবে, আমি তাদের জন্যও নিবেদন করছি, যেন তারাও তা পূর্ণ হয়, "যাদের তুমি আমাকে দান করেছ, তাদের সকলে এক হয়। 21 যেমন পিতা, তুমি আমার মধ্যে একজনকেও আমি হারাইনি।" 10 তখন শিমোন পিতর এবং আমি তোমার মধ্যে আছি, যেন তারাও আমাদের তার তরোয়াল বের করে মহাযাজকের দাসকে আঘাত মধ্যে এক হয়, যেন জগৎ বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে করলেন এবং তার ডানদিকের কান কেটে ফেললেন। সেই পাঠিয়েছ। 22 তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়েছিলে, তাদের দাসের নাম ছিল মন্ত। 11 যীশু পিতরকে আদেশ দিলেন, আমি তা দিয়েছি, যেন তারা এক হয়, যেমন আমরা "তোমার তরোয়াল কোষে রেখে দাও। পিতা আমাকে যে এক। 23 আমি তাদের মধ্যে এবং তুমি আমার মধ্যে পানপাত্র দিয়েছেন, আমি কি তা থেকে পান করব না?" 12 আছ। তারা যেন সম্পূর্ণ এক হয় এবং জগৎ যেন জানতে তখন সৈন্যদল, সেনাপতি এবং ইহুদি কর্মচারীরা যীশুকে পারে যে, তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ এবং তুমি যেমন গ্রেপ্তার করে বেঁধে ফেলল। 13 প্রথমে তারা তাঁকে হাননের আমাকে ভালোবেসেছ, তেমনই তাদেরও ভালোবেসেছ। কাছে নিয়ে এল। তিনি ছিলেন সেই বছরের মহাযাজক, 24 "পিতা, তুমি যাদের আমাকে দিয়েছ, আমি চাই, আমি কায়াফার শ্বশুর। 14 এই কায়াফাই ইহুদিদের পরামর্শ যেখানে থাকি, তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে দিয়েছিলেন যে, সমগ্র জাতির জন্য বরং একজনের মৃত্যুই এবং তারাও যেন সেই মহিমা দেখতে পায় যে মহিমা তুমি ভালো। 15 শিমোন পিতর এবং আর এক শিষ্য যীশুকে আমাকে দিয়েছ, কারণ জগৎ সৃষ্টির আগে থেকেই তুমি অনুসরণ করছিলেন। সেই শিষ্য মহাযাজকের পরিচিত আমাকে ভালোবেসেছ। 25 "ধর্মময় পিতা, জগৎ তোমাকে ছিলেন। তাই তিনি যীশুর সঙ্গে মহাযাজকের উঠানে প্রবেশ না জানলেও আমি তোমাকে জানি, আর তারা জানে যে, করলেন। 16 কিন্তু পিতরকে দরজার বাইরে অপেক্ষা তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ। 26 তোমাকে আমি তাদের করতে হল। মহাযাজকের পরিচিত অপর শিষ্যটি ফিরে কাছে প্রকাশ করেছি এবং তা প্রকাশ করতেই থাকব, যেন এলেন এবং সেখানে কর্তব্যরত দাসীকে বলে পিতরকে আমার প্রতি তোমার যে প্রেম, তা তাদের মধ্যে থাকে এবং ভিতরে নিয়ে গেলেন। 17 দ্বাররক্ষী সেই দাসী পিতরকে আমি স্বয়ং যেন তাদের মধ্যে থাকি।"

18 প্রার্থনা শেষ করে যীশু শিষ্যদের সঙ্গে সেই স্থান ত্যাগ করলেন এবং কিদ্রোণ উপত্যকা পার হয়ে গেলেন। অন্য পারে একটি বাগান ছিল। যীশু এবং তাঁর শিষ্যরা সেখানে প্রবেশ করলেন। 2 যিহূদা, যে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, সেই স্থানটি সম্বন্ধে জানত, কারণ যীশু প্রায়ই সেখানে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে মিলিত

হতেন। 3 তাই যিহূদা সৈন্যদল, প্রধান যাজকদের ও ফরিশীদের প্রেরিত কিছু কর্মচারীকে পথ দেখিয়ে সেই বাগানে প্রবেশ করল। তাদের সঙ্গে ছিল মশাল, লণ্ঠন এবং অন্ধশব্দ। 4 তাঁর প্রতি যা কিছু ঘটতে চলেছে জানতে পেরে, যীশু এগিয়ে এসে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কাকে খুঁজছ?" 5 তারা উত্তর দিল, "নাসরতের যীশুকে।" যীশু বললেন, "আমিই তিনি।" বিশ্বাসঘাতক যিহূদাও তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। 6 "আমিই তিনি," যীশুর এই কথা শুনে তারা পিছিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। 7 তিনি তাদের আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কাকে চাও?" তারা বলল, "নাসরতের যীশুকে।" 8 যীশু উত্তর দিলেন, "আমি তো তোমাদের বললাম, আমিই তিনি। যদি তোমরা আমারই সন্ধান করছ, তাহলে এদের যেতে দাও।" 9 এরকম ঘটল, যেন তিনি যে কথা বলেছিলেন, তা পূর্ণ হয়, "যাদের তুমি আমাকে দান করেছ, তাদের একজনকেও আমি হারাইনি।" 10 তখন শিমোন পিতর তার তরোয়াল বের করে মহাযাজকের দাসকে আঘাত করলেন এবং তার ডানদিকের কান কেটে ফেললেন। সেই দাসের নাম ছিল মন্ত। 11 যীশু পিতরকে আদেশ দিলেন, "তোমার তরোয়াল কোষে রেখে দাও। পিতা আমাকে যে পানপাত্র দিয়েছেন, আমি কি তা থেকে পান করব না?" 12 তখন সৈন্যদল, সেনাপতি এবং ইহুদি কর্মচারীরা যীশুকে গ্রেপ্তার করে বেঁধে ফেলল। 13 প্রথমে তারা তাঁকে হাননের কাছে নিয়ে এল। তিনি ছিলেন সেই বছরের মহাযাজক, কায়াফার শ্বশুর। 14 এই কায়াফাই ইহুদিদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, সমগ্র জাতির জন্য বরং একজনের মৃত্যুই ভালো। 15 শিমোন পিতর এবং আর এক শিষ্য যীশুকে অনুসরণ করছিলেন। সেই শিষ্য মহাযাজকের পরিচিত ছিলেন। তাই তিনি যীশুর সঙ্গে মহাযাজকের উঠানে প্রবেশ করলেন। 16 কিন্তু পিতরকে দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে হল। মহাযাজকের পরিচিত অপর শিষ্যটি ফিরে এলেন এবং সেখানে কর্তব্যরত দাসীকে বলে পিতরকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। 17 দ্বাররক্ষী সেই দাসী পিতরকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি তাঁর শিষ্যদেরই একজন নও?" তিনি উত্তর দিলেন, "না, আমি নই।" 18 তখন ছিল শীতকাল। নিজেদের উষ্ণ করার জন্য পরিচারক এবং কর্মচারীরা আগুন জ্বালিয়ে তার চারপাশে দাঁড়িয়েছিল। পিতরও তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছিলেন। 19 মহাযাজক ইতিমধ্যে যীশুকে তাঁর শিষ্যদের এবং তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। 20 যীশু উত্তর দিলেন, "জগতের সামনে আমি প্রকাশ্যে প্রচার করেছি।

ইহুদিরা সকলে যেখানে সমবেত হয়, সেই সমাজভবনে, রাজ্য এ জগতের নয়। তা যদি হত, ইহুদিদের দ্বারা আমার অথবা মন্দিরে, আমি সবসময়ই শিক্ষা দিয়েছি, গোপনে গ্রেগোরি আটকানোর জন্য আমার অনুচররা প্রাণপণ সংগ্রাম করত। কিন্তু আমার রাজ্য তো এখনকার নয়।” 37 পীলাত শিক্ষা যারা শুনেছে, তাদের জিজ্ঞাসা করো। আমি যা বলেছি, তারা নিশ্চয়ই তা জানে।” 22 যীশুর একথা শুনে দিলেন, “তুমি সংগত কথাই বলছ যে, আমি একজন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক কর্মচারী তাঁর মুখে চড় মারল। সে বলল, “মহাযাজকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কি এই রীতি?” 23 যীশু উত্তর দিলেন, “আমি যদি অন্যায় কিছু বলে থাকি, তাহলে সেই অন্যায়ের বিপক্ষে সাক্ষ্য দাও। কিন্তু যদি আমি সত্যিকথা বলে থাকি, তাহলে তুমি আমাকে কেন আঘাত করলে?” 24 হানন তখনই তাঁকে বাঁধন সমেত মহাযাজক কায়্যার কাছে পাঠালেন। 25 শিমোন পিতর যখন দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছিলেন, একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, “তুমি ও কি তাঁর শিষ্যদের একজন নও?” তিনি অস্বীকার করলেন, বললেন, “আমি নই।” 26 মহাযাজকের দাসদের মধ্যে একজন, পিতর যার কান কেটে দিয়েছিলেন, তার এক আত্মীয় দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, “আমি কি বাগানে তোমাকে তাঁর সঙ্গে দেখিনি?” 27 পিতর আবার সেকথা অস্বীকার করলেন, আর সেই মুহূর্তে একটি মোরগ ডাকতে শুরু করল। 28 পরে ইহুদি নেতারা যীশুকে কায়্যার কাছ থেকে নিয়ে রোমীয় প্রদেশপালের প্রাসাদে গেল। তখন ভোর হয়ে আসছিল। ইহুদি নেতারা নিজেদের কলুষিত করতে চায়নি। তারা যেন নিস্তারপর্বের ভোজ গ্রহণ করতে পারে, এজন্য তারা প্রাসাদে প্রবেশ করল না। 29 তাই পীলাত তাদের কাছে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, “এই মানুষটির বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগ কী?” 30 তারা উত্তর দিল, “সে অপরাধী না হলে, আমরা তাকে আপনার হাতে তুলে দিতাম না।” 31 পীলাত বললেন, “তোমরা নিজেরাই ওকে নিয়ে গিয়ে তোমাদের নিজস্ব বিধান অনুসারে ওর বিচার করো।” ইহুদিরা আপত্তি জানিয়ে বলল, “কিন্তু কাউকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার অধিকার আমাদের নেই।” 32 তাঁর কীভাবে মৃত্যু হবে, সে সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে যীশু যে কথা বলেছিলেন, তা সফল হয়ে ওঠার জন্যই এরকম ঘটল। 33 পীলাত তখন প্রাসাদের অভ্যন্তরে ফিরে গিয়ে যীশুকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমিই কি ইহুদিদের রাজা?” 34 উত্তরে যীশু বললেন, “এ কি তোমার নিজের ধারণা, না অন্যেরা আমার সম্পর্কে তোমাকে বলেছে?” 35 পীলাত উত্তর দিলেন, “আমি কি ইহুদি? তোমারই স্বজাতিয়েরা এবং প্রধান যাজকেরা তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছে। কী করেছ তুমি?” 36 যীশু বললেন, “আমার

19 পীলাত তখন যীশুকে নিয়ে গিয়ে চাবুক দিয়ে প্রহার করালেন। 2 সৈন্যরা একটি কাঁটার মুকুট তৈরি করে তাঁর মাথায় পরালো। তারা তাঁকে বেগুনি রংয়ের পোশাক পরিয়ে দিল। 3 বারবার তাঁর কাছে গিয়ে তারা বলতে লাগল, “ইহুদি-রাজ নমস্কার!” আর তাঁর মুখে তারা চড় মারতে লাগল। 4 পীলাত আর একবার বাইরে এসে ইহুদিদের বললেন, “দেখো, ওকে অভিযুক্ত করার মতো আমি কোনো অপরাধ খুঁজে পাইনি, একথা জানানোর জন্য ওকে আমি তোমাদের কাছে বের করে নিয়ে এসেছি।” 5 কাঁটার মুকুট এবং বেগুনি পোশাক পরে যীশু বেরিয়ে এলে পীলাত তাদের বললেন, “এই দেখো, সেই ব্যক্তি!” 6 প্রধান যাজকবৃন্দ ও তাদের কর্মচারীরা তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, “ওকে ক্রুশে দিন, ক্রুশে দিন!” পীলাত বললেন, “তোমরাই ওকে নিয়ে ক্রুশে দাও। যদি আমার কথা বলো, ওকে অভিযুক্ত করার মতো কোনো অপরাধ আমি পাইনি।” 7 ইহুদিরা জোর করতে লাগল, “আমাদের একটি বিধান আছে এবং সেই বিধান অনুসারে লোকটিকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে, কারণ সে নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবি করেছে।” 8 একথা শুনে পীলাত আরও বেশি ভীত হয়ে পড়লেন 9 এবং প্রাসাদের ভিতরে ফিরে গিয়ে তিনি যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কোথা থেকে এসেছ?” কিন্তু যীশু তাঁকে কোনও উত্তর দিলেন না। 10 পীলাত বললেন, “তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও

না? তুমি কি বুঝতে পারছ না, তোমাকে মুক্তি দেওয়ার “আমার পোশাক তারা তাদের মধ্যে ভাগ করে নিল, আর বা ক্রুশবিদ্ধ করার ক্ষমতা আমার আছে?” 11 যীশু উত্তর আমার আচ্ছাদনের জন্য গুটিকাপাতের দান ফেলল।”

দিলেন, “ঈশ্বর তোমাকে এ ক্ষমতা না দিলে আমার উপর সুতরাং, সৈন্যরা তাই করল। 25 যীশুর ক্রুশের কাছেই তোমার কোনো অধিকার থাকত না, তাই যে আমাকে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর মা, তাঁর মাসিমা, ক্লোপার স্ত্রী মরিয়ম তোমার হাতে সমর্পণ করেছে, তার অপরাধ আরও বেশি।” এবং মাদলাবাসী মরিয়ম। 26 যীশু সেখানে তাঁর মা এবং 12 সেই সময় থেকে পীলাত যীশুকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ইহুদিরা চিৎকার করে বলতে লাগল, “এই তাঁকে দেখে, তাঁর মাকে বললেন, “নারী, ওই দেখো, লোকটিকে মুক্তি দিলে আপনি কৈসরের বন্ধু নন। যে তোমার পুত্র!” 27 এবং সেই শিষ্যকে বললেন, “ওই দেখো, নিজেকে রাজা বলে দাবি করে, সে কৈসরের বিরুদ্ধাচরণ তোমার মা!” সেই সময় থেকে, সেই শিষ্য তাঁর মাকে করে।” 13 একথা শুনে পীলাত যীশুকে বাইরে নিয়ে এলেন তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। 28 এরপর, সবকিছুই সম্পূর্ণ এবং পাষণ-বেদি নামে পরিচিত এক স্থানে বিচারের হয়েছে জেনে, শাস্ত্রের বচন যেন পূর্ণ হয় সেইজন্য যীশু আসনে বসলেন (অরামীয় ভাষায় স্থানটির নাম, গব্বথা)। বললেন, “আমার পিপাসা পেয়েছে।” 29 সেখানে রাখা 14 সেদিন ছিল নিস্তারপর্বের প্রস্তুতির দিন। তখন প্রায় ছিল এক পাত্র অম্লরস। তারা সেই অম্লরসে এক টুকরো দুপুর। “এই দেখো, তোমাদের রাজা,” পীলাত ইহুদিদের স্পঞ্জ ভিজিয়ে, সেটিকে এসোব গাছের ডাঁটায় লাগিয়ে বললেন। 15 কিন্তু তারা চিৎকার করে উঠল, “ওকে দূর যীশুর মুখের কাছে তুলে ধরল। 30 সেই পানীয় গ্রহণ করে করুন, দূর করুন, ওকে ক্রুশে দিন!” পীলাত জিজ্ঞাসা যীশু বললেন, “সমাপ্ত হল।” এই কথা বলে তিনি তাঁর মাথা করলেন, “তোমাদের রাজাকে কি আমি ক্রুশে দেব?” প্রধান নত করে তাঁর আত্মা সমর্পণ করলেন। 31 সেদিন ছিল যাজকেরা উত্তর দিলেন, “কৈসর ছাড়া আমাদের আর প্রস্তুতির দিন এবং পরদিন ছিল বিশেষ এক বিশ্রামদিন। কোনও রাজা নেই।” 16 অবশেষে পীলাত যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ ইহুদিরা চায়নি যে বিশ্রামদিনের সময় ওই দেহগুলি ক্রুশের করার জন্য তাদের হাতে সমর্পণ করলেন। তখন সৈন্যরা উপর থাকে, তাই পা ভেঙে দিয়ে দেহগুলি ক্রুশের উপর যীশুর দায়িত্ব গ্রহণ করল। 17 যীশু নিজের ক্রুশ বহন করে থেকে নামাবার জন্য তারা পীলাতকে অনুরোধ করল। করোটি নামক স্থানে গেলেন (অরামীয় ভাষায় স্থানটির নাম 32 সৈন্যরা সেই কারণে এসে যীশুর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ প্রথম গলগথা)। 18 তারা সেখানে অন্য দুজনের সঙ্গে তাঁকে ব্যক্তির এবং তারপর অন্য ব্যক্তির পা ভেঙে দিল। 33 ক্রুশার্পিত করল। দুই পাশে দুজন এবং মাঝখানে যীশু। কিন্তু তারা যীশুর কাছে এসে দেখল, ইতিমধ্যে তাঁর মৃত্যু 19 একটি বিজ্ঞপ্তি লিখিয়ে পীলাত ক্রুশে ঝুলিয়ে দিলেন। হয়েছে, তাই তারা তাঁর পা ভাঙল না। 34 বরং, সৈন্যদের তাতে লেখা ছিল: নাসরতের যীশু, ইহুদিদের রাজা। 20 একজন বর্শা দিয়ে যীশুর বুকে বিদ্ধ করলে রক্ত ও জলের যীশুকে যেখানে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, সেই স্থানটি ছিল ধারা নেমে এল। 35 যে এ বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী, সেই নগরের কাছেই। অনেক ইহুদি এই বিজ্ঞপ্তিটি পড়ল। সাক্ষ্যদান করেছে এবং তার সাক্ষ্য সত্য। সে জানে যে, এটি লেখা হয়েছিল অরামীয়, লাতিন ও গ্রিক ভাষায়। সে সত্য কথা বলেছে এবং সে সাক্ষ্য দিচ্ছে যেন তোমরাও 21 ইহুদিদের প্রধান যাজকেরা পীলাতের কাছে প্রতিবাদ বিশ্বাস করতে পারো। 36 শাস্ত্রের বচন পূর্ণ হওয়ার জন্য জানাল, “‘ইহুদিদের রাজা,’ একথা লিখবেন না, বরং এই সমস্ত ঘটল, ‘তাঁর একটিও হাড় ভাঙা হবে না’ এবং লিখুন যে এই লোকটি নিজেকে ইহুদিদের রাজা বলে 37 শাস্ত্রের অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে, ‘তারা যাঁকে বিদ্ধ দাবি করেছিল।’” 22 পীলাত উত্তর দিলেন, “আমি যা করেছে, তাঁরই উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে তারা।” 38 লিখেছি, তা লিখেছি।” 23 সৈন্যরা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার পরে, আরিমাথিয়ার যোষেফ যীশুর দেহের জন্য পীলাতের কাছে নিবেদন জানালেন। যোষেফ ছিলেন যীশুর একজন শিষ্য, কিন্তু ইহুদি নেতাদের ভয়ে তাঁকে গোপনে অনুসরণ করে অংশ নিল। রইল শুধু অন্তর্বাসটি। সেই পোশাকে করতেন। পীলাতের অনুমতি নিয়ে, তিনি এসে যীশুর কোনো সেলাই ছিল না, উপর থেকে নিচ পর্যন্ত বোনা দেহ নিয়ে গেলেন। 39 তার সঙ্গে ছিলেন নীকদীম, যিনি একটি অখণ্ড কাপড়ে সেটি তৈরি করা হয়েছিল। 24 তারা রাত্রিবেলা যীশুর সঙ্গে পূর্বে সাক্ষ্য করতে গিয়েছিলেন। ভাগে পড়ে, তা নির্ধারণ করার জন্য গুটিকাপাত করি।” নীকদীম প্রায় চৌত্রিশ কিলোগ্রাম গন্ধরস মিশ্রিত অগুরু নিয়ে এলেন। 40 যীশুর দেহ নিয়ে তারা দুজনে সুগন্ধি

মশলা মাখিয়ে লিনেন কাপড়ের ফালি দিয়ে জড়ালেন। ইহুদিদের সমাধিদানের প্রথা অনুসারে তারা এ কাজ করলেন। 41 যীশু যেখানে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, সেখানে একটি বাগান ছিল। সেই বাগানে ছিল একটি নতুন সমাধি, কাউকে কখনও তার মধ্যে কবর দেওয়া হয়নি। 42 সেদিন ছিল ইহুদিদের প্রস্তুতির দিন এবং সমাধিটি কাছেই ছিল বলে তারা সেখানেই যীশুর দেহ গুইয়ে রাখলেন।

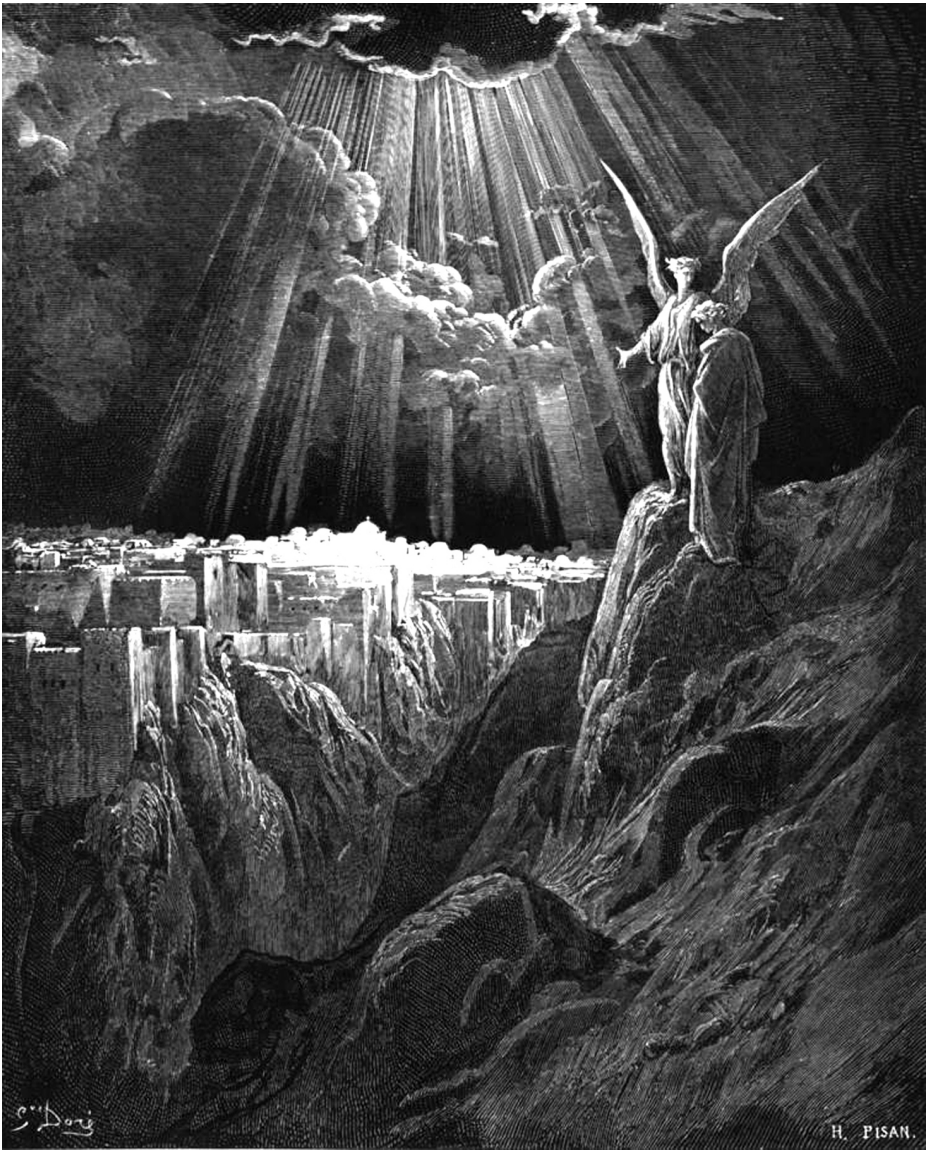
20 সপ্তাহের প্রথম দিন ভোরবেলায়, অন্ধকার থাকতে থাকতেই, মাগদালাবাসী মরিয়ম সমাধির কাছে গিয়ে দেখলেন যে, প্রবেশমুখ থেকে পাথরটিকে সরানো হয়েছে। 2 তাই তিনি শিমোন পিতর এবং সেই অন্য শিষ্য, যীশু যাঁকে প্রেম করতেন, তাঁদের কাছে দৌড়ে গিয়ে বললেন, “ওরা সমাধি থেকে প্রভুকে নিয়ে গেছে, ওরা তাঁকে কোথায় রেখেছে, আমরা জানি না!” 3 তাই পিতর এবং সেই অন্য শিষ্য সমাধিস্থলের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। 4 তাঁরা দুজনেই ছুটে যাচ্ছিলেন। কিন্তু অন্য শিষ্যটি পিতরকে অতিক্রম করে প্রথমে সমাধির কাছে পৌঁছালেন। 5 তিনি নত হয়ে ভিতরে পড়ে থাকা লিনেন কাপড়ের খণ্ডগুলি দেখতে পেলেন, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করলেন না। 6 তাঁর পিছনে পিছনে শিমোন পিতর উপস্থিত হয়ে সমাধির ভিতরে প্রবেশ করলেন। তিনি দেখলেন লিনেন কাপড়ের খণ্ডগুলি 7 এবং যীশুর মাথার চারপাশে যে সমাধিবস্ত্র জড়ানো ছিল, সেগুলি সেখানে পড়ে আছে। সমাধিবস্ত্রটি লিনেন কাপড় থেকে পৃথকভাবে গুটানো অবস্থায় রাখা ছিল। 8 অবশেষে, অপর যে শিষ্যটি প্রথমে সমাধিতে পৌঁছেছিলেন, তিনিও ভিতরে প্রবেশ করলেন। তিনি দেখলেন ও বিশ্বাস করলেন। 9 (তখনও তাঁরা শাস্ত্রের বাণী উপলব্ধি করতে পারেননি যে, যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হতে হবে।) 10 এরপর শিষ্যেরা তাঁদের ঘরে ফিরে গেলেন। 11 কিন্তু মরিয়ম সমাধির বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে সমাধির ভিতরে দেখার জন্য তিনি নিচু হলেন। 12 যীশুর দেহ যেখানে শোয়ানো ছিল, সেখানে তিনি সাদা পোশাক পরে দুজন স্বর্গদূতকে দেখতে পেলেন, একজন মাথার দিকে এবং অন্যজন পায়ের দিকে বসে আছেন। 13 তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “নারী, তুমি কাঁদছ কেন?” তিনি বললেন, “ওরা আমার প্রভুকে নিয়ে গেছে, তাঁকে কোথায় রেখেছে, আমি জানি না।” 14 এই বলে পিছনে ফিরতেই তিনি যীশুকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন, কিন্তু তিনি যে যীশু, মরিয়ম তা বুঝতে পারলেন না। 15 যীশু তাঁকে বললেন, “নারী, তুমি কাঁদছ কেন? কার সন্ধান

করছ?” তাঁকে বাগানের মালি মনে করে মরিয়ম বললেন, “মহাশয়, আপনি যদি তাঁকে নিয়ে গিয়ে থাকেন, আমাকে বলুন, কোথায় তাঁকে রেখেছেন, আমি তাঁকে নিয়ে যাব।” 16 যীশু তাঁকে বললেন, “মরিয়ম!” তাঁর দিকে ঘুরে তিনি চিংকার করে উঠলেন, “রব্বুনী!” (শব্দটি অরামীয়, যার অর্থ, “গুরুমহাশয়”)। 17 যীশু তাঁকে বললেন, “আমাকে ধরে রেখো না, কারণ আমি এখনও পিতার কাছে ফিরে যাইনি। বরং, আমার ভাইদের কাছে গিয়ে তাঁদের বলো, ‘যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, যিনি আমার ঈশ্বর এবং তোমাদের ঈশ্বর, আমি তাঁর কাছে ফিরে যাচ্ছি।’” 18 মাগদালাবাসী মরিয়ম শিষ্যদের কাছে গিয়ে এই সংবাদ দিলেন, “আমি প্রভুকে দেখেছি!” আর যে সমস্ত বিষয়ের কথা যীশু তাঁকে বলেছিলেন, তিনি তাঁদের সেসব কথা বললেন। 19 সপ্তাহের প্রথম দিন, সন্ধ্যা হলে, শিষ্যেরা ইহুদিদের ভয়ে দরজা বন্ধ করে একত্র হয়েছিলেন। সেই সময় যীশু তাঁদের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, “তোমাদের শান্তি হোক।” 20 একথা বলার পর তিনি তাঁর দু-হাত ও বুকের পাঁজর তাঁদের দেখালেন। প্রভুকে দেখে শিষ্যেরা আনন্দিত হয়ে উঠলেন। 21 যীশু আবার বললেন, “তোমাদের শান্তি হোক! পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, আমিও তেমন তোমাদের পাঠাচ্ছি।” 22 একথা বলে তিনি তাদের উপর ফুঁ দিয়ে বললেন, “পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করো। 23 তোমরা যাদের পাপ ক্ষমা করবে, তাদের ক্ষমা হবে, যাদের ক্ষমা করবে না, তাদের ক্ষমা হবে না।” 24 যীশু যখন এসেছিলেন, তখন বারোজন শিষ্যের অন্যতম, দিদুমঃ নামে আখ্যাত থোমা সেখানে ছিলেন না। 25 তাই অন্য শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, “আমরা প্রভুকে দেখেছি।” কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, “আমি যতক্ষণ না তাঁর হাতে পেরেকের চিহ্ন দেখছি এবং যেখানে পেরেকের চিহ্ন ছিল, সেখানে আঙুল রাখছি, আর তাঁর বুকের পাশে আমার হাত রাখছি, ততক্ষণ আমি বিশ্বাস করব না।” 26 এক সপ্তাহ পরে শিষ্যেরা আবার ঘরের মধ্যে ছিলেন। থোমা তাঁদের সঙ্গেই ছিলেন। দরজা বন্ধ করা থাকলেও যীশু এসে তাঁদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, “তোমাদের শান্তি হোক!” 27 তারপর তিনি থোমাকে বললেন, “এখানে তোমার আঙুল রাখো। আমার হাত দুটি দেখো। তোমার হাত বাড়িয়ে দাও, আমার বুকের পাশে রাখো। সন্দেহ কোরো না ও বিশ্বাস করো।” 28 থোমা তাঁকে বললেন, “প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার!” 29 যীশু তখন তাঁকে বললেন, “তুমি আমাকে দেখেছ বলে বিশ্বাস করেছ, কিন্তু ধন্য তারা, যারা আমাকে না দেখেও বিশ্বাস করেছে।” 30 যীশু

শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও অনেক চিহ্নকাজ করেছিলেন, সে সমস্ত এই বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি। 31 কিন্তু এ সমস্ত এজন্য লিখে রাখা হয়েছে, যেন তোমরা বিশ্বাস করো যে, যীশুই মশীহ, ঈশ্বরের পুত্র এবং বিশ্বাস করে তোমরা তাঁর নামে জীবন লাভ করো।

21 পরে, টাইবেরিয়াস সাগরের তীরে যীশু শিষ্যদের সামনে আবার আবির্ভূত হলেন। এভাবে তিনি নিজেকে প্রকাশ করছিলেন: 2 শিমোন পিতর, থোমা (দিদুমঃ নামে আখ্যাত), গালীলের কানা নগরের নথনেল, সিবদিয়ের দুই পুত্র এবং অন্য দুজন শিষ্য সমবেত হয়েছিলেন। 3 শিমোন পিতর তাঁদের বললেন, “আমি মাছ ধরতে যাচ্ছি।” তাঁরা বললেন, “আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।” তাই তাঁরা বের হয়ে নৌকায় উঠলেন, কিন্তু সেই রাতে তাঁরা কিছুই ধরতে পারলেন না। 4 ভোরবেলা যীশু তীরে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু শিষ্যেরা বুঝতে পারলেন না যে, তিনিই যীশু। 5 যীশু তাঁদের বললেন, “বৎসেরা, তোমাদের কাছে কি কোনো মাছ নেই?” তাঁরা উত্তর দিলেন, “না।” 6 তিনি বললেন, “নৌকার ডানদিকে তোমাদের জাল ফেলো, পাবে।” তাঁর নির্দেশমতো জাল ফেললে এত অসংখ্য মাছ ধরা পড়ল যে, তাঁরা জাল টেনে তুলতে পারলেন না। 7 তখন যীশুর সেই শিষ্য, যাকে তিনি প্রেম করতেন, তিনি পিতরকে বললেন, “উনি প্রভু!” যেই না শিমোন পিতর গুনলেন যে “উনি প্রভু,” তিনি তাঁর উপরের পোশাক শরীরে জড়িয়ে নিয়ে জলে ঝাঁপ দিলেন (কারণ তিনি তা খুলে রেখেছিলেন)। 8 অন্য শিষ্যেরা মাছ ভর্তি সেই জাল টানতে টানতে নৌকায় করে এলেন, কারণ তাঁরা তীর থেকে খুব একটি দূরে ছিলেন না, নব্বই মিটার মাত্র দূরে ছিলেন। 9 তীরে নেমে তাঁরা দেখলেন, কয়লার আগুন জ্বলছে এবং তাঁর উপরে মাছ ও কিছু রুটি রাখা আছে। 10 যীশু তাঁদের বললেন, “এইমাঝে যে মাছ তোমরা ধরেছ, তা থেকে কিছু নিয়ে এসো।” 11 শিমোন পিতর নৌকায় উঠে জালটিকে টেনে তীরে নিয়ে এলেন। সেটি একশো তিনগুণ বড়ো মাছে ভর্তি ছিল, কিন্তু অত মাছেও জাল ছিঁড়ল না। 12 যীশু তাঁদের বললেন, “এসো, খেয়ে নাও।” একজন শিষ্যও সাহস করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না, “আপনি কে,” কারণ তাঁরা জানতেন, তিনিই প্রভু। 13 যীশু এসে রুটি নিয়ে তাঁদের দিলেন, সেভাবে মাছও দিলেন। 14 মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের পর শিষ্যদের কাছে যীশুর এই ছিল তৃতীয় আবির্ভাব। 15 খাবার শেষে যীশু শিমোন

পিতরকে বললেন, “যোহনের পুত্র শিমোন, তুমি কি আমাকে এদের চেয়েও বেশি প্রেম করো?” তিনি বললেন, “হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন, আমি আপনাকে ভালোবাসি।” যীশু তাঁকে বললেন, “আমার মেঘশাবকদের চরাও।” 16 যীশু দ্বিতীয়বার তাঁকে বললেন, “যোহনের পুত্র শিমোন, তুমি কি আমাকে প্রেম করো?” তিনি তাঁকে বললেন, “হ্যাঁ, প্রভু। আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালোবাসি।” যীশু তাঁকে বললেন, “আমার মেঘদের যত্ন করো।” 17 তৃতীয়বার তিনি তাঁকে বললেন, “যোহনের পুত্র শিমোন, তুমি কি আমাকে প্রেম করো?” পিতর দুঃখিত হলেন, কারণ তৃতীয়বার যীশু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি আমাকে প্রেম করো?” তখন তিনি তাঁকে বললেন, “প্রভু, আপনি সবই জানেন। আপনি জানেন, আমি আপনাকে ভালোবাসি।” যীশু বললেন, “আমার মেঘদের চরাও।” 18 আমি তোমাকে সত্যি বলছি, যখন তুমি যুবক ছিলে তখন নিজেই নিজের পোশাক পরতে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে, কিন্তু বৃদ্ধ হলে তুমি তোমার হাত দুটিকে বাড়িয়ে দেবে, আর অন্য কেউ তোমাকে পোশাক পরিয়ে দেবে এবং যেখানে যেতে চাও না, সেখানে তোমাকে নিয়ে যাবে।” 19 একথার দ্বারা যীশু ইঙ্গিত দিলেন পিতর কীভাবে মৃত্যুবরণ করে ঈশ্বরের গৌরব করবেন। এরপর তিনি তাঁকে বললেন, “আমাকে অনুসরণ করো।” 20 পিতর ফিরে দেখলেন, যে শিষ্যকে যীশু প্রেম করতেন, তিনি তাঁদের অনুসরণ করছেন (ইনিই সেই শিষ্য, যিনি সাক্ষ্যভোজের সময় যীশুর বুকের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “প্রভু, কে আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে?”) 21 পিতর তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, “প্রভু, ওর কী হবে?” 22 যীশু উত্তর দিলেন, “আমি যদি চাই যে আমার ফিরে আসা পর্যন্ত সে জীবিত থাকবে, তাতে তোমার কী? তুমি শুধু আমাকে অনুসরণ করো।” 23 এই কারণে শিষ্যদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে সেই শিষ্যের মৃত্যু হবে না, যদিও যীশু বলেননি যে তাঁর মৃত্যু হবে না। তিনি শুধু বলেছিলেন, “আমি যদি চাই যে আমার ফিরে আসা পর্যন্ত সে জীবিত থাকবে, তাতে তোমার কী?” 24 সেই শিষ্যই এই সমস্ত বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং তিনিই এ সমস্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা জানি যে, তাঁর সাক্ষ্য সত্যি। 25 যীশু আরও অনেক কাজ করেছিলেন। সেগুলির প্রত্যেকটি যদি এক এক করে লেখা হত, আমার মনে হয়, এত বই লেখা হত যে, সমগ্র বিশ্বেও সেগুলির জন্য স্থান যথেষ্ট হত না।



আর আমি দেখলাম, পবিত্র নগরী, সেই নতুন জেরুশালেম, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বরের কাছ থেকে নেমে আসছে। সে তার বরের জন্য সুন্দর কনের বেশে সজ্জিত হয়েছিল। আর আমি সেই সিংহাসন থেকে এক উচ্চ রব শুনতে পেলাম, তা বলছিল, “দেখো, এখন মানুষের মাঝে ঈশ্বরের আবাস, তিনি তাদের সঙ্গে বসবাস করবেন। তারা তাঁর প্রজা হবে এবং ঈশ্বর স্বয়ং তাদের সঙ্গে থাকবেন ও তাদের ঈশ্বর হবেন।

প্রকাশিত বাক্য 21:2-3

প্রকাশিত বাক্য

19 এরপরে আমি স্বর্গে এক বিপুল জনসমষ্টির

গর্জনের মতো শব্দ শুনতে পেলাম। তারা বলছিল: “হাল্লেলুইয়া! পরিত্রাণ ও মহিমা ও পরাক্রম আমাদের ঈশ্বরেরই, 2 কারণ তাঁর বিচারাদেশ সব যথার্থ ও ন্যায্যসংগত। যে মহাবেশ্যা অবৈধ সহবাসের দ্বারা পৃথিবীকে কলুষিত করেছিল, তিনি তার বিচার করেছেন। তিনি তাঁর দাসদের রক্তের প্রতিশোধ তার কাছ থেকে নিয়েছেন।”

3 তারা আবার চিৎকার করে উঠল: “হাল্লেলুইয়া! তার ধোঁয়া যুগে যুগে চিরকাল উপরে উঠে যাবে।” (aiōn g165) 4

সেই চরিত্রজন প্রাচীন ও চারজন জীবন্ত প্রাণী নত হয়ে প্রণাম করে সিংহাসনে উপবিষ্ট ঈশ্বরের উপাসনা করলেন। তাঁরা উচ্চকণ্ঠে বললেন, “আমেন, হাল্লেলুইয়া!” 5 তখন সিংহাসন থেকে এক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, “ঈশ্বরের দাসেরা, তোমরা যারা ঈশ্বরকে ভয় করো, সামান্য কি মহান তোমরা সকলে আমাদের ঈশ্বরের স্তবগান করো।” 6 তারপর আমি এক বিপুল জনসমষ্টির রব, প্রবহমান মহা জলস্রোত ও প্রবল বজ্রপাতের মতো ধ্বনি শুনতে পেলাম। সেই ধ্বনিতে ঘোষণা করা হচ্ছিল: “হাল্লেলুইয়া! কারণ আমাদের সর্বশক্তিমান, প্রভু ঈশ্বর, রাজত্ব করছেন। 7 এসো আমরা উল্লসিত হই, আনন্দ করি এবং তাঁকে মহিমা প্রদান করি! কারণ মেঘশাবকের বিবাহ-লগ্ন উপস্থিত এবং তাঁর কনে নিজেকে প্রস্তুত করেছে। 8 উজ্জ্বল ও পরিষ্কার, মিহি মসিনার পোশাক সজ্জিত হতে তাকে দেওয়া হয়েছিল।” (মিহি মসিনার পোশাক পবিত্রগণের ধর্মাচরণের প্রতীক।)

9 তখন সেই স্বর্গদূত আমাকে বললেন, “তুমি লেখো, ‘ধন্য তারা, যারা মেঘশাবকের বিবাহভোজে আমন্ত্রিত।’” তিনি আরও যোগ করলেন, “এগুলি প্রকৃতই ঈশ্বরের বাক্য।” 10 একথা শুনে উপাসনা করার জন্য আমি তাঁর পায়ে পড়লাম। কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, “তুমি এরকম কোরো না! আমি তোমার ও তোমার ভাইবোন যারা যীশুর সাক্ষ্য ধারণ করে, তাদের সহদাস; কেবলমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করো! কারণ যীশুর সাক্ষ্যই হল ভাববাণীর অনুপ্রেরণা।” 11 আমি দেখলাম, স্বর্গ খুলে গেল এবং সেখানে আমার সামনে ছিল একটি সাদা ঘোড়া। এর আরোহী বিশুদ্ধ ও সত্যময় নামে আখ্যাত। ন্যায্যপরায়ণতার সঙ্গে তিনি বিচার ও যুদ্ধ করেন। 12 তাঁর দুই চোখ জ্বলন্ত আগুনের শিখার মতো এবং তাঁর মাথায় আছে অনেক মুকুট। তাঁর উপরে একটি নাম লেখা আছে, যা স্বয়ং তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। 13 তিনি রক্তে ডুবানো পোশাক পরে আছেন ও তাঁর

নাম ঈশ্বরের বাক্য। 14 স্বর্গের সৈন্যরা তাঁকে অনুসরণ করল যিনি সাদা ও পরিষ্কার মিহি মসিনার পোশাক পরে সাদা ঘোড়ায় চড়ে ছিলেন। 15 তাঁর মুখ থেকে নির্গত হচ্ছিল এক ধারালো তরোয়াল, যা দিয়ে তিনি সব জাতিকে ধরাশায়ী করেন। “তিনি লোহার রাজদণ্ড নিয়ে তাদের শাসন করবেন।” তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধের পেষণকুণ্ডের দ্রাক্ষা দলন করেন। 16 তাঁর পোশাকে ও তাঁর উরুতে তাঁর এই নাম লেখা আছে: রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু। 17 আর আমি দেখলাম, একজন স্বর্গদূত সূর্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি মধ্যাকাশে উদ্ভূত সব পাখিকে উচ্চকণ্ঠে ডেকে বললেন, “তোমরা এসো, ঈশ্বরের মহাভোজে সকলে একত্র হও, 18 যেন তোমরা রাজাদের মাংস, সৈন্যাদ্যক্ষদের মাংস, শক্তিশালী লোকদের মাংস, ঘোড়া ও তাদের আরোহীর মাংস, স্বাধীন বা ক্রীতদাস, সামান্য বা মহান—সকলের মাংস খেতে পারো।” 19 তারপর আমি দেখলাম, ওই সাদা ঘোড়ার আরোহী ও তাঁর সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেই পশু ও পৃথিবীর রাজারা ও তাদের সৈন্যবাহিনী একত্রিত হল। 20 কিন্তু সেই পশু বন্দি হল ও তার সঙ্গে যে ভণ্ড ভাববাদী তার হয়ে অলৌকিক সব চিহ্নকাজ করেছিল, সেও ধরা পড়ল। যারা সেই পশুর ছাপ ধারণ ও তার মূর্তির পূজা করেছিল, সে এসব চিহ্নকাজের দ্বারা তাদের বিভ্রান্ত করেছিল। সেই দুজনকে জীবন্ত অবস্থায় জ্বলন্ত গন্ধকের আগুনের হ্রদে নিক্ষেপ করা হল। (Limnē Pyr g3041 g4442) 21 অবশিষ্ট সকলে সেই সাদা ঘোড়ার আরোহীর মুখ থেকে নির্গত তরোয়ালের দ্বারা নিহত হল এবং সব পাখি তাদের মাংস খেয়ে তৃপ্ত হল।

20 তারপর আমি স্বর্গ থেকে এক দূতকে নেমে আসতে দেখলাম। তাঁর হাতে ছিল সেই অতল-গহুরের চাবি ও একটি বড়ো শিকল। (Abyssos g12) 2 তিনি সেই দানবকে বন্দি করলেন। এ সেই পুরোনো সাপ, যে হল দিয়াবল বা শয়তান। তিনি তাকে এক হাজার বছর বন্দি করে রাখলেন। 3 তিনি তাকে সেই অতল-গহুরে নিক্ষেপ করে তার উপরে তালাবদ্ধ করে সিলমোহরাক্ষিত করলেন, যেন যতদিন পর্যন্ত সেই হাজার বছর শেষ না হয়, ততদিন সে সব জাতিকে প্রতারিত করতে না পারে। তারপরে তাকে অবশ্যই অল্প সময়ের জন্য মুক্তি দেওয়া হবে। (Abyssos g12) 4 পরে আমি কতগুলি সিংহাসন দেখলাম। সেগুলির উপরে যারা উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁদের বিচার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। আর আমি তাদেরও আত্মা দেখলাম,

যীশুর সপক্ষে তাদের দেওয়া সাক্ষ্য ও ঈশ্বরের বাক্যের কারণে যাদের মাথা কেটে হত্যা করা হয়েছিল। তারা সেই পশু বা তার মূর্তির পূজা করেনি। তারা তার ছাপও তাদের কপালে কিংবা তাদের হাতে ধারণ করেনি। তারা পুনর্জীবন লাভ করে এক হাজার বছর খ্রীষ্টের সঙ্গে রাজত্ব করল। 5 (সেই হাজার বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট মৃতেরা জীবন লাভ করল না।) এই হল প্রথম পুনরুত্থান। 6 ধন্য ও পবিত্র তাঁরা, যারা প্রথম পুনরুত্থানের অংশীদার হন। তাঁদের উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোনও ক্ষমতা নেই, কিন্তু তাঁরা ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের যাজক হবেন এবং তাঁর সঙ্গে এক হাজার বছর রাজত্ব করবেন। 7 সেই হাজার বছর শেষ হলে পর শয়তানকে তার কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। 8 তখন সে গোণ্ড ও মাগোণ্ড নামে অভিহিত পৃথিবীর চতুর্দিকে অবস্থিত জাতিদের গিয়ে প্রতারিত করে যুদ্ধ করার জন্য তাদের সমবেত করবে। সংখ্যায় তারা সমুদ্রতীরের বালির মতো। 9 তারা পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল বরাবর যুদ্ধযাত্রা করে ঈশ্বরের প্রজাদের শিবির ও তাঁর প্রিয় নগরটি ঘিরে ধরল। কিন্তু স্বর্গ থেকে আগুন নেমে এসে তাদের গ্রাস করল। 10 আর তাদের প্রতারণাকারী দিয়াবলকে জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে নিক্ষেপ করা হল, যেখানে সেই পশু ও ভণ্ড ভাববাদীকেও নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তারা যুগে যুগে চিরকাল, দিনরাত যন্ত্রণাভোগ করবে। (aiōn g165, Limnē Pyr g3041 g4442) 11 এরপরে আমি এক বিশাল সাদা রংয়ের সিংহাসন ও তার উপরে যিনি বসে আছেন, তাঁকে দেখতে পেলাম। তাঁর উপস্থিতি থেকে পৃথিবী ও আকাশ পালিয়ে গেল। তাদের জন্য আর কোনো স্থান পাওয়া গেল না। 12 আর আমি দেখলাম, সামান্য ও মহান সকল মৃত ব্যক্তির সেই সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আর কতগুলি পুস্তক খোলা হল। অন্য একটি পুস্তক, অর্থাৎ জীবনপুস্তকও খোলা হল। পুস্তকগুলিতে লিখিত মৃত ব্যক্তিদের কার্যকলাপ অনুসারে তাদের বিচার করা হল। 13 সমুদ্র তার মধ্যস্থিত মৃতদের সমর্পণ করল এবং পরলোক ও পাতালও তাদের মধ্যে অবস্থিত মৃতদের সমর্পণ করল। আর তাদের প্রত্যেকের কাজ অনুযায়ী তাদের বিচার করা হল। (Hadēs g86) 14 তারপর পরলোক ও পাতালকেও আগুনের হ্রদে নিক্ষেপ করা হল। সেই আগুনের হ্রদ হল দ্বিতীয় মৃত্যু। (Hadēs g86, Limnē Pyr g3041 g4442) 15 আর যার নাম সেই জীবনপুস্তকে লিখিত পাওয়া গেল না, তাকেই আগুনের হ্রদে নিক্ষেপ করা হল। (Limnē Pyr g3041 g4442)

21 তারপর আমি এক নতুন আকাশ ও এক নতুন পৃথিবী দেখলাম, কারণ প্রথম আকাশ ও প্রথম পৃথিবী লুপ্ত হয়েছিল এবং কোনো সমুদ্র আর ছিল না। 2 আর আমি দেখলাম, পবিত্র নগরী, সেই নতুন জেরুশালেম, স্বর্গ থেকে ঈশ্বরের কাছ থেকে নেমে আসছে। সে তার বরের জন্য সুন্দর কনের বেশে সজ্জিত হয়েছিল। 3 আর আমি সেই সিংহাসন থেকে এক উচ্চ রব শুনতে পেলাম, তা বলছিল, “দেখো, এখন মানুষের মাঝে ঈশ্বরের আবাস, তিনি তাদের সঙ্গে বসবাস করবেন। তারা তাঁর প্রজা হবে এবং ঈশ্বর স্বয়ং তাদের সঙ্গে থাকবেন ও তাদের ঈশ্বর হবেন। 4 তিনি তাদের সমস্ত চোখের জল মুছে দেবেন। আর কোনো শোক বা মৃত্যু বা কান্না বা ব্যথাবেদনা হবে না, কারণ পুরোনো সমস্ত বিষয় গত হয়েছে।” 5 যিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি বললেন, “আমি সবকিছুই নতুন করছি!” তারপর তিনি বললেন, “লিখে নাও, কারণ এসব বাক্য বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য।” 6 তিনি আমাকে বললেন: “সম্পন্ন হল। আমিই আলফা ও ওমেগা, আদি ও অন্ত। যে তৃষ্ণার্ত, তাকে আমি জীবন-জলের উৎস থেকে বিনামূল্যে পান করতে দেব। 7 যে জরী হয়, সে এসবের অধিকারী হবে, আর আমি তার ঈশ্বর হব ও সে আমার পুত্র বা কন্যা হবে। 8 কিন্তু যারা কাপুরুষ, অবিশ্বাসী, ঘৃণ্য স্বভাববিশিষ্ট, খুনি, অবৈধ যৌনাচারী, যারা তন্ত্রমন্ত্র-মায়াবিদ্যা অভ্যাস করে, যারা প্রতিমাপূজা করে এবং যত মিথ্যাবাদী, তাদের স্থান হবে জ্বলন্ত গন্ধকের আগুনের হ্রদে। এই হল দ্বিতীয় মৃত্যু।” (Limnē Pyr g3041 g4442) 9 যে সাতজন স্বর্গদূতের কাছে সাতটি শেষ আঘাতে পূর্ণ সাতটি বাটি ছিল, তাদের মধ্যে একজন এসে আমাকে বললেন, “এসো, আমি তোমাকে সেই কনে দেখাই যিনি মেসশাবকের স্ত্রী।” 10 আর তিনি আমাকে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করে এক বিশাল ও উঁচু মহাপর্বতে নিয়ে গেলেন ও সেই পবিত্র নগরী জেরুশালেমকে দেখালেন, যা স্বর্গ থেকে, ঈশ্বরের কাছ থেকে নেমে আসছিল। 11 তা ছিল ঈশ্বরের মহিমায় ভাস্বর, আর তার ওজ্জ্বল্য ছিল বহুমূল্য মণির, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, সূর্যকান্ত মণির মতো। 12 তার চারিদিকে ছিল বিশাল, উঁচু প্রাচীর এবং তার বারোটি দরজা। বারোজন স্বর্গদূত ওই দরজাগুলিতে পাহারা দিচ্ছিলেন। দরজাগুলির উপরে লেখা ছিল ইস্রায়েলের বারো গোষ্ঠীর নাম। 13 তিনটি দরজা ছিল পূর্বদিকে, তিনটি উত্তর দিকে, তিনটি দক্ষিণ দিকে ও তিনটি পশ্চিমদিকে। 14 নগরের প্রাচীরের ছিল বারোটি ভিত, আর সেগুলির উপরে লেখা ছিল মেসশাবকের বারোজন প্রেরিতশিষ্যের নাম।

15 যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁর হাতে ওই নগর, তার দরজাগুলি ও তার প্রাচীরগুলি পরিমাপ করার জন্য ছিল সোনার এক মাপকাঠি। 16 নগরটির আকৃতি ছিল বর্গাকার, তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সমান। তিনি ওই মাপকাঠি দিয়ে নগরটি পরিমাপ করলেন এবং তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা একই হল, অর্থাৎ 2,220 কিলোমিটার। 17 তিনি মানুষের মাপকাঠি অনুসারে সেই প্রাচীর পরিমাপ করলেন এবং যার উচ্চতা 65 মিটার হল। 18 সেই প্রাচীর, সূর্যকান্তমণি দ্বারা ও নগর বিশুদ্ধ কাচের মতো নির্মল সোনায়ে নির্মিত। 19 নগর-প্রাচীরের ভিত সব ধরনের মণিমণিক্যে সুশোভিত। প্রথম ভিত সূর্যকান্ত মণির, দ্বিতীয় নীলকান্তের, তৃতীয় তাম্রমণির, চতুর্থ মরকতের, 20 পঞ্চম বৈদুর্যের, ষষ্ঠ সাদা মণির, সপ্তম হেমকান্তমণির, অষ্টম গোমেদের, নবম পদ্মরাগমণির, দশম লণ্ডনিয়ের, একাদশ পেরোজের ও বারো জামিরা মণির। 21 আর বারোটি দরজা ছিল বারোটি মুক্তার, প্রত্যেকটি দরজা এক-একটি মুক্তায় নির্মিত। নগরের রাজপথ ছিল স্বচ্ছ কাচের মতো বিশুদ্ধ সোনার। 22 আমি নগরের মধ্যে কোনো মন্দির দেখলাম না, কারণ সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর ও মেঘশাবকই তার মন্দির। 23 নগরটি আলোকিত করার জন্য সূর্যের বা চাঁদের কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ ঈশ্বরের মহিমা সেখানে আলো প্রদান করে এবং মেঘশাবকই তার প্রদীপ 24 সব জাতি তার আলোয় চলাফেরা করবে এবং পৃথিবীর রাজারা এর মধ্যে তাদের প্রতাপ নিয়ে আসবে। 25 ওই নগরের দরজাগুলি কোনোদিন বা কখনও বন্ধ হবে না, কারণ সেখানে কোনো রাত্রিই হবে না। 26 সব জাতির প্রতাপ ও সম্মান এর মধ্যে নিয়ে আসা হবে। 27 কোনও অশুচি কিছু কিংবা লজ্জাজনক মূর্তিপূজক বা প্রতারণাকারী, কেউই এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না; কেবলমাত্র যাদের নাম মেঘশাবকের জীবনপুস্তকে লেখা আছে, তারাই প্রবেশ করবে।

22 তারপর সেই স্বর্গদূত আমাকে জীবন-জলের নদী দেখালেন। তার জল স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ এবং তা ঈশ্বরের ও মেঘশাবকের সিংহাসন থেকে নির্গত হয়ে 2 নগরের রাজপথের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে। নদীর দুই পাশে ছিল জীবনদায়ী গাছ, যা বারো মাসে বারো রকমের ফল উৎপন্ন করে। আর সেই গাছের পাতা সব জাতির আরোগ্যলাভের জন্য। 3 সেখানে আর কোনও অভিশাপ থাকবে না। সেই নগরের মধ্যে থাকবে ঈশ্বরের ও মেঘশাবকের সিংহাসন, আর তাঁর দাসেরা তাঁর উপাসনা

করবে। 4 তারা তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করবে এবং তাঁর শ্রীনাম তাদের কপালে লেখা থাকবে। 5 সেখানে আর রাত্রি হবে না। তাদের প্রদীপের আলো বা সূর্যের আলোর প্রয়োজন হবে না, কারণ প্রভু ঈশ্বরই তাদের আলো প্রদান করবেন। আর তারা যুগে যুগে চিরকাল রাজত্ব করবে। (aiōn g165) 6 সেই স্বর্গদূত আমাকে বললেন, “এই সমস্ত বাক্য বিশ্বাসযোগ্য ও সত্যি; যা অবশ্যই অচিরে ঘটতে চলেছে। আর এইসব তাঁর দাসদের দেখানোর জন্য প্রভু, ভাববাদীদের আত্মসমূহের ঈশ্বর, নিজেই দূতকে প্রেরণ করেছেন।” 7 “দেখো, আমি শীঘ্রই আসছি! ধন্য সেই জন, যে এই পুঁথিতে লেখা ভাববাণীর বাক্য পালন করে।” 8 আমি যোহন, এসব বিষয় শুনলাম ও দেখলাম। আর যখন আমি সেগুলি শুনলাম ও দেখলাম, তখন যে স্বর্গদূত সেসব আমাকে দেখাচ্ছিলেন, আমি তাঁর উপাসনা করার জন্য তাঁর পায়ে পড়ে তাঁকে উপাসনা করলাম। 9 কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, “তুমি এরকম কোরো না। আমি তোমার ভাববাদী ভাইদের ও যারা এই পুঁথিতে লিখিত সব বাক্য পালন করে, তাদের সহদাস। কেবলমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করো!” 10 এরপর তিনি আমাকে বললেন, “এই পুঁথিতে লিখিত ভাববাণীর বাক্য মোহরাক্ষিত কোরো না, কারণ সময় সন্নিকট। 11 যে অন্যায় করে, সে এর পরেও অন্যায় করুক; যে কলুষিত, সে এর পরেও কলুষতার আচরণ করুক; যে ন্যায়সংগত আচরণ করে, সে এর পরেও ন্যায়সংগত আচরণ করুক; আর যে পবিত্র, সে এর পরেও পবিত্র থাকুক।” 12 “দেখো, আমি শীঘ্রই আসছি! আমার দেয় পুরস্কার আমার সঙ্গে আছে, আর আমি সকলের কৃতকর্ম অনুযায়ী তাদের পুরস্কার দেব। 13 আমিই আলফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ, আদি ও অন্ত। 14 “ধন্য তারা, যারা নিজেদের পোশাক পরিস্কার করে, যেন তারা জীবনদায়ী গাছের অধিকার লাভ করে ও নগরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে। 15 বাইরে রয়েছে কুকুরেরা, আর যারা তন্ত্রমন্ত্র-মায়াবিদ্যা অভ্যাস করে, যারা অবৈধ যৌনাচারী, যারা খুনি, যারা প্রতিমাপূজা করে, আর যারা মিথ্যা কথা বলতে ভালোবাসে ও তা অনুশীলন করে। 16 “আমি যীশু, মণ্ডলীগুলির কাছে এই সাক্ষ্য দিতে আমি আমার দূতকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি। আমিই দাউদের মূল ও বংশধর, উজ্জ্বল প্রভাতী-তারা!” 17 পবিত্র আত্মা ও কন্যা বলছেন, “এসো!” যে শোনে, সেও বলুক, “এসো!” যে তৃষার্ত, সে আসুক; আর যে চায়, সে বিনামূল্যের উপহার, জীবন-জল গ্রহণ করুক। 18 যারা এই পুঁথির ভাববাণীর বাক্যগুলি শোনে, আমি তাদের

প্রত্যেককে সতর্ক করে বলছি: যদি কেউ এর সঙ্গে আরও কিছু যোগ করে, ঈশ্বর সেই ব্যক্তির প্রতি এই পুঁথিতে লেখা আঘাতগুলিও যোগ করবেন। 19 আবার কেউ যদি ভাববাণীর এই পুঁথি থেকে কোনও বাক্য সরিয়ে দেয়, তাহলে ঈশ্বর এই পুঁথিতে লিখিত জীবনদায়ী গাছ থেকে ও সেই পবিত্র নগর থেকে তার অধিকারও সরিয়ে দেবেন। 20 যিনি এসব বিষয়ের সাক্ষ্য দেন, তিনি বলছেন, “হ্যাঁ, আমি শীঘ্রই আসছি।” আমেন। প্রভু যীশু, এসো। 21 প্রভু যীশুর অনুগ্রহ ঈশ্বরের সকল পবিত্রজনের সঙ্গে থাকুক। আমেন।

66 আয়াত

বাংলা at AionianBible.org

The Bible is a library of 66 books in the Protestant Canon written by 40 different men over a span of 1,500 years from 1435 BC to 65 AD with one consistent message. From the first page through the last, Jesus. Genesis promised our deliverer is coming, Jesus. Moses said our better prophet is coming, Jesus. Isaiah prophesied our Messiah will be a suffering servant, Jesus. John announced our Anointed One is here, Jesus. Jesus himself testified he is our Lord God, Yahweh. The gospels agree our conqueror of death has risen, Jesus. The Apostles witnessed our victor ascend to his throne in Heaven, Jesus. And Revelation promises Jesus' return for our final judgment. Are you ready? Read the Bible cover to cover at AionianBible.org and answer these questions. How did I get here? Why am I here? How do I determine right or wrong? How can I escape condemnation? What is my destiny? Begin with the primer verses below.

আদিপুস্তক ১:১ পরে ঈশ্বর নোহকে ও তাঁর সাথে থাকা তাঁর ছেলেদের বললেন, **১:১** “আমার নিয়মটি আমি এখন তোমাদের সঙ্গে ও তোমাদের ভাবী বংশধরদের সঙ্গে **১:১০** এবং তোমাদের সাথে থাকা সব জীবিত প্রাণীর—পাখিদের, গৃহপালিত পশুদের ও সব বন্যপশুর, যারা তোমাদের সাথে জাহাজের বাইরে বের হয়ে এসেছিল—পৃথিবীর সব জীবিত প্রাণীর সঙ্গে স্থাপন করছি। **১:১১** আমি তোমাদের সঙ্গে আমার নিয়ম স্থাপন করছি: আর কখনও সব প্রাণী বন্যার জলে উচ্ছিন্ন হবে না; আর কখনও এই পৃথিবী ধ্বংস করার জন্য কোনও বন্যা হবে না।” **১:১২** আর ঈশ্বর বললেন, “এই হল সেই নিয়মের চিহ্ন, যা আমি আমার ও তোমাদের মধ্যে তথা তোমাদের সঙ্গে থাকা প্রত্যেকটি জীবিত প্রাণীর সঙ্গে স্থাপন করেছি, পরবর্তী সব প্রজন্মের জন্যও এ এক নিয়ম হবে: **১:১৩** মেঘের মধ্যে আমি আমার মেঘধনু বসিয়ে দিয়েছি, আর এটিই হবে আমার ও পৃথিবীর মধ্যে স্থাপিত সেই চিহ্ন।

যাত্রাপুস্তক ১৪:১৩ মোশি লোকদের উত্তর দিলেন, “তোমরা ভয় পেয়ো না! শক্ত হয়ে দাঁড়াও এবং তোমরা দেখতে পাবে আজ সদাপ্রভু কীভাবে তোমাদের রক্ষা করবেন। আজ তোমরা যে মিশরীয়দের দেখছ, তাদের আর কখনও দেখতে পাবে না। **১৪:১৪** সদাপ্রভু তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করবেন; তোমাদের শুধু স্থির হয়ে থাকতে হবে।”

লেবীয় বই ২০:২৬ আমার উদ্দেশ্যে তোমাদের পবিত্র হতে হবে, কারণ আমি সদাপ্রভু পবিত্র এবং জাতিদের মধ্য থেকে তোমাদের আমি পৃথক রেখেছি, যেন তোমরা আমার নিজস্ব হও।

গণনার বই ৬:২৪ “সদাপ্রভু তোমাদের আশীর্বাদ করুন ও তোমাদের রক্ষা করুন; **৬:২৫** সদাপ্রভু তোমাদের প্রতি প্রসন্ন-মুখ হোন ও তোমাদের প্রতি সদয় হোন; **৬:২৬** সদাপ্রভু তোমাদের প্রতি তার মুখ ফেরান ও তোমাদের শান্তি দিন।”

দ্বিতীয় বিবরণ ১৪:১৪ আমি তাদের ইস্রায়েলী ভাইদের মধ্য থেকে তাদের জন্য তোমার মতো একজন ভাববাদী উঠাব, এবং আমি তার মুখে আমার বাক্য দেব। তাকে আমি যা বলতে আদেশ দেব সে তাই বলবে। **১৪:১৯** সেই ভাববাদী আমার নাম করে যে কথা বলবে কেউ আমার সেই কথা যদি না শোনে, তবে আমি নিজেই সেই লোককে প্রতিফল দেব।

যিহোশূয়ের বই ১:৭ “তুমি শক্তিশালী ও অত্যন্ত সাহসী হও। আমার দাস মোশি যে বিধান তোমাদের দিয়েছিল, তা পালন করার ব্যাপারে যত্নশীল হোয়ো; তার ডানদিকে বা বাঁদিকে ফিরো না, যেন তুমি যে কোনো স্থানে যাও, সেখানে সফল হও। **১:৮** বিধানের এই পুস্তকের বাণী সবসময় তোমাদের ঠোঁটে বজায় রেখো; দিনরাত এ নিয়ে ধ্যান করো, যেন এর মধ্যে যা কিছু লেখা আছে, তা পালন করার ব্যাপারে তুমি যত্নশীল হও। তবেই তুমি সমৃদ্ধিশালী ও কৃতকার্য হবে। **১:৯** আমি কি তোমাকে এই আদেশ দিইনি? তুমি শক্তিশালী ও সাহসী হও। তুমি ভীত হোয়ো না; হতাশ হোয়ো না, কারণ তুমি যেখানেই যাবে, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।”

বিচারকর্তৃগণের বিবরণ 2:7 লোকজন যিহোশূয়ের জীবনকালে ও সেইসব প্রাচীনের জীবনকালে আগাগোড়াই সদাপ্রভুর সেবা করল, যারা যিহোশূয়ের মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন ও ইস্রায়েলের জন্য সদাপ্রভু যেসব মহান কাজ করেছিলেন, সেগুলি দেখেছিলেন।

রুতের বিবরণ 1:16 কিন্তু রুত বলল, “আপনার কাছ থেকে ফিরে যেতে বা আপনাকে ছেড়ে যেতে আর আমাকে অনুরোধ করবেন না। আপনি যেখানে যাবেন আমিও সেখানে যাব। আপনি যেখানে থাকবেন আমিও সেখানে থাকব। আপনার লোকেরা আমার লোক এবং আপনার ঈশ্বর হবেন আমার ঈশ্বর। 1:17 আপনি যেখানে মরবেন আমিও সেখানে মরব, এবং সেখানেই আমার কবর হবে। তাই সদাপ্রভুই এই বিষয়ে আমার বিচার করে শান্তি দিন। আর যাই হোক শুধু মৃত্যুই যেন আমাকে আপনার থেকে আলাদা করে।”

শমুয়েলের প্রথম বই 16:7 কিন্তু সদাপ্রভু শমুয়েলকে বললেন, “এর চেহারা বা উচ্চতা দেখতে যোয়া না, কারণ আমি একে অগ্রাহ্য করেছি। মানুষ যা দেখে সদাপ্রভু তা দেখেন না। মানুষ বাইরের চেহারা দেখে, কিন্তু সদাপ্রভু অন্তর দেখেন।”

শমুয়েলের দ্বিতীয় বই 7:22 “হে সার্বভৌম সদাপ্রভু, তুমি কতই না মহান! তোমার মতো আর কেউ নেই, এবং তুমি ছাড়া ঈশ্বর আর কেউ নেই, যেমনটি আমরা নিজের কানেই শুনেছি।

প্রথম রাজাবলি 2:3 এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যা চান, তা লক্ষ্য করো: তাঁর প্রতি বাধ্য হয়ে চলো, আর মোশির বিধানে তাঁর যে হুকুম ও আদেশ, তাঁর বিধান ও বিধিনিয়ম লেখা আছে, তা পালন করো। এরকমটি করো, যেন তুমি যা যা করো ও যেখানে যেখানে যাও, সবেতেই সফল হতে পারো।

দ্বিতীয় রাজাবলি 22:19 এই স্থানটির ও এখানকার লোকজনের বিরুদ্ধে আমি যা বললাম—অর্থাৎ তারা এক অভিশাপে ও পতিত এলাকায় পরিণত হবে—তা শুনে যেহেতু তোমার অন্তর সংবেদনশীল হল ও তুমি সদাপ্রভুর সামনে নিজেকে নম্র করলে, এবং যেহেতু তোমার পোশাক ছিঁড়ে ফেলে আমার সামনে কেঁদেছিলে, তাই আমিও তোমার কথা শুনলাম, সদাপ্রভু একথাই ঘোষণা করেছেন।

বংশাবলির প্রথম খণ্ড 29:17 হে আমার ঈশ্বর, আমি জানি যে তুমি হৃদয়ের পরীক্ষা করো এবং সততা দেখে খুশি হও। এসব কিছু আমি স্বেচ্ছায় সৎ-উদ্দেশ্য নিয়েই দিয়েছি। আর এখন আমি আনন্দিত হয়ে দেখেছি, এখানে উপস্থিত তোমার প্রজারা কত খুশিমনে তোমাকে দান দিয়েছে।

বংশাবলির দ্বিতীয় খণ্ড 7:14 তখন যদি যারা আমার নামে পরিচিত, আমার সেই প্রজারা নিজেদের নম্র করে ও প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অব্বেষণ করে এবং তাদের পাপপথ ছেড়ে ফিরে আসে, তবে স্বর্গ থেকে আমি তা শুনব, ও আমি তাদের পাপ ক্ষমা করব এবং তাদের দেশকে সারিয়ে তুলব।

ইস্রা 7:10 যেহেতু ইস্রা প্রভু সদাপ্রভুর পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং তাঁর বিধিকলাপ পালন করতেন, তিনি ইস্রায়েলের লোকদের কাছে সেই বিধিনির্দেশ ও অনুশাসন সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন।

নহিমিয়ের বই 6:3 সেইজন্য আমি লোক পাঠিয়ে তাদের এই উত্তর দিলাম “আমি একটি বিশেষ দরকারি কাজ করছি এবং আমি নেমে যেতে পারি না। আমি কেন কাজ বন্ধ করে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাব?”

ইষ্টের বিবরণ 4:14 কারণ এসময় যদি তুমি চুপ করে থাকো তবে অন্য দিক থেকে ইহুদিরা সাহায্য ও উদ্ধার পাবে, কিন্তু তুমি তো মরবেই আর তোমার বাবার বংশও শেষ হয়ে যাবে। আর কে জানে হয়তো এরকম সময়ের জন্যই তুমি রানির পদ পেয়েছ?”

ইয়োবের বিবরণ 19:25 আমি জানি যে আমার মুক্তিদাতা জীবিত আছেন, ও শেষে তিনি পৃথিবীতে উঠে দাঁড়াবেন।

গীতসংহিতা 23:1 দাউদের গীত। সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হবে না। 23:2 তিনি সবুজ চারণভূমিতে আমাকে শয়ন করান, তিনি শান্ত জলের ধারে আমাকে নিয়ে যান, 23:3 তিনি আমার প্রাণ সঞ্জীবিত করেন। নিজের

নামের মহিমায় তিনি আমাকে সঠিক পথে পরিচালনা করেন। 23:4 যদিও আমি হেঁটে যাই অন্ধকারাচ্ছন্ন উপত্যকার মধ্য দিয়ে, আমি কোনও অমঙ্গলের ভয় করব না, কারণ তুমি আমার সঙ্গে আছ; তোমার লাঠি ও তোমার ছড়ি, সেগুলি আমাকে সাহুনা দেয়। 23:5 আমার শত্রুদের উপস্থিতিতে তুমি আমার সামনে এক ভোজসভায় আয়োজন করেছ। তুমি আমার মাথা তেল দিয়ে অভিষিক্ত করেছ; আমার পানপাত্র উপচে পড়ে। 23:6 নিশ্চয় তোমার মঙ্গল ও প্রেম আমার পিছু নেবে আমার জীবনের সব দিন পর্যন্ত, এবং চিরকাল আমি সদাপ্রভুর গৃহে বসবাস করব।

হিতোপদেশ 3:5 তুমি সর্বাত্মকরণে সদাপ্রভুর উপর আস্থা রাখো ও নিজের বিচক্ষণতার উপর নির্ভর কোরো না; 3:6 তোমার সমস্ত পথে তাঁর বশ্যতাস্বীকার করো, ও তিনি তোমার পথগুলি সোজা করে দেবেন।

উপদেশক 3:10 ঈশ্বর মানুষের উপরে যে বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন তা আমি দেখেছি। 3:11 তিনি সবকিছু তার সময়ে সুন্দর করেছেন। তিনি মানুষের অন্তরে অনন্তকাল সম্বন্ধে বুঝবার ইচ্ছা দিয়েছেন; কিন্তু ঈশ্বর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কী করেছেন তা মানুষ বুঝতে পারে না।

শলোমনের পরমগীত 2:4 তিনি আমাকে ভোজসভায় নিয়ে গেলেন, তখন যেন তাঁর পতাকাই হয়ে উঠল প্রেম।

যিশাইয় ভাববাদীর বই 9:6 কারণ আমাদের জন্য এক শিশুর জন্ম হয়েছে, আমাদের কাছে এক পুত্রসন্তান দেওয়া হয়েছে, শাসনভার তাঁরই কাঁধে দেওয়া হবে। আর তাঁকে বলা হবে আশ্চর্য পরামর্শদাতা, পরাক্রমী ঈশ্বর, চিরন্তন পিতা, শান্তিরাজ। 9:7 তাঁর শাসনক্ষমতা বৃদ্ধির ও শান্তির কোনো সীমা থাকবে না। তিনি দাউদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁর রাজ্যের উপরে কর্তৃত্ব করবেন, ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতার সঙ্গে তিনি তা প্রতিষ্ঠিত করে সুস্থির করবেন, সেই সময় থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত করবেন। সর্বশক্তিমান সদাপ্রভুর উদ্যোগই তা সম্পাদন করবে।

যিরমিয়ের বই 1:4 আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কাছে উপস্থিত হল: 1:5 “মাতৃগর্ভে তোমাকে গঠন করার পূর্বে আমি তোমাকে জানতাম, তোমার জন্মের পূর্ব থেকে আমি তোমাকে পৃথক করেছি; জাতিগণের কাছে আমি তোমাকে আমার ভাববাদীরূপে নিযুক্ত করেছি।” 1:6 তখন আমি বললাম, “হায়, সার্বভৌম সদাপ্রভু, দেখো, আমি কথা বলতেই পারি না; কারণ আমি নিতান্ত বালকমাত্র।” 1:7 কিন্তু সদাপ্রভু আমাকে বললেন, “তুমি এরকম কথা বোলো না যে ‘আমি বালক।’ আমি যাদের কাছে তোমাকে পাঠাব, তুমি তাদের প্রত্যেকের কাছে যাবে এবং আমি যা তোমাকে বলব, তুমি তাদের সেই কথাই বলবে। 1:8 তুমি তাদের ভয় পেয়ো না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে থাকব ও তোমাকে রক্ষা করব,” সদাপ্রভু এই কথা বলেন! 1:9 এরপর, সদাপ্রভু তাঁর হাত বাড়িয়ে আমার মুখ স্পর্শ করলেন ও বললেন, “আমি আমার বাক্য তোমার মুখে দিয়েছি। 1:10 দেখো, আমি আজ তোমাকে বিভিন্ন জাতি ও রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য নিযুক্ত করছি, যাদের তুমি উৎপাটন করবে ও ভেঙে ফেলবে, ধ্বংস ও পরাস্ত করবে, গঠন ও রোপণ করবে।”

যিরমিয়ের বিলাপ 3:21 তবুও আমি আবার একথা স্মরণ করি, আর তাই আমার আশা জেগে আছে: 3:22 সদাপ্রভুর মহৎ প্রেমের জন্য আমরা নষ্ট হইনি, কেননা তাঁর সহানুভূতি কখনও শেষ হয় না। 3:23 প্রতি প্রভাতে তা নতুন করে দেখা দেয়; তোমার বিশ্বস্ততা মহৎ।

যিহিষ্কেল ভাববাদীর বই 36:26 আমি তোমাদের এক নতুন হৃদয় দেব ও তোমাদের অন্তরে এক নতুন আত্মা দেব। আমি তোমাদের ভিতর থেকে পাথরের হৃদয় বের করে মাংসের হৃদয় দেব। 36:27 আর আমি তোমার মধ্যে আমার আত্মা স্থাপন করব এবং এমন করব যাতে তোমরা আমার সব নিয়ম পালন করো ও আমার বিধানের বিষয়ে যত্নবান হও।

দানিয়েল 3:16 শব্দক, মৈশক ও অবৈদনগো রাজাকে উত্তর দিলেন, “হে নেবুখাদনেজার, আপনার এই কথার জবাব দেওয়ার কোনো দরকার আমাদের নেই 3:17 যদি আমাদের জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেওয়া হয়, আমাদের ঈশ্বর যাকে আমরা সেবা করি, তিনি আমাদের রক্ষা করতে পারবেন এবং হে রাজা, আপনার হাত থেকেও আমাদের রক্ষা করবেন। 3:18 কিন্তু তিনি যদি আমাদের রক্ষা নাও করেন, আপনি জেনে রাখুন হে মহারাজ যে, আমরা আপনার দেবতাদের সেবা করব না অথবা আপনার স্থাপিত সোনার মূর্তিকেও আরাধনা করব না।”

হোশেয় ভাববাদীর বই 6:6 কারণ আমি দয়া চাই, বলিদান নয়, এবং হোমবলির চেয়ে চাই ঈশ্বরকে স্বীকৃতি দান।

যোয়েল ভাববাদীর বই 2:28 “আর তারপর, আমি সমস্ত মানুষের উপরে আমার আত্মা ঢেলে দেব। তোমাদের ছেলে ও মেয়েরা ভাববাণী বলবে, তোমাদের প্রবীণেরা স্বপ্ন দেখবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে। 2:29 এমনকি, আমার দাস-দাসীদেরও উপরে, সেইসব দিনে আমি আমার আত্মা ঢেলে দেব। 2:30 আমি আকাশমণ্ডলে ও পৃথিবীর উপরে আশ্চর্য সব নিদর্শন দেখাব, রক্ত ও আগুন এবং ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখাব। 2:31 সদাপ্রভুর সেই মহৎ ও ভয়ংকর দিনের আগমনের পূর্বে, সূর্য অন্ধকার ও চাঁদ রক্তবর্ণ হয়ে যাবে। 2:32 আর যে কেউ সদাপ্রভুর নামে ডাকবে, সেই পরিত্রাণ পাবে; কারণ সদাপ্রভুর কথামতো সিয়োন পর্বত ও জেরুশালেমে, কিছু মুক্তিপ্রাপ্ত লোকের দল থাকবে; আর অবশিষ্ট লোকদের মধ্যেও থাকবে, যাদের সদাপ্রভু আহ্বান করেছেন।”

আমোষ ভাববাদীর বই 5:24 কিন্তু ন্যায্যবিচার নদীর মতো প্রবাহিত হোক, ধার্মিকতা কখনও শুকিয়ে না যাওয়া স্রোতের মতো হোক!

ওবদীয় ভাববাদীর বই 1:15 “সমস্ত জাতির জন্য সদাপ্রভুর দিন সন্নিহিত হয়েছে। তোমরা যেমন করেছ, তোমাদের প্রতিও তেমনই করা হবে; তোমাদের কাজগুলির প্রতিফল তোমাদেরই মাথার উপরে ফিরে আসবে।

যোনা ভাববাদীর বই 2:6 আমি সমুদ্রে পর্বতসমূহের তলদেশ পর্যন্ত ডুবে গেলাম; নিচের পৃথিবী চিরতরে আমাকে বন্দি করল। কিন্তু হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, তুমি গভীর গর্ত থেকে আমার প্রাণকে তুলে ধরলে। 2:7 “আমার প্রাণ যখন আমার মধ্যে ক্ষীণ হচ্ছিল, সদাপ্রভু, আমি তোমাকে স্মরণ করলাম, আর আমার প্রার্থনা তোমার কাছে গেল তোমার পবিত্র মন্দিরে উপস্থিত হল। 2:8 “যারা অসার প্রতিমাদের প্রতি আসক্ত থাকে, নিজেদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম তারা পরিত্যাগ করে। 2:9 কিন্তু আমি, ধন্যবাদের গান গেয়ে, তোমার কাছে নৈবেদ্য উৎসর্গ করব। আমি যা মানত করেছি, তা আমি পূর্ণ করব। আমি বলব, পরিত্রাণ সদাপ্রভুর কাছ থেকেই আসে।”

মীখা ভাববাদীর পুস্তক 6:8 হে মানুষ, যা ভালো তা তো তিনি তোমাকে দেখিয়েছেন। সদাপ্রভু তোমার কাছ থেকে কী চাইছেন জানো? শুধুমাত্র এইটা যে, ন্যায্য কাজ করা ও ভালোবাসা এবং তোমার সদাপ্রভুর সঙ্গে নম্র হয়ে চলা।

নহুম ভাববাদীর বই 1:2 সদাপ্রভু ঈর্ষান্বিত এবং প্রতিফলদাতা ঈশ্বর; সদাপ্রভু প্রতিশোধ নেন এবং তিনি ক্রোধে পরিপূর্ণ। সদাপ্রভু তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেন এবং তাঁর প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে তাঁর ক্রোধ ঢেলে দেন। 1:3 সদাপ্রভুর ক্রোধে ধীর কিন্তু পরাক্রমে মহান; সদাপ্রভু দোষীদের অদণ্ডিত অবস্থায় ছেড়ে দেবেন না। ঘূর্ণিঝড় ও ঝটিকাই তাঁর পথ, ও মেঘরাশি তাঁর পদধূলি।

হবককূক ভাববাদীর বই 3:17 যদিও ডুমুর গাছে কুঁড়ি ধরবে না এবং আঙুর লতায় কোনো আঙুর ধরবে না, যদিও জলপাই গাছ ফলহীন হবে এবং ক্ষেতে খাবারের জন্য শস্য ধরবে না, যদিও মেয়ের খোঁয়াড়ে কোনো মেঘ থাকবে না এবং গোয়ালঘরে গবাদি পশুরা থাকবে না, 3:18 তবুও আমি সদাপ্রভুতে আনন্দ করব, আমার ঈশ্বর উদ্ধারকর্তায় উল্লসিত হব। 3:19 সার্বভৌম সদাপ্রভুই আমার শক্তি; তিনি আমার পা হরিণীর পায়ের মতো করেন, তিনি আমাকে উচ্চ স্থানে চলতে ক্ষমতা দেন। প্রধান বাদকের জন্য; আমার তারযুক্ত যন্ত্রে।

সফনিয় ভাববাদীর বই 3:17 তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সঙ্গে আছেন, সেই মহাযোদ্ধা যিনি তোমাকে বাঁচান। তিনি তোমাকে নিয়ে খুবই আনন্দিত হবেন; তাঁর ভালোবাসায় তিনি তোমাকে আর তিরস্কার করবেন না, কিন্তু গান দ্বারা তোমার বিষয়ে উল্লাস করবেন।”

হগয় ভাববাদীর বই 1:4 “এটি কি ঠিক, যে তোমরা নিজের কারুকার্য করা বাড়িতে রয়েছো, যেখানে সদাপ্রভুর গৃহ বিনষ্ট?” 1:5 এখন সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু এই কথা বলেন, “সযত্নে নিজের পথের বিচার করো। 1:6 তোমরা অনেক ফসল রোপণ করো, কিন্তু পাও অল্প। তোমরা খাও, কিন্তু তাতে কখনও তৃপ্ত হও না। সুরা পান করো তাও যথেষ্ট হয় না। কাপড় পড়ো কিন্তু তাতে গরম হয় না। কাজের মজুরি ফুটা থলিতে রাখো।” 1:7 সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু এই কথা বলেন, “সযত্নে নিজের পথের বিষয় বিচার করো।

সখরিয় ভাববাদীর বই 12:10 “আর দাউদ কুল ও জেরুশালেমের বাসিন্দাদের উপরে আমি অনুগ্রহের ও বিনতির আত্মা ঢেলে দেব। তাতে তারা আমার প্রতি, অর্থাৎ তারা যাঁকে বিদ্ধ করেছে, তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখবে, এবং

একমাত্র সন্তানের জন্য বিলাপ করার মতো করে তারা তাঁর জন্য বিলাপ করবে এবং প্রথম সন্তানের জন্য যেমন শোক করে তেমনি ভীষণভাবে শোক করবে।

মালাখি ভাববাদীর বই 4:2 কিন্তু তোমরা যারা আমার নাম সম্মান করো, তোমাদের উপরে ধার্মিকতার সূর্য উঠবে এবং সেই রশ্মিতে তোমরা আরোগ্য পাবে। আর যেভাবে পালের হুটপুট বাছুর লাফিয়ে খোঁয়াড়ের বাইরে যায় ঠিক সেরকম তোমরাও বাইরে যাবে এবং আনন্দে লাফাবে। 4:3 তখন তোমরা দুষ্টিদের পদদলিত করবে; আর আমার কাজ করার দিনে তারা তোমাদের পায়ের তলায় পড়ে থাকা ছাইয়ের মতো হবে,” সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু বলেন।

মথি 28:18 তখন যীশু তাঁদের কাছে এসে বললেন, “স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। 28:19 অতএব, তোমরা যাও ও সমস্ত জাতিকে শিষ্য করো, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। 28:20 আর আমি তোমাদের যে সমস্ত আদেশ দিয়েছি, সেগুলি পালন করার জন্য তাদের শিক্ষা দাও। আর আমি নিশ্চিতরূপে, যুগান্ত পর্যন্ত নিত্য তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।” (aiōn g165)

মার্ক 1:14 যোহন কারাগারে বন্দি হওয়ার পর, যীশু গালীলে গিয়ে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন এবং বললেন: 1:15 “কাল পূর্ণ হয়েছে, তাই ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিবর্তিত। তোমরা মন পরিবর্তন করো ও সুসমাচারে বিশ্বাস করো।” 1:16 পরে গালীল সাগরের তীর ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় যীশু, শিমোন ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়কে দেখতে পেলেন। তাঁরা সাগরের জলে জাল ফেলছিলেন, কারণ তাঁরা ছিলেন মৎস্যজীবী। 1:17 যীশু বললেন, “এসো, আমাকে অনুসরণ করো, আমি তোমাদের মানুষ-ধরা জেলে করব।” 1:18 সেই মুহূর্তেই তাঁরা জাল ফেলে তাঁকে অনুসরণ করলেন।

লুক 4:18 “প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কারণ দীনহীনদের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য তিনি আমাকে অভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে বন্দিদের কাছে মুক্তি প্রচার করবার জন্য পাঠালেন, অন্ধদের কাছে দৃষ্টিপ্রাপ্তি প্রচার করার জন্য, নিপীড়িতদের নিস্তার করে বিদায় করার জন্য,

যোহন 3:16 “কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করলেন যে, তিনি তাঁর একজাত পুত্রকে দান করলেন, যেন যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। (aiōnios g166) 3:17 কারণ জগতের বিচার করতে ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে জগতে পাঠাননি, কিন্তু তাঁর মাধ্যমে জগৎকে উদ্ধার করতেই পাঠিয়েছিলেন।

থেরিও 1:7 তিনি তাঁদের বললেন, “পিতা তাঁর নিজস্ব অধিকারে যে সময় ও দিন নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, সেসব তোমাদের জানার কথা নয়। 1:8 কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে এলে তোমরা শক্তি লাভ করবে, আর তোমরা জেরুশালেমে ও সমস্ত যিহূদিয়ায় ও শমরিয়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে।”

রোমীয় 11:32 কারণ ঈশ্বর সব মানুষকে অবাধ্যতার কাছে রুদ্ধ করেছেন, যেন তিনি তাদের সকলেরই প্রতি করুণা করতে পারেন। (eleēse g1653) 11:33 আহা, ঈশ্বরের প্রজ্ঞার ঐশ্বর্য ও জ্ঞান কত গভীর! তাঁর বিচারসকল কেমন অস্বেষণের অতীত, তাঁর পথসকল অনুসন্ধান করা যায় না! 11:34 “প্রভুর মন কে জানতে পেরেছে? কিংবা কে তাঁর উপদেষ্টা হয়েছে?” 11:35 “কে কখন ঈশ্বরকে কিছু দিয়েছে, যে ঈশ্বর তা পরিশোধ করবেন?” 11:36 কারণ সকল বস্তুর উদ্ভব তাঁর থেকে, তাঁর মাধ্যমে ও তাঁরই জন্য, তাঁরই মহিমা হোক চিরকাল! আমেন। (aiōn g165)

১ম করিন্থীয় 6:9 তোমরা কি জানো না, যে যারা অধার্মিক, তারা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকার লাভ করবে না? তোমরা বিভ্রান্ত হোয়ো না। কারণ যারা বিবাহ-বহির্ভূত সংসর্গকারী, বা প্রতিমাপূজক, বা ব্যভিচারী, বা সমকামী 6:10 বা চোর বা লোভী বা মদ্যপ বা কুৎসা-রটনাকারী বা পরধনগ্রাহী, তারা কেউই ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার লাভ করবে না। 6:11 আর তোমরাও কেউ কেউ সেইরকমই ছিলে, কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা ধৌত হয়েছ, শুচিশুদ্ধ হয়েছ ও নির্দোষ প্রতিপন্ন হয়েছ।

২য় করিন্থীয় 5:17 অতএব, কেউ যদি খ্রীষ্টে থাকে, সে এক নতুন সৃষ্টি; পুরোনো বিষয় সব অতীত হয়েছে, দেখো সব নতুন হয়ে উঠেছে। 5:18 এসবই ঈশ্বর থেকে হয়েছে, যিনি খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাঁর নিজের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করেছেন এবং পুনর্মিলনের সেই পরিচর্যা আমাদের দিয়েছেন। 5:19 তা হল এই যে, ঈশ্বর জগৎকে খ্রীষ্টের মাধ্যমে

তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলিত করছিলেন, মানুষের পাপসকল আর তাদের বিরুদ্ধে গণ্য করেননি। আর সেই পুনর্মিলনের বার্তা ঘোষণা করা তিনি আমাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। 5:20 অতএব, আমরা খ্রীষ্টের রাজদূত, ঈশ্বর যেন আমাদের মাধ্যমে তাঁর আবেদন জানাচ্ছিলেন। আমরা খ্রীষ্টের পক্ষে তোমাদের কাছে এই মিনতি করছি, ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও। 5:21 যিনি পাপ জানতেন না, ঈশ্বর তাঁকে আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করলেন, যেন আমরা তাঁর দ্বারা ঈশ্বরের ধার্মিকতাস্বরূপ হতে পারি।

গালাতীয় 1:6 আমি আশ্চর্য বোধ করছি যে, যিনি তোমাদের খ্রীষ্টের অনুগ্রহে আহ্বান করেছেন, তাঁকে তোমরা এত শীঘ্র ছেড়ে দিয়ে, অন্য এক সুসমাচারের দিকে ঝুঁকে পড়েছ— 1:7 যা আসলে কোনো সুসমাচারই নয়। স্পষ্টত, কিছু লোক তোমাদের বিভ্রান্ত করছে এবং খ্রীষ্টের সুসমাচারকে বিকৃত করার চেষ্টা করছে।

ইফিসীয় 2:1 তোমাদের কথা বলতে হলে, তোমরা নিজের নিজের অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলে, 2:2 যেগুলির মধ্যে তোমরা জীবনযাপন করত। তখন তোমরা এই জগতের ও আকাশের রাজ্যশাসকের পথ অনুসরণ করত, যে আত্মা এখন যারা অব্যাহত, তাদের মধ্যে কার্যকরী রয়েছে। (aiōn g165) 2:3 আমরাও সকলে এক সময় তাদেরই মধ্যে জীবনযাপন করতাম। আমাদের পাপময় প্রকৃতির বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য আমরা তার কামনা ও ভাবনার বশে চলতাম। অন্য সকলের মতো, স্বভাবগতভাবে আমরা ছিলাম (ঈশ্বরের) ক্রোধের পাত্র। 2:4 কিন্তু আমাদের প্রতি মহাপ্রেমের জন্য ঈশ্বর, যিনি অপর করুণাময়, 2:5 আমরা যখন অপরাধের ফলে মৃত হয়েছিলাম, তখনই তিনি খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের জীবিত করলেন। আর তোমরা অনুগ্রহেই পরিদ্রাণ লাভ করেছ। 2:6 ঈশ্বর খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের পুনরুত্থিত করে তাঁরই সঙ্গে আমাদের স্বর্গীয় স্থানে বসিয়েছেন, 2:7 যেন খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের প্রতি তাঁর যে করুণা প্রকাশ পেয়েছে, আগামী দিনেও তিনি তাঁর সেই অতুলনীয় অনুগ্রহের ঐশ্বর্য প্রদর্শন করতে পারেন। (aiōn g165) 2:8 কারণ বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহের দ্বারাই তোমরা পরিদ্রাণ লাভ করেছ। তা তোমাদের থেকে হয়নি, কিন্তু ঈশ্বরেরই দান। 2:9 তা কোনো কাজের ফল নয় যে তা নিয়ে কেউ গর্ববোধ করবে। 2:10 কারণ আমরা ঈশ্বরের রচনা, সংকল্প করার জন্য খ্রীষ্ট যীশুতে সৃষ্ট, যা তিনি পূর্ব থেকেই আমাদের করার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন।

ফিলিপীয় 3:7 কিন্তু, যা ছিল আমার কাছে লাভজনক, খ্রীষ্টের জন্য আজ সেই সবকিছুকে আমি লোকসান বলে মনে করছি। 3:8 তার চেয়েও বেশি, আমার প্রভু, খ্রীষ্ট যীশুকে জানার বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর মহত্বের তুলনায়, বাকি সবকিছুকে আমি লোকসান মনে করি, যাঁর জন্য আমি সবকিছু হারিয়েছি। খ্রীষ্টকে লাভ করার প্রচেষ্টায় আমি সে সমস্তকে আবর্জনাভূল্য মনে করি এবং 3:9 তাঁরই মধ্যে যেন আমাকে খুঁজে পাওয়া যায়। যে ধার্মিকতা বিধান থেকে পাওয়া যায় তা আজ আর আমার মধ্যে নেই; কিন্তু সেই ধার্মিকতা আছে যা খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রাপ্য—যে ধার্মিকতা ঈশ্বর থেকে বিশ্বাসের মাধ্যমে আসে।

কলসীয় 1:15 তিনি অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, সমগ্র সৃষ্টির প্রথমজাত। 1:16 কারণ তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছে, স্বর্গ কি মর্ত্য, দৃশ্য কি অদৃশ্য, সিংহাসন কি আধিপত্য, আধিপত্য কি কর্তৃত্ব, সমস্ত বস্তু তাঁরই দ্বারা ও তাঁরই জন্য সৃষ্ট হয়েছে। 1:17 সব বিষয়ের পূর্ব থেকেই তিনি বিরাজমান। তাঁরই মধ্যে সমস্ত বস্তু সন্নিবদ্ধ। 1:18 তিনি দেহের, অর্থাৎ মণ্ডলীর মস্তক; তিনিই সূচনা, তিনিই মৃতগণের মধ্য থেকে উত্থিত প্রথমজাত, যেন সমস্ত কিছুর উপরে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। 1:19 কারণ ঈশ্বর এতেই প্রীত হলেন যে, তাঁর সমস্ত পূর্ণতা খ্রীষ্টের মধ্যে অধিষ্ঠান করে এবং 1:20 ক্রুশে পাতিত তাঁর রক্তের মাধ্যমে শান্তি স্থাপন করে, তাঁর দ্বারা স্বর্গ কি মর্ত্যের সবকিছুকে তাঁর সঙ্গে সম্মিলিত করেন।

১ম থিমলোনীকীয় 4:1 ভাইবোনেরা, সবশেষে বলি, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য কীভাবে জীবনযাপন করতে হয়, সেই নির্দেশ আমরা তোমাদের দিয়েছি এবং সেইমতোই তোমরা জীবনযাপন করছ। এখন, প্রভু যীশুর নামে আমরা তোমাদের অনুরোধ করছি ও মিনতি জানাচ্ছি, তোমরা এই বিষয়ে আরও সমৃদ্ধ হতে চেষ্টা করো। 4:2 কারণ প্রভু যীশুর দেওয়া অধিকারবলে আমরা তোমাদের কী নির্দেশ দিয়েছিলাম, তা তোমরা জানো। 4:3 ফলত, ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে, তোমরা পবিত্র হও, বিবাহ-বহির্ভূত যৌনাচার থেকে দূরে থাকো; 4:4 যেন তোমরা প্রত্যেকে এই শিক্ষা লাভ করো যে শরীরকে সংযত রেখে কীভাবে পবিত্র ও সম্মানজনক জীবনযাপন করতে হয়, 4:5 যারা ঈশ্বরকে জানে না, এমন বিধর্মী লোকদের মতো জাগতিক কামনার বশে নয়;

২য় থিখলনীকীয় 3:6 ভাইবোনেরা, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমরা তোমাদের আদেশ দিচ্ছি, যে ভাই অলস এবং আমাদের শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করে না, তার সঙ্গ ত্যাগ করো। 3:7 কারণ তোমরা নিজেরা জানো, কীভাবে আমাদের আদর্শ অনুকরণ করতে তোমরা বাধ্য। তোমাদের সঙ্গে থাকার সময় আমরা আলস্যে কাল কাটাইনি; 3:8 অথবা বিনামূল্যে আমরা কারও খাবার গ্রহণ করিনি। বরং আমরা যেন তোমাদের কারও কাছে বোঝা না হই, সেজন্য দিনরাত কাজ করেছি, কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট করেছি। 3:9 এই সাহায্য লাভের অধিকার যে আমাদের নেই, তা নয়, কিন্তু তোমরা যেন অনুসরণ করো, সেজন্য নিজেদের এক আদর্শরূপে স্থাপন করেছি। 3:10 কারণ তোমাদের সঙ্গে থাকার সময়ও আমরা তোমাদের এই নিয়ম দিয়েছি, “যদি কেউ পরিশ্রম না করে, সে আহারও করবে না।”

১ম তীমথি 2:1 সর্বপ্রথমেই আমি অনুনয় করছি, সকলের জন্য যেন অনুরোধ, প্রার্থনা, মিনতি এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়, 2:2 বিশেষত রাজা এবং উচ্চপদস্থ সকল ব্যক্তির জন্য, যেন আমরা পরিপূর্ণ ভক্তিতে ও পবিত্রতায়, শান্তিপূর্ণ ও নিরুদ্দিগ্ন জীবনযাপন করতে পারি। 2:3 আমাদের পরিত্রাতা ঈশ্বরের সামনে এটাই উত্তম ও সন্তোষজনক। 2:4 তিনি চান, সব মানুষ যেন পরিত্রাণ পায় এবং সত্যের তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করতে পারে। 2:5 কারণ ঈশ্বর যেমন এক তেমন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একজন মধ্যস্থতাকারী আছেন, তিনি মানুষ খ্রীষ্ট যীশু।

২য় তীমথি 2:8 যীশু খ্রীষ্টকে স্মরণ করো, যিনি মৃত্যুলোক থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং যিনি দাউদের বংশজাত। এই হল আমার সুসমাচার। 2:9 এরই জন্য, আমি অপরাধীর মতো শিকলে বন্দি হয়ে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করছি, কিন্তু ঈশ্বরের বাণী শিকলে বন্দি হয়নি। 2:10 অতএব, মনোনীতদের জন্য আমি সবকিছুই সহ্য করি, যেন তারাও অনন্ত মহিমার সঙ্গে সেই মুক্তি অর্জন করতে পারে যার আধার খ্রীষ্ট যীশু। (aiōnios g166)

তীত 2:11 কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে, তা সব মানুষের কাছে পরিত্রাণ নিয়ে আসে। 2:12 এই অনুগ্রহে অভক্তি এবং সাংসারিক অভিলাষকে উপেক্ষা করতে এবং এই বর্তমান যুগে আত্মসংযমী, সৎ ও ভক্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে আমাদের শিক্ষা দেয়, (aiōn g165) 2:13 যখন আমরা সেই পরমধন্য আশা নিয়ে, আমাদের মহান ঈশ্বর ও পরিত্রাতা যীশু খ্রীষ্টের মহিমায় প্রকাশের প্রতীক্ষায় আছি, 2:14 যিনি আমাদের জন্য নিজেকে দান করেছেন, যেন সব দুষ্টতা থেকে আমাদের মুক্ত করেন এবং নিজের জন্য এক জাতিকে, যারা তাঁর একান্তই আপন, তাদের শুচিশুদ্ধ করেন, যেন তারা সৎকর্মে আগ্রহী হয়।

ফিলীমন 1:3 আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক। 1:4 আমার প্রার্থনায় তোমাকে স্মরণ করার সময় আমি প্রতিনিয়ত আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, 1:5 কারণ প্রভু যীশুতে তোমার বিশ্বাস এবং সমস্ত পবিত্রগণের প্রতি তোমার ভালোবাসার কথা আমি শুনেছি। 1:6 আমি প্রার্থনা করি, বিশ্বাসে আমাদের যে সহভাগিতা আছে তা অন্যের কাছে ব্যক্ত করতে তুমি যেন সক্রিয় হয়ে ওঠো, যেন খ্রীষ্টে আমাদের যেসব উৎকৃষ্ট বিষয় আছে তার পূর্ণ উপলব্ধি তোমার হয়। 1:7 তোমার ভালোবাসা আমাকে খুবই আনন্দ এবং প্রেরণা দিয়েছে, কারণ ভাই, তুমি পবিত্রগণের প্রাণ জুড়িয়েছ।

ইব্রীয় 1:1 অতীতে ঈশ্বর ভাববাদীদের মাধ্যমে আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে বহুবার বিভিন্নভাবে কথা বলেছেন, 1:2 কিন্তু এই শেষ যুগে, তিনি তাঁর পুত্রের মাধ্যমেই আমাদের কাছে কথা বলেছেন, যাকে তিনি সবকিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন, এবং যাঁর মাধ্যমে তিনি সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। (aiōn g165) 1:3 সেই পুত্রই ঈশ্বরের মহিমার বিচ্ছুরণ এবং তাঁর সত্তার যথার্থ প্রতিক্রিয়া, যিনি তাঁর তেজোদৃশ্য বাক্যের দ্বারা সবকিছুই ধারণ করে আছেন। সব পাপ ক্ষমা করার কাজ সম্পন্ন করার পর, তিনি স্বর্গে ঐশ-মহিমার ডানদিকে উপবেশন করেছেন।

যাকোব 1:16 আমার প্রিয় ভাইবোনেরা, ভ্রান্ত হোয়ো না। 1:17 সমস্ত উৎকৃষ্ট ও নিখুঁত দান ঊর্ধ্বলোক থেকে, আকাশের জ্যোতিষ্মন্ডলীর সেই পিতা থেকে আসে। তিনি কখনও পরিবর্তন হন না বা ছায়ার মতো সরে যান না। 1:18 তিনি আমাদের মনোনীত করে সত্যের বাক্য দ্বারা আমাদের জন্ম দিয়েছেন, যেন তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আমরা এক প্রকার প্রথম ফসলরূপে গণ্য হতে পারি।

১ম পিতর ৩:১৪ কারণ খ্রীষ্টও পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য একবারই মৃত্যুবরণ করেছেন, সেই ধার্মিক ব্যক্তি অধার্মিকদের জন্য করেছেন, যেন তোমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারেন। তাঁকে শরীরে হত্যা করা হলেও আত্মায় জীবিত করা হয়েছে,

২য় পিতর ১:৩ যিনি নিজ মহিমা ও মহত্ত্ব আমাদের আহ্বান করেছেন, তাঁর তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাঁর ঐশ্বরিক পরাক্রম আমাদের জীবন ও ভক্তিপরায়ণতা সম্পর্কে যা কিছু প্রয়োজন, সবকিছুই দান করেছেন। ১:৪ এসবের মাধ্যমে তিনি আমাদের তাঁর অত্যন্ত মহান ও বহুমূল্য সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যেন সেগুলির মাধ্যমে ঐশ্বরিক স্বভাবের অংশীদার হও। সেই সঙ্গে মন্দ কামনাবাসনার দ্বারা উদ্ভূত যে জগতের কলুষতা, তা থেকে তোমরা পালিয়ে যেতে পারো।

১ম যোহন ২:১ আমার প্রিয় সন্তানেরা, আমি তোমাদের এসব লিখছি, যেন তোমরা পাপ না করো। কিন্তু কেউ যদি পাপ করে, তাহলে আমাদের একজন পক্ষসমর্থনকারী আছেন; তিনি আমাদের হয়ে পিতার কাছে মিনতি করেন। তিনি যীশু খ্রীষ্ট, সেই ধার্মিক পুরুষ। ২:২ তিনি আমাদের সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত, শুধুমাত্র আমাদের জন্য নয়, কিন্তু সমস্ত জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

২য় যোহন ১:৭ বহু প্রতারক, যারা যীশু খ্রীষ্টের মানবদেহে আগমনকে স্বীকার করে না, তারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ধরনের লোকেরাই প্রতারক এবং খ্রীষ্টারি।

৩য় যোহন ১:৪ আমার সন্তানেরা সত্যে জীবনযাপন করছে, একথা শুনে যে আনন্দ পাই তার থেকে বেশি আনন্দ আর কিছুতেই হতে পারে না।

যিহূদা ১:৩ প্রিয় বন্ধুরা, যে পরিত্রাণের আমরা অংশীদার সেই বিষয়ে আমি তোমাদের কাছে লিখবার জন্য প্রবল আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু এমন আমি বুঝতে পারলাম যে তোমাদের কাছে অন্য কিছু লেখা প্রয়োজন; তোমরা সেই বিশ্বাসের জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করো যে বিশ্বাস সর্বসময়ের জন্য একবারই পবিত্রগণের কাছে দেওয়া হয়েছে। ১:৪ কারণ কয়েকজন ব্যক্তি গোপনে তোমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে, যাদের শাস্তি অনেক আগেই লেখা হয়েছিল। তারা সব ভক্তিহীন, যারা আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহকে লাম্পটের ছাড়পত্রে পরিণত করে এবং আমাদের একমাত্র সার্বভৌম ও প্রভু, যীশু খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করে।

প্রকাশিত বাক্য ৩:১৭ আমি যাদের প্রেম করি, তাদের আমি তিরস্কার করি ও শাসন করি। তাই আন্তরিক আগ্রহ দেখাও ও মন পরিবর্তন করো। ৩:২০ দেখো আমি তোমার কাছেই আছি! এই আমি দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছি ও কড়া নাড়ছি, যদি কেউ আমার কণ্ঠস্বর শুনে দুয়ার খুলে দেয়, আমি ভিতরে প্রবেশ করব ও তার সঙ্গে বসে আহার করব, আর সেও আমার সঙ্গে আহার করবে। ৩:২১ যে বিজয়ী হয়, তাকে আমি আমার সঙ্গে আমার সিংহাসনে বসার অধিকার দেব, ঠিক যেমন আমি বিজয়ী হয়ে আমার পিতার সঙ্গে তাঁর সিংহাসনে বসেছি। ৩:২২ যার কান আছে, সে শুনুক, যে পবিত্র আত্মা মণ্ডলীদের কী বলছেন।"

পাঠকের গাইড

বাংলা at AionianBible.org/Readers-Guide

The Aionian Bible republishes public domain and Creative Common Bible texts that are 100% free to copy and print. The original translation is unaltered and notes are added to help your study. The notes show the location of eleven special Greek and Hebrew Aionian Glossary words to help us better understand God's love for individuals and for all mankind, and the nature of afterlife destinies.

Who has the authority to interpret the Bible and examine the underlying Hebrew and Greek words? That is a good question! We read in 1 John 2:27, *"As for you, the anointing which you received from him remains in you, and you do not need for anyone to teach you. But as his anointing teaches you concerning all things, and is true, and is no lie, and even as it taught you, you remain in him."* Every Christian is qualified to interpret the Bible! Now that does not mean we will all agree. Each of us is still growing in our understanding of the truth. However, it does mean that there is no infallible human or tradition to answer all our questions. Instead the Holy Spirit helps each of us to know the truth and grow closer to God and each other.

The Bible is a library with 66 books in the Protestant Canon. The best way to learn God's word is to read entire books. Read the book of Genesis. Read the book of John. Read the entire Bible library. Topical studies and cross-referencing can be good. However, the safest way to understand context and meaning is to read whole Bible books. Chapter and verse numbers were added for convenience in the 16th century, but unfortunately they can cause the Bible to seem like an encyclopedia. The Aionian Bible is formatted with simple verse numbering, minimal notes, and no cross-referencing in order to encourage the reading of Bible books.

Bible reading must also begin with prayer. Any Christian is qualified to interpret the Bible with God's help. However, this freedom is also a responsibility because without the Holy Spirit we cannot interpret accurately. We read in 1 Corinthians 2:13-14, *"And we speak of these things, not with words taught by human wisdom, but with those taught by the Spirit, comparing spiritual things with spiritual things. Now the natural person does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them, because they are spiritually discerned."* So we cannot understand in our natural self, but we can with God's help through prayer.

The Holy Spirit is the best writer and he uses literary devices such as introductions, conclusions, paragraphs, and metaphors. He also writes various genres including historical narrative, prose, and poetry. So Bible study must spiritually discern and understand literature. Pray, read, observe, interpret, and apply. Finally, *"Do your best to present yourself approved by God, a worker who does not need to be ashamed, properly handling the word of truth."* 2 Timothy 2:15. *"God has granted to us his precious and exceedingly great promises; that through these you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world by lust. Yes, and for this very cause adding on your part all diligence, in your faith supply moral excellence; and in moral excellence, knowledge; and in knowledge, self-control; and in self-control patience; and in patience godliness; and in godliness brotherly affection; and in brotherly affection, love. For if these things are yours and abound, they make you to be not idle nor unfruitful to the knowledge of our Lord Jesus Christ,"* 2 Peter 1:4-8.

শব্দকোষ

বাংলা at AionianBible.org/Glossary

The Aionian Bible un-translates and instead transliterates eleven special words to help us better understand the extent of God's love for individuals and all mankind, and the nature of afterlife destinies. The original translation is unaltered and a note is added to 64 Old Testament and 200 New Testament verses. Compare the meanings below to the Strong's Concordance and Glossary definitions.

Abyssos g12

Greek: proper noun, place

Usage: 9 times in 3 books, 6 chapters, and 9 verses

Meaning:

Temporary prison for special fallen angels such as Apollyon, the Beast, and Satan.

aidios g126

Greek: adjective

Usage: 2 times in Romans 1:20 and Jude 6

Meaning:

Lasting, enduring forever, eternal.

aiōn g165

Greek: noun

Usage: 127 times in 22 books, 75 chapters, and 102 verses

Meaning:

A lifetime or time period with a beginning and end, an era, an age, the completion of which is beyond human perception, but known only to God the creator of the aiōns, Hebrews 1:2. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.

aiōnios g166

Greek: adjective

Usage: 71 times in 19 books, 44 chapters, and 69 verses

Meaning:

From start to finish, pertaining to the age, lifetime, entirety, complete, or even consummate. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Koine Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.

eleēsē g1653

Greek: verb, aorist tense, active voice, subjunctive mood, 3rd person singular

Usage: 1 time in this conjugation, Romans 11:32

Meaning:

To have pity on, to show mercy. Typically, the subjunctive mood indicates possibility, not certainty. However, a subjunctive in a purpose clause is a resulting action as certain as the causal action. The subjunctive in a purpose clause functions as an indicative, not an optative. Thus, the grand conclusion of grace theology in Romans 11:32 must be clarified. God's mercy on all is not a possibility, but a certainty. See ntgreek.org.

Geenna g1067

Greek: proper noun, place

Usage: 12 times in 4 books, 7 chapters, and 12 verses

Meaning:

Valley of Hinnom, Jerusalem's trash dump, a place of ruin, destruction, and judgment in this life, or the next, though not eternal to Jesus' audience.

Hadēs g86

Greek: proper noun, place

Usage: 11 times in 5 books, 9 chapters, and 11 verses

Meaning:

Synonymous with Sheol, though in New Testament usage Hades is the temporal place of punishment for deceased unbelieving mankind, distinct from Paradise for deceased believers.

Limnē Pyr g3041 g4442

Greek: proper noun, place

Usage: Phrase 5 times in the New Testament

Meaning:

Lake of Fire, final punishment for those not named in the Book of Life, prepared for the Devil and his angels, Matthew 25:41.

Sheol h7585

Hebrew: proper noun, place

Usage: 66 times in 17 books, 50 chapters, and 64 verses

Meaning:

The grave or temporal afterlife world of both the righteous and unrighteous, believing and unbelieving, until the general resurrection.

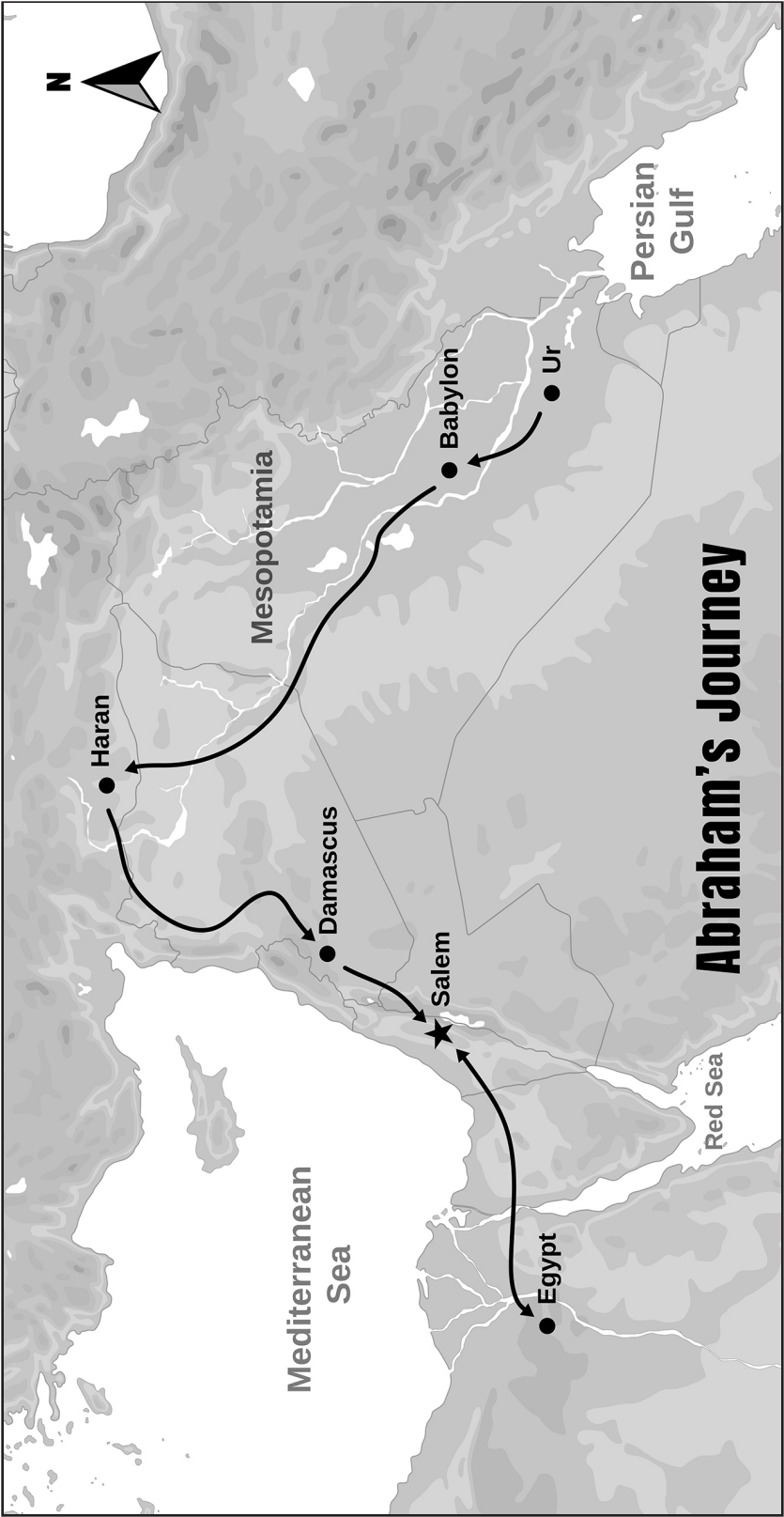
Tartaroō g5020

Greek: proper noun, place

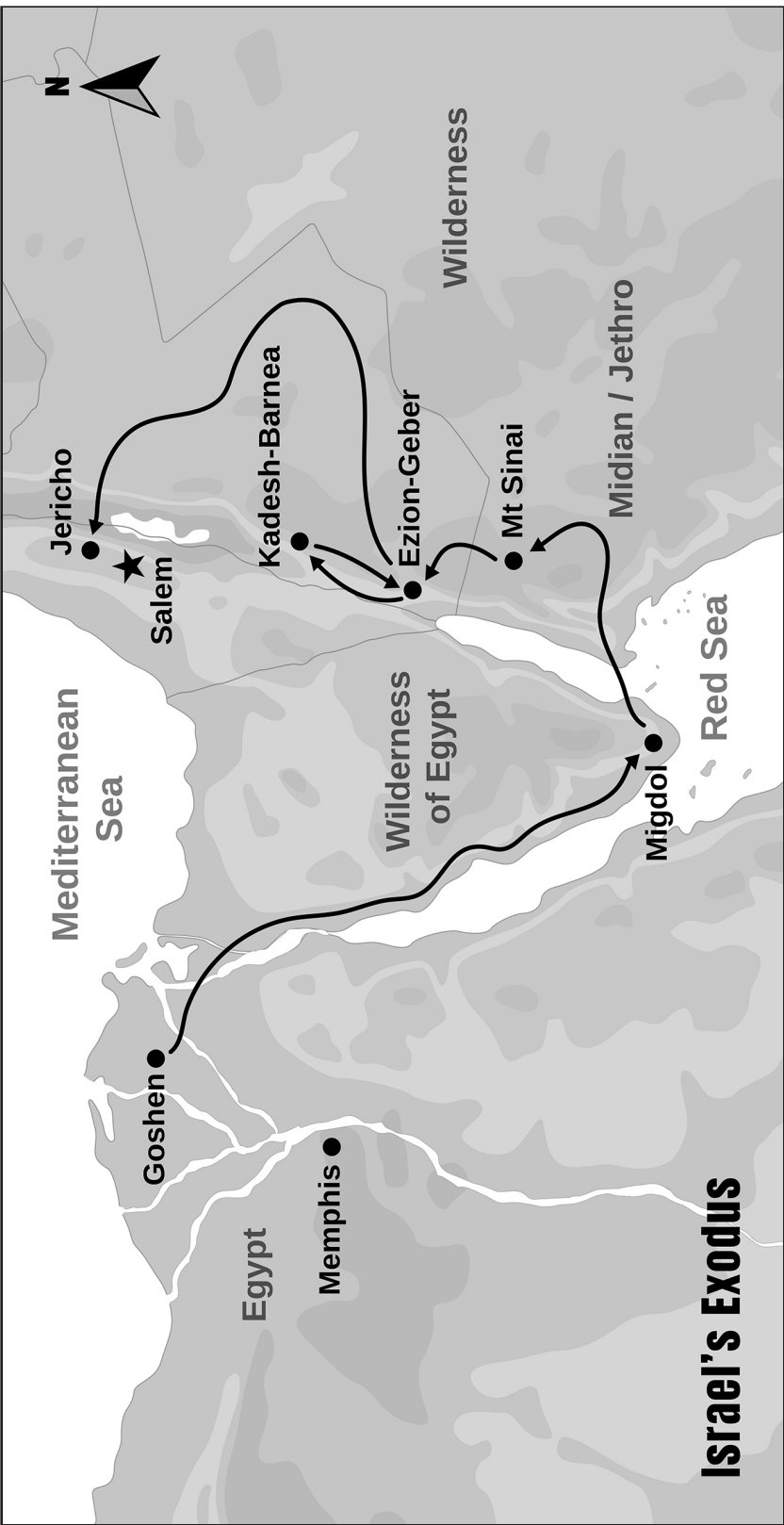
Usage: 1 time in 2 Peter 2:4

Meaning:

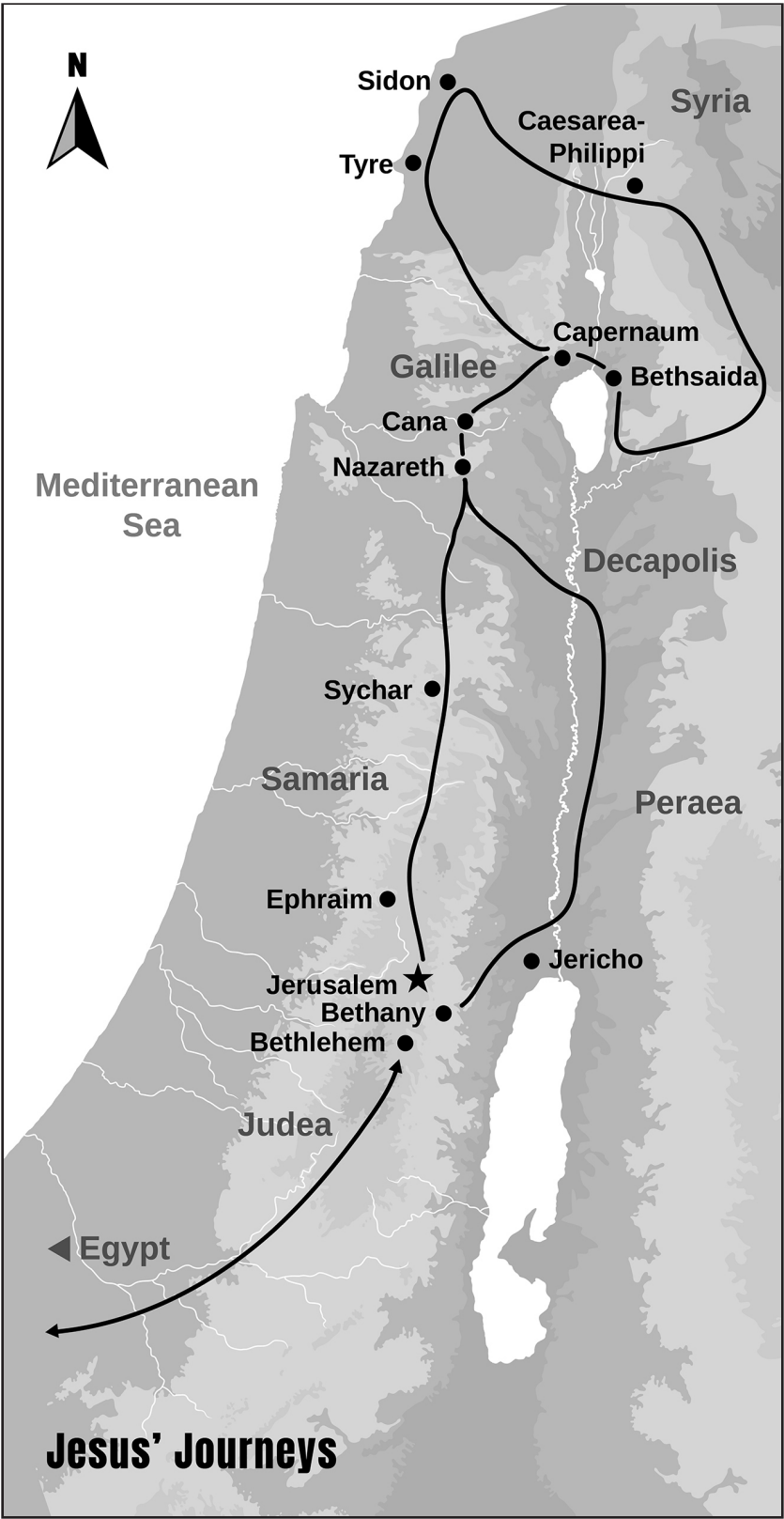
Temporary prison for particular fallen angels awaiting final judgment.



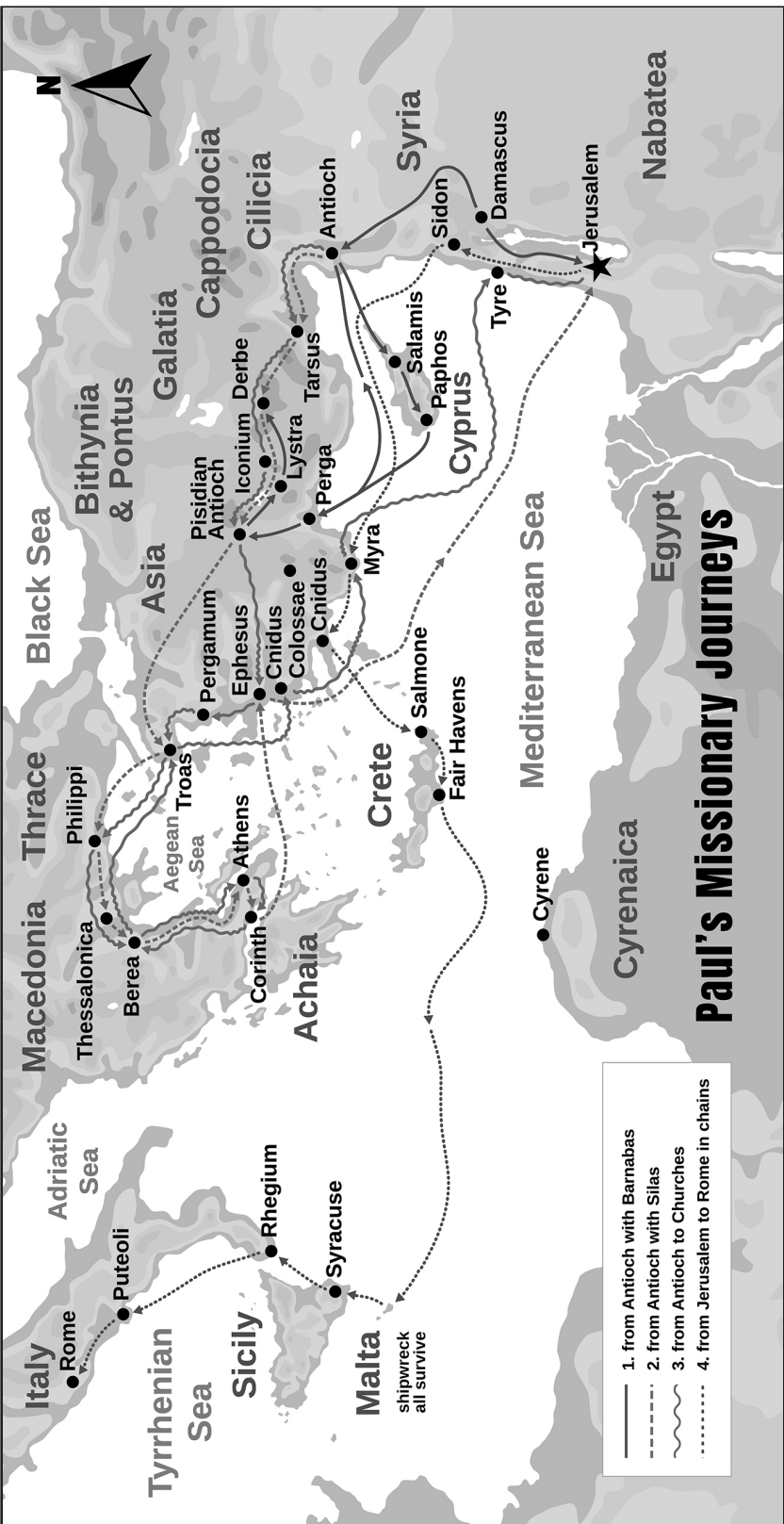
বিশ্বাসেই অব্রাহাম, যে স্থান তিনি ভাবীকালে উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করবেন, সেই স্থানে যাওয়ার আত্মন পেয়ে গন্তব্যস্থান না জেনেই, বাধ্যতার সঙ্গে সেই স্থানে গেলেন। - ইব্রীয় 11:8



ফরৌণ যখন লোকদের যেতে দিলেন, ঈশ্বর তখন তাদের ফিলিস্তিনীদের দেশের মধ্যে দিয়ে স্থলপথে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাননি, যদিও সেটিই সংক্ষিপ্ত পথ। কারণ ঈশ্বর বললেন, "যদি তারা যুদ্ধের সম্মুখীন হয়, তবে তারা হয়তো তাদের মন পরিবর্তন করে ফেলবে এবং মিশরে ফিরে যাবে।" - যাত্রাপুস্তক 13:17



কারণ, এমনকি, মনুষ্যপুত্রও সেবা পোতে আসেননি, কিন্তু সেবা করতে ও অনেকে পরিত্যাগে নিজের প্রাণ মুক্তিপণস্বরূপ দিতে এসেছেন। - মার্ক 10:45



পৌল, খ্রীষ্ট যীশুর একজন ক্রীতদাস, প্রেরিতনিষারণে আহৃত ও ঈশ্বরের সুসম্মান প্রচারের জন্য নিযুক্ত - রোমীয় ১:১

Creation 4004 B.C.

Adam and Eve created	4004
Tubal-cain forges metal	3300
Enoch walks with God	3017
Methuselah dies at age 969	2349
God floods the Earth	2349
Tower of Babel thwarted	2247
Abraham sojourns to Canaan	1922
Jacob moves to Egypt	1706
Moses leads Exodus from Egypt	1491
Gideon judges Israel	1245
Ruth embraces the God of Israel	1168
David installed as King	1055
King Solomon builds the Temple	1018
Elijah defeats Baal's prophets	896
Jonah preaches to Nineveh	800
Assyrians conquer Israelites	721
King Josiah reforms Judah	630
Babylonians capture Judah	605
Persians conquer Babylonians	539
Cyrus frees Jews, rebuilds Temple	537
Nehemiah rebuilds the wall	454
Malachi prophecies the Messiah	416
Greeks conquer Persians	331
Seleucids conquer Greeks	312
Hebrew Bible translated to Greek	250
Maccabees defeat Seleucids	165
Romans subject Judea	63
Herod the Great rules Judea	37

(The Annals of the World, James Uusher)

Jesus Christ born 4 B.C.



New Heavens and Earth



- Christ returns for his people**
- 1956** Jim Elliot martyrd in Ecuador
 - 1830** John Williams reaches Polynesia
 - 1731** Zinzendorf leads Moravian mission
 - 1614** Japanese kill 40,000 Christians
 - 1572** Jesuits reach Mexico
 - 1517** Martin Luther leads Reformation
 - 1455** Gutenberg prints first Bible
 - 1323** Franciscans reach Sumatra
 - 1276** Ramon Llull trains missionaries
 - 1100** Crusades tarnish the church
 - 1054** The Great Schism
 - 997** Adalbert martyrd in Prussia
 - 864** Bulgarian Prince Boris converts
 - 716** Boniface reaches Germany
 - 635** Alopen reaches China
 - 569** Longinus reaches Alodia / Sudan
 - 432** Saint Patrick reaches Ireland
 - 397** Carthage ratifies Bible Canon
 - 341** Ulfilas reaches Goth / Romania
 - 325** Niceae proclaims God is Trinity
 - 250** Denis reaches Paris, France
 - 197** Tertullian writes Christian literature
 - 70** Titus destroys the Jewish Temple
 - 61** Paul imprisoned in Rome, Italy
 - 52** Thomas reaches Malabar, India
 - 39** Peter reaches Gentile Cornelius
 - 33** Holy Spirit empowers the Church

(Wikipedia, Timeline of Christian missions)

Resurrected 33 A.D.

What are we?			▶		Genesis 1:26 - 2:3		
How are we sinful?			▶		Romans 5:12-19		
Where are we?			▶				
					Innocence		
			Eternity Past		Creation 4004 B.C.		
▶ Who are we?	God	Father		John 10:30	Genesis 1:31 God's perfect fellowship with Adam in The Garden of Eden		
		Son					
		Holy Spirit					
	Mankind	Living		Genesis 1:1 No Creation No people			
		Deceased believing					
		Deceased unbelieving					
	Angels	Holy			Genesis 1:31 No Fall No unholy Angels		
		Imprisoned					
		Fugitive					
		First Beast					
		False Prophet					
		Satan					
Why are we?			▶		Romans 11:25-36, Ephesian 2:7		

Mankind is created in God’s image, male and female He created us

Sin entered the world through Adam and then death through sin

When are we?					
Fallen				Glory	
Fall to sin No Law	Moses' Law 1500 B.C.	Christ 33 A.D.	Church Age Kingdom Age		New Heavens and Earth
1 Timothy 6:16 Living in unapproachable light				Acts 3:21 Philippians 2:11 Revelation 20:3	
John 8:58 Pre-incarnate		John 1:14 Incarnate	Luke 23:43 Paradise		
Psalm 139:7 Everywhere		John 14:17 Living in believers			
Ephesians 2:1-5 Serving the Savior or Satan on Earth					
Luke 16:22 Blessed in Paradise				God's perfectly restored fellowship with all Mankind praising Christ as Lord in the Holy City	
Luke 16:23, Revelation 20:5,13 Punished in Hades until the final judgment					
Hebrews 1:14 Serving mankind at God's command					
2 Peter 2:4, Jude 6 Imprisoned in Tartarus					
1 Peter 5:8, Revelation 12:10 Rebelling against Christ Accusing mankind			Revelation 20:13 Thalaasa		Matthew 25:41 Revelation 20:10
			Revelation 19:20 Lake of Fire		Lake of Fire prepared for the Devil and his Angels
			Revelation 20:2 Abyss		

For God has bound all over to disobedience in order to show mercy to all

ভবিতব্য

বাংলা at AionianBible.org/Destiny

The Aionian Bible shows the location of eleven special Greek and Hebrew Aionian Glossary words to help us better understand God's love for individuals and for all mankind, and the nature of after-life destinies. The underlying Hebrew and Greek words typically translated as *Hell* show us that there are not just two after-life destinies, Heaven or Hell. Instead, there are a number of different locations, each with different purposes, different durations, and different inhabitants. Locations include 1) Old Testament *Sheol* and New Testament *Hadēs*, 2) *Geenna*, 3) *Tartaroō*, 4) *Abyssos*, 5) *Limnē Pyr*, 6) *Paradise*, 7) *The New Heaven*, and 8) *The New Earth*. So there is reason to review our conclusions about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.

The key observation is that fallen angels will be present at the final judgment, 2 Peter 2:4 and Jude 6. Traditionally, we understand the separation of the Sheep and the Goats at the final judgment to divide believing from unbelieving mankind, Matthew 25:31-46 and Revelation 20:11-15. However, the presence of fallen angels alternatively suggests that Jesus is separating redeemed mankind from the fallen angels. We do know that Jesus is the helper of mankind and not the helper of the Devil, Hebrews 2. We also know that Jesus has atoned for the sins of all mankind, both believer and unbeliever alike, 1 John 2:1-2. Deceased believers are rewarded in Paradise, Luke 23:43, while unbelievers are punished in Hades as the story of Lazarus makes plain, Luke 16:19-31. Yet less commonly known, the punishment of this selfish man and all unbelievers is before the final judgment, is temporal, and is punctuated when Hades is evacuated, Revelation 20:13. So is there hope beyond Hades for unbelieving mankind? Jesus promised, *"the gates of Hades will not prevail,"* Matthew 16:18. Paul asks, *"Hades where is your victory?"* 1 Corinthians 15:55. John wrote, *"Hades gives up,"* Revelation 20:13.

Jesus comforts us saying, *"Do not be afraid,"* because he holds the keys to *unlock* death and Hades, Revelation 1:18. Yet too often our *Good News* sounds like a warning to *"be afraid"* because Jesus holds the keys to *lock* Hades! Wow, we have it backwards! Hades will be evacuated! And to guarantee hope, once emptied, Hades is thrown into the Lake of Fire, never needed again, Revelation 20:14.

Finally, we read that anyone whose name is not written in the Book of Life is thrown into the Lake of Fire, the second death, with no exit ever mentioned or promised, Revelation 21:1-8. So are those evacuated from Hades then, *"out of the frying pan, into the fire?"* Certainly, the Lake of Fire is the destiny of the Goats. But, do not be afraid. Instead, read the Bible's explicit mention of the purpose of the Lake of Fire and the identity of the Goats, *"Then he will say also to those on the left hand, 'Depart from me, you cursed, into the consummate fire which is prepared for... the devil and his angels,'"* Matthew 25:41. Bad news for the Devil. Good news for all mankind!

Faith is not a pen to write your own name in the Book of Life. Instead, faith is the glasses to see that the love of Christ for all mankind has already written our names in Heaven. *"If the first fruit is holy, so is the lump,"* Romans 11:16. Though unbelievers will suffer regrettable punishment in Hades, redeemed mankind will never enter the Lake of Fire, prepared for the devil and his angels. And as God promised, all mankind will worship Christ together forever, Philippians 2:9-11.



Disciple All Nations

অতএব, তোমরা যাও ও সমস্ত জাতিকে শিষ্য করো, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিষ্ট দাও। - মথি 28:19

